উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

ভারতে আক্রান্ত মুক্তচিন্তা, মন্তব্য রাহুলের ৭

ফের রাত দখলের ডাক

রাত দখল ঐক্য মঞ্চের উদ্যোগে মঙ্গলবার পথে নামার ডাক দেওয়া হয়েছে। দুর্গাপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে ফের আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
সর্বোচ্চ	৩৩°	৩৩°	৩২°	৩৩°
সর্বনিম্ন	২০°	২০°	২০°	২১°

অপারেশন ব্লু স্টার ভুল ছিল, বললেন চিদম্বরম ৭

২৬ আশ্বিন ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 13 October 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 143

লাটাগুড়ির রিসর্টে ধৃত ক্যাশিয়ারের প্রেমিকা

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১২ অক্টোবর : এই ঘটনা যেন হার মানায় সিনেমার প্লটকেও। উত্তর দিনাজপুরের জেলা শাসকের দপ্তরের এক কর্মীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্কের সুবাদে সরকারি প্রকল্পের ৪ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা তছরুপ। ধরা পড়ার ভয়ে প্রথমে বালুরঘাট হয়ে দালাল মারফত বাংলাদেশে পালানোর ছক কষা। তবে ব্যর্থ হয়ে লাটাগুড়িতে আত্মগোপন। তবে শেষে দীপা সাহা অধিকারী নামে এক মহিলাকে রবিবার লাটাগুড়ি ফরেস্ট রিসর্ট থেকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতকে রবিবার দুপুরে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে ৫ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। ধৃতের কাছ থেকে একটি বিলাসবহুল গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রায়গঞ্জ সিজেএম কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'ধৃতের একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। সেই অ্যাকাউন্টে অবৈধভাবে সরকারি টাকা ঢুকেছে। ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।'

রায়গঞ্জের জেলা শাসকের দপ্তরের এক ক্লার্ক কাম ক্যাশিয়ার সুব্রত চন্দের সঙ্গে দীপার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সুব্রত ও ভূমি অধিগ্রহণ বিভাগের কর্মী দেবদীপ ভট্টাচার্য হাত মিলিয়ে মোট ৪ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা তছরুপ করেছেন বলে অভিযোগ। উত্তর দিনাজপুর জেলার অ্যানিমিয়া কন্ট্রোল প্রকল্পের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে দীপার অ্যাকাউন্টে ওই টাকা ট্রান্সফার করা হয় বলেও অভিযোগ। টাকা তছরুপ করার জন্য তাঁরা জেলা শাসকের সই জাল করেন বলেও অভিযোগ। সেপ্টেম্বর মাসের ১০ তারিখ সুব্রত সংখ্যালঘু দপ্তরের ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার চেক কর্ণজোড়ার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে ভাঙাতে গেলে ওই ব্যাংকের শাখা ম্যানেজারের সন্দেহ হওয়ায় তিনি জেলা শাসককে বিষয়টি জানান। সঙ্গে সঙ্গে সুব্রতর কারচুপি ধরা পড়ে যায়। এরপর দশের পাতায়

কী অভিযোগ

- জেলা শাসকের সই জাল করে তছরুপ
- অ্যানিমিয়া কন্ট্রোল প্রকল্পের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে দীপার অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার
- দীপা প্রথমে বালুরঘাটের একটি হোটেলে আশ্রয় নেন এবং বাংলাদেশে পালানোর ছক কষেন
- তবে ব্যর্থ হয়ে লাটাগুড়ির রিসর্টে আত্মগোপন করেন

আলিপুরদুয়ারের সুভাষিণী চা বাগানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

রাতে মেয়েরা বাইরে নয়, মমতার পরামর্শ

নয়নিকা নিয়োগী ও রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা ও দুর্গাপুর, ১২ অক্টোবর : দুর্গাপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্রীকে গণধর্ষণে শেষপর্যন্ত তিনজন গ্রেপ্তার হয়েছে। ওই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী জিরো টলারেন্সের কথা বলেছেন। পুলিশকে কড়া পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে উঠল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাতে মেয়েদের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণের বক্তব্যকে ঘিরে বিতর্ক। বিরোধী দলগুলি তো বটেই, মহিলা মহলে ওই বক্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

মমতা রবিবার উত্তরবঙ্গে পৌঁছেছেন। যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে তিনি সাংবাদিকদের সামনে দুর্গাপুরের ওই ঘটনা নিয়ে কথা বলেন। তখনই তিনি কথায় কথায় বলতে থাকেন, 'বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলির উচিত পড়ুয়াদের, বিশেষত ছোট মেয়েদের রাতে বাইরে বেরোতে না দেওয়া। তাঁদের নিজেদেরও সুরক্ষিত থাকতে হবে। বিভিন্ন রাজ্যের যে ছেলেমেয়ে বাংলায় পড়তে আসেন, তাঁদের আমি অনুরোধ করব রাত্রিবেলা না বেরোতে।'

হঠাৎ এই মন্তব্যের কী কারণ? মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'কারণ, পুলিশ তো জানতে পারে না, কে কখন বেরিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ তো বাড়ি বাড়ি গিয়ে বসে থাকবে না।' সমালোচনা শুরু হয়েছে, নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়ে মমতা এখন মহিলাদের ঘরে বসে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন। শুধু বেড়ানোর জন্য নয়, জীবিকার কারণে অনেক মেয়েকে বেশি রাতে বাড়ি ফিরতে হয় কিংবা কাজে যেতে হয়। তাঁদের সেই সমস্যাটির দিকে মুখ্যমন্ত্রীর নজর নেই বলে অভিযোগ উঠেছে।

দুর্গাপুরে নির্যাতিত ছাত্রীর বাবাও বাংলার নিরাপত্তাহীনতার দিকে আঙুল তুলেছেন। তিনি আদতে ওড়িশার বাসিন্দা। তাঁর মেয়ে ওড়িশা থেকে পড়তে এসেছিলেন দুর্গাপুরে। এরপর দশের পাতায়

টোটো নিয়ে চালকদের সংঘর্ষে তপ্ত বালুরঘাট

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১২ অক্টোবর : টোটোচালকদের মারামারিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বালুরঘাট শহরের দীপালিনগর। রবিবার দিনের বেলায় দলবল নিয়ে এক টোটোচালকের ওপর চড়াও হন আরেক টোটোচালক। চাবির গোছা দিয়ে মেরে কান ফাটিয়ে দেওয়া হয়। দিনের ব্যস্ত সময়ে শহরের বুকে এমন ঘটনায় রীতিমতো হতবাক হয়ে যান সকলে। বালুরঘাট শহরে টোটোর দৌরাত্ম্য বাড়তে থাকায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে। গত সপ্তাহেই বালুরঘাটের এক তরুণীর গলা থেকে হার ছিনিয়ে নিয়ে তাঁকে লাথি মেরে রাস্তায় ফেলে পালানোর চেষ্টা করেছিল এক টোটোচালক। স্থানীয়রা তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সেই ঘটনার রেশ কাটার আগেই রবিবার দীপালিনগরের ঘটনা ঘটে গেল। এদিনের ঘটনায় গৌরাঙ্গ হালদার নামে এক টোটোচালক বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন অন্য টোটোচালকের বিরুদ্ধে।

গৌরাঙ্গের অভিযোগ, বালুরঘাট স্টেশনের সামনে তাঁর টোটোর সঙ্গে জয় হালদারের টোটোর ধাক্কা লাগে। তা নিয়ে সেখানে কথা কাটাকাটি হয়। তবে সেখানে বিষয়টি মিটে গেলেও পরে বাড়ি ফেরার পথে দীপালিনগর এলাকায় জয় দলবল নিয়ে তাঁর ওপর চড়াও হন। এরপর দশের পাতায়

মোশারফকে 'মসিহা' আখ্যা

তৃণমূলের সমালোচনায় অমিত মালব্য

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ১২ অক্টোবর : বিজয়া সম্মিলনির মঞ্চে ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হুসেনকে 'মসিহা' বানাতে গিয়ে বিতর্কে জড়ালেন তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী চৈতালি ঘোষ সাহা। ব্লক তৃণমূল ও বিধায়ক মোশারফ হুসেনের উদ্যোগে ইটাহার হাইস্কুল প্রাঙ্গণে বিজয়া সম্মিলনির আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠান মঞ্চে ভাষণ দিতে গিয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল মহিলার সভানেত্রী চৈতালি ঘোষ সাহা বিধায়ক মোশারফ হুসেনকে 'হিন্দুদের ভগবান' ও 'মুসলিমদের আল্লা' বলে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি মোশারফের নেতৃত্বে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ইটাহারে 'ভয়ংকর খেলা হবে' বলেও কর্মীদের বার্তা দেন তিনি। শনিবার বিজয়া সম্মিলনির মঞ্চে চৈতালির এই মন্তব্য ঘিরেই তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এ নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে বিভিন্ন মহলে। তৃণমূল নেত্রীর ওই মন্তব্য 'অত্যন্ত আপত্তিকর' এবং 'মানুষের বিশ্বাস ও আবেগকে অপমান করেছে' বলে বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন। চৈতালির ভাষণের ভিডিও ক্লিপিংও এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন। বিষয়টি নিয়ে সমালোচনায় সরব হয়েছে জেলার গেরুয়া শিবির। বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ বলেন, 'মোশারফের কাজে ও উন্নয়নের নামে ধাপ্পাবাজি দেখে ইটাহারের মানুষ বীতশ্রদ্ধ। তাই ইটাহারের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে তৃণমূল নেত্রী এই মন্তব্য করেছেন। এটাই তৃণমূলের সংস্কৃতি। এইরকম মন্তব্যের মাধ্যমে ওই তৃণমূল নেত্রী হিন্দু ধর্ম ও এই সমাজের মানুষকে খাটো করার চেষ্টা করেছেন। এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই আমরা।'

কী ঘটেছে

- জেলা তৃণমূল মহিলার সভানেত্রী চৈতালি ঘোষ সাহা বিধায়ক মোশারফ হুসেনকে 'হিন্দুদের ভগবান' ও 'মুসলিমদের আল্লা' বলে উল্লেখ করেন
- নির্বাচনে ইটাহারে 'ভয়ংকর খেলা হবে' বলে কর্মীদের বার্তাও দেন
- বিজয়া সম্মিলনিতে হিন্দি গান ও নাচ নিয়েও বিতর্ক
- ভুলবশত ওই পরিবেশের পরিপন্থী একটা গান বেজেছে বলে সাফাই বিধায়কের

চৈতালিদেবীর এই মন্তব্য উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকেই হতবাক করেছে। সামাজিক মাধ্যমে তার প্রতিফলনও দেখা গিয়েছে। দলের অন্দরেও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক নেতা-কর্মী বলছেন, 'জেলা তৃণমূল মহিলার সভানেত্রীর এমন মন্তব্য করা ঠিক হয়নি।' ওই মন্তব্যের জন্য উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের ভাবাবেগে আঘাত লাগায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে মোশারফকে এর ফল ভুগতে হতে পারে বলেও মনে করছেন অনেকে।

যদিও বিধায়ক মোশারফ হুসেন অবশ্য বলছেন, 'এতে নির্বাচনে কোনও বিরূপ প্রভাব পড়বে না।' কারণ তাঁর মতে, চৈতালির ভাষণকে বিকৃত করে অসম্পূর্ণ ভিডিও ক্লিপিং সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে অযথা বিতর্ক তৈরি করতে চাইছেন বিজেপি নেতারা। এরপর দশের পাতায়

ভাঙন রুখতে পথে নামছে ভূতনি

আজাদ

মানিকচক, ১২ অক্টোবর : সরকারের ওপর আস্থা হারিয়ে ভাঙন রোধের কাজ ও বাঁধ তৈরির দাবিতে এবার পথে নামতে চলেছে ভূতনির ছাত্র ও সাধারণ জনগণ। সোমবার মহামিছিলের ডাক দিয়েছে ভূতনি ছাত্র ও গণ আন্দোলন কমিটি। ওদিকে, গঙ্গার জলস্তর কমতেই আবারও ব্যাপক ভাঙন শুরু। রবিবার সকালে মানিকচকের গোপালপুর কামালতিপুর এলাকায় প্রায় দেড়শো মিটার দৈর্ঘ্যের এলাকাজুড়ে চলল ব্যাপক ভাঙন। এই অবস্থায় যে কোনও মুহূর্তে তলিয়ে যেতে পারে সেখানকার জামে মসজিদ। সবমিলিয়ে ভাঙনের দাপটে খুবই আতঙ্কিত সেখানকার মানুষ।

নদীবাঁধ না থাকায় গত দুই বছর ধরে জলস্তর বাড়তেই গঙ্গা ও ফুলহরের জল ঢুকে পড়ছে ভূতনির বিস্তীর্ণ লোকালয়ে। এই অবস্থায় খুবই আতঙ্কে রয়েছেন ভূতনিবাসী। শেষমেশ স্থায়ীভাবে ভাঙন রোধের কাজ ও বাঁধ নির্মাণের দাবিতে রাজপথে নামার সিদ্ধান্ত ভূতনির ছাত্র ও সাধারণ জনগণের। সোমবার ভূতনি ব্রিজ থেকে মানিকচক বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত মহামিছিলের ডাক দিয়েছেন তাঁরা। শুধুমাত্র ভূতনিকে বাঁচাতে তাঁদের এই প্রয়াস বলে দাবি কমিটির। ইতিমধ্যেই গত এক সপ্তাহ ধরে ভূতনির তিনটি অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র ও তরুণরা এই মহামিছিলকে সফল করতে ছোট ছোট বৈঠক সেরেছেন। সাধারণের দাবি, রাজ্য ও কেন্দ্রের টানাপোড়েনে ভূতনিবাসীর এই বেহাল দশা। ভাঙনে ভিটেমাটি হারাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। প্রতিবছর বন্যার কবলে পড়ছেন ভূতনিবাসী। ভাঙন ও প্রতিবছরের বন্যায় জর্জরিত ভূতনির দিকে তাকাচ্ছে না কেন্দ্র সরকার। রাজ্য সরকার ভাঙন রোধের কাজে যা বরাদ্দ করছে তা দালালচক্র ও পেটুয়া ঠিকাদার দ্বারা লুটপাট চলছে। ভাঙন রোধ ও বাঁধ নির্মাণের কাজ নিয়ে প্রতিবাদ করলেই পুলিশি হেনস্তার মুখে পড়তে হচ্ছে। পুলিশি প্রহরার ঘেরাটোপে ভূতনিতে ভাঙন রোধ ও বাঁধ নির্মাণের কাজ হয়েছে। এমনই একাধিক গুরুতর অভিযোগ কমিটির। আন্দোলনকারীদের তরফে আবদুল্লার দাবি, 'ভূতনি তথা মানিকচকজুড়ে প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছে। একেবারে অরাজনৈতিক মঞ্চের মাধ্যমে শুধুমাত্র ভূতনিকে বাঁচাতে ভূতনিবাসীর দাবি রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের কানে পৌঁছে দিতে মহামিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে।'

ভূতনিতে গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে জমি। রবিবার।

এদিকে, নদীর জল কমতেই আবার গোপালপুরে ভাঙন শুরু হয়েছে। বিগত তিন মাস ধরে সেখানকার বিভিন্ন এলাকায় অল্পবিস্তর ভাঙন চলেছে। গত কয়েক সপ্তাহ থেকে গঙ্গাভাঙন বন্ধ থাকলেও রবিবার সকাল থেকে আবারও গঙ্গা মেতে উঠেছে তার ধ্বংসলীলায়। বর্তমানে নদী থেকে বাঁধের দূরত্ব মেরেকেটে একশো মিটার। এদিন সকালে স্থানীয়রা জমিতে কাজে যাওয়ার সময় দেখেন নদীতীরবর্তী এলাকায় তীব্র ভাঙন চলছে। চোখের নিমেষে গঙ্গা গিলে ফেলছে চাষাবাদের জমি। খবর ছড়াতেই ভাঙনকবলিত এলাকায় ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা।

অন্যদিকে, রবিবার দুপুর থেকে গোপালপুর পঞ্চায়েতের সহবতটোলা ও এলাহিটোলা এলাকাতেও শুরু হয়েছে গঙ্গাভাঙন। তবে নদীর জলস্তর কমলে এরকম ভাঙন হয় বলে দাবি সেচ দপ্তরের।

HONDA The Power of Dreams | How we move you. CREATE ▸ TRANSCEND, AUGMENT

The Honda Joy Fest

Bring Home a Honda, Bring Home Joy

^GET GST BENEFIT UP TO ₹14000/-

তৎক্ষণাৎ ক্যাশব্যাক ₹5000/-** পর্যন্ত | লোন 100%* পর্যন্ত | কম ROI @6.99%* | কম EMI ₹49* প্রতি দিন

Scan to download MyHonda-India Customer Connect App

HDFC BANK Credit Card | IDFC FIRST Bank CREDIT CARDS

অধিক তথ্যের জন্য 7230032200 -নম্বরে একটি মিস কল দিন

ডিলারের বিশদ বিবরণ জানতে QR কোড স্ক্যান করুন

Terms and Conditions applied. *Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. *The interest rates, loan amount, down payment, tenure options and EMI are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. *Low EMI offers are applicable for select HMSI models as follows: ₹49/- per day for Shine100 DX ; ₹79/- per day for Shine125, SP125 & CB125 Hornet; ₹1999/- per month for Activa. *Some of the mentioned components of the scheme cannot be clubbed together. *The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. *Offer valid until 31st October 2025. **Instant Cashback up to ₹5000 is available on selected HMSI models for EMI transactions using HDFC Bank credit cards with a minimum transaction value of ₹40000. **An instant cashback of flat ₹2000 is applicable on a minimum full swipe transaction of ₹40000, and flat ₹3000 instant cashback on a minimum full swipe transaction of ₹75002. **Instant Cashback up to ₹4000 is available on selected HMSI models for EMI transactions made using IDFC Bank credit cards with a minimum transaction value of ₹40000. **The offer is valid on credit card transactions processed through Pine Labs machines only and is applicable for one transaction per card/order during the offer period. **The Instant Cashback offers from HDFC Bank and IDFC Bank are valid until 31st October 2025. ^GST benefit is based on a reduction from 28% to 18% GST on the Ex-showroom price of NX 200. ^The actual savings may vary depending on the selected model and state. Product shown in the picture may vary from actual product available in the market. Accessories shown in the picture are not part of standard equipment.

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) – 122052, India; Website: www.honda2wheelersindia.com; Customer Care: customercare@honda.hmsi.in

আহত হাতিকে উত্ত্যক্ত

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১২ অক্টোবর : বন দপ্তরের কর্মীদের সামনে উত্ত্যক্ত করা হল দাঁতালকে। রবিবার ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমলাই চা বাগানের ১৪ নম্বর সেকশনে দাঁড়িয়ে থাকা পূর্ণবয়স্ক দাঁতাল হাতিটিকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত জঙ্গলে ফেরাতে ব্যর্থ বন দপ্তর। আর দিনভর বন দপ্তরের কর্মীদের সামনেই কখনও ঢিল, কখনও বাঁশ ছুড়ে মারা হল বুনোকে। এমনকি কেউ কেউ ছবি তুলতে গিয়ে হাতিটির খুব কাছে চলে যান। হাতিটির গায়ে একাধিক ক্ষতের চিহ্ন রয়েছে। এই বিষয়ে বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের ডিএফও রাজা এম বলেন, 'হাতিটির নজরদারির জন্য চারটি পৃথক টিম গঠন করা হয়েছে। বনের অন্য হাতির সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে হাতিটি চোট পেয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রয়োজনে হাতির চিকিৎসা করানো হবে।' এদিন সন্ধ্যায় আরও দুটি হাতি লাটাগুড়ির জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ছাওয়াফুলি বনবস্তি সংলগ্ন বড়দিঘি চা বাগানে ঢুকে পড়ে। খবর পেয়ে বন দপ্তরের লাটাগুড়ি রেঞ্জের কর্মীরা হাতি দুটোকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হন।

বুধবার বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের আপালচাঁদ জঙ্গলের চেল নদীর ধারে অসুস্থ একটি দাঁতাল হাতিকে দেখতে পান স্থানীয়রা। হাতিটির শরীরে একাধিক ক্ষতের চিহ্ন ছিল। বন দপ্তরের দাবি, অন্য হাতির আক্রমণে হাতিটি আহত হয়েছে। তবে স্থানীয়দের মতে, ছররা গুলির আঘাতে হাতিটি গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। অসুস্থ হাতিটিকে বুধবারের পর আর খুঁজে পায়নি বন দপ্তর। এদিন ভোরবেলা ডামডিং গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমলাই চা বাগানের ১৪ নম্বর সেকশনে হাতিটি ঢুকে পড়ে। লোকালয়ে হাতি বেরোনোর খবর পেয়ে স্থানীয়রা ভিড় জমান। ঘটনাস্থলে আসেন মালবাজার বন্যপ্রাণ স্কোয়াড ও বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের কর্মীরা। বনকর্মীদের সামনেই মানুষ হাতিটিকে উত্ত্যক্ত করতে থাকেন। উত্তেজিত জনতা হাতিটিকে ঢিল ছোড়ে একাধিকবার, বাঁশ ছুড়েও মারা হয় হাতিটির দিকে। কেউ কেউ আবার হাতিটির ছবি তুলতে এগিয়ে যায় ঝুঁকিপূর্ণভাবে। একসময় হাতিটি বিরক্ত হয়ে এদিক-ওদিক ছুটতে শুরু করে। স্থানীয় বাসিন্দা মুর্শিদ আলম বলেন, 'হাতির শরীরে যে শুধু একাধিক ক্ষত রয়েছে তাই নয়, হাতিটি একটি চোখেও কম দেখে। এদিন বনকর্মীদের সামনে যেভাবে হাতিটিকে উত্ত্যক্ত করা হল তা নজিরবিহীন।'

বন দপ্তরের ভূমিকার সমালোচনা করে পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক অনির্বাণ মজুমদার বলেন, 'শুনেছি হাতিটি বেশ কয়েকদিন ধরেই অসুস্থ। গত ডিসেম্বর মাসে কাঠামবাড়ি জঙ্গলে একটি হাতি অসুস্থ হয়ে মারা গিয়েছিল। জুন মাসে একই এলাকায় আরেকটি দাঁতালের মৃতদেহ উদ্ধার হয়, তার শরীরেও ছিল একাধিক ক্ষতের দাগ। এই হাতিটি অসুস্থ থাকলেও কেন এটার চিকিৎসা করা হচ্ছে না বুঝতে পারছি না।' আরেক পরিবেশপ্রেমী নফসর আলি বলেন, 'বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। বন্যপ্রাণী লোকালয় বেরিয়ে এলে মানুষ তাদের উত্ত্যক্ত করছেন। বন দপ্তরকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করছি।' উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণ বিভাগের বনপাল ভাস্কর জেভি বলেন, 'মানুষ সচেতন না হলে এধরনের ঘটনা আটকানো অসম্ভব। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

দাঁতালকে দেখতে চা বাগানে ভিড় স্থানীয়দের। ছবি : শুভদীপ শর্মা

লোকালয়ে বুনো

- রবিবার ভোরে কুমলাই চা বাগানের ১৪ নম্বর সেকশনে ঢুকে পড়ে এক দাঁতাল
- খবর চাউর হতেই হাতিটিকে দেখতে স্থানীয়রা জটলা করেন
- হাতির দিকে বাঁশ এবং ঢিল ছোড়া হয়
- হাতিটির গায়ে অনেক আঘাতের চিহ্ন আছে, সেগুলি ছররা গুলির আঘাত বলে মনে করা হচ্ছে
- হাতিটি একটা চোখে কম দেখে
- সন্ধে অবধি বন দপ্তর হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে পারেনি

আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার রাজনীতিতে

বিজেপিতে নাম লেখালেন আখতার

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১২ অক্টোবর : আরজি কর কাণ্ডের অন্যতম প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর চিকিৎসক আখতার আলি বিজেপির সদস্যপদ গ্রহণ করলেন। বর্তমানে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের ডেপুটি সুপার আখতার সম্প্রতি অনলাইনে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের সদস্যপদ নেন এবং এরপরেই নতুন করে স্বাস্থ্য দপ্তরের দুর্নীতি নিয়ে সরব হওয়ার কথা জানান। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেন, 'পরবর্তীতে আমার লড়াই হবে রাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরে ঘটে চলা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই এবং রাজ্যে মহিলাদের সুরক্ষার দাবিতে আন্দোলন।' তৃণমূলকে ঘৃণা করার কথাও জানান তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী ব্যতীত তৃণমূলে সকলেই দুর্নীতিগ্রস্ত, চোর।' পরিবারের সায় মিললে '২৬-এর ভোটে তিনি যে বিজেপির প্রার্থী হতে তৈরি, সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে তাঁর কাছ থেকে। কিন্তু সংখ্যালঘু মুখ হিসেবে চিকিৎসক আখতারকে বিজেপি প্রার্থী করবে কি না, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

অভয়া কাণ্ডে তৎকালীন আরজি কর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন ডাঃ আখতার আলি। সেসময় তিনি ছিলেন আরজি করের ডেপুটি সুপার। একের পর এক তাঁর বিস্ফোরক অভিযোগে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছিল রাজ্য সরকারকে। কিছুদিনের মধ্যে তাঁকে বদলি করে দেওয়া হয় মুর্শিদাবাদে। পরবর্তীতে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। এখানে ডেপুটি সুপার পদেই রয়েছেন তিনি। আজও তিনি রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে সরব। অনলাইনে হলেও হঠাৎ তাঁর বিজেপিতে যোগ দেওয়ার প্রেক্ষিতে নানান প্রশ্ন উঠছে। হিন্দুত্ববাদী দল হিসেবে স্বঘোষিত বিজেপিকে কেন তিনি বেছে নিলেন? গৈরিক মঞ্চ থেকে তাঁকে কি সক্রিয় রাজনীতিতে দেখা যাবে? কয়েকদিনের মধ্যে সশরীরে বিজেপিতে যোগ দেবেন জানিয়ে আখতার বলছেন, 'তৃণমূলের ১৪ বছরের শাসনে রাজ্যে অপরাধ বাড়ছে। মুসলিম মরছে। মুসলিমদের উঠতে দিচ্ছে না তৃণমূল। শুধু মুসলিমদের ব্যবহার করা হচ্ছে। একমাত্র বিজেপি পারবে ২০২৬ সালে রাজ্য থেকে তৃণমূলকে সাফ করতে।' নীতিন গড়করির প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলছেন, 'বিজেপিতে অনেক ভালো মানুষ, সৎ মানুষ রয়েছেন।'

আখতার অনলাইনে বিজেপির সদস্যপদ নিয়েছেন জানতে পারার পর বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ বলছেন, 'ভারতীয় জনতা পার্টির আদর্শ মেনে যদি উনি দলে আসেন, তাহলে তাঁকে আমাদের সুস্বাগত। ওঁর মতো ব্যতিক্রমী প্রতিবাদী মানুষ দলে থাকলে আমাদের রাজ্যে সফলতা আসবে।' বিষয়টি কার্যত পাশ কাটিয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালের বক্তব্য, 'এটা ওঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। এ বিষয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না।'

কর্মখালি

কার্টন ডেলিভারির জন্য শিলিগুড়ির লোক চাই। স্কুটার / বাইক হতে হবে। বেতন - 12000/-+ পেট্রোল। 8116743501. (C/118348)

শিলিগুড়ির রেস্টুরেন্টে রুটি করা, বাসন মাজার জন্য ২টি ছেলে চাই। থাকা-খাওয়া ফ্রি, বেতন - ১০-১২০০০/-, 9749570276. (C/118346)

গার্ড, সুপারভাইজার চাই ফ্যাক্টরির জন্য। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি সহ 13,500/- স্যালারি। M :- 86536 09553, 85098 27671. (C/118347)

শিলিগুড়িতে Distributor-এর under-এ সেলসের জন্য স্থানীয় যুবক চাই। বাইক থাকা চাই। ফ্রেশার হলেও চলবে। M :- 7699002805. (C/118347)

NGO জন্য Survey & Marketing Staff চাই। ন্যূনতম H.S, Bike আবশ্যক। বয়সের বাধ্যতা নেই, বেতন আকর্ষণীয়, (M) 9126145259. (C/118349)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি কার্ত্তিক দাস, ময়নাগুড়ি সুভাষনগরের বাড়ি থেকে জেরক্স করার জন্য দুর্গাবাড়ির দিকে যাওয়ার পথে আমার বাড়ির দলিলটি হারিয়ে যায়। যার দাগ নং ১৭৭৭, জে.এল নং ৩৬, ডিড নং ৪২, জমির পরিমাণ ০.০৫৭৫ একর, মৌজা দক্ষিণ মৌয়ামারী, জলপাইগুড়ি। যদি কেহ পেয়ে থাকেন নিম্ন ফোনে যোগাযোগ করে দলিলটি ফেরত দিলে উপকৃত হব। (M) 9933338424. (S/C)

বিক্রয়

মাথাভাঙ্গায় দারুণ Place-এ 5 Decimal জমি সহ বাড়ি বিক্রয় হইবে। Call - 7407005550. (C/118346)

অ্যাফিডেভিট

আমি Arun Kumar Barman, S/o Late Jagada Nanda Barman, Vill. Pandapara Park More, Ward No.13, Post : Pandapara Kalibari, Dist. Jalpaiguri. আমার Driving License-এ (D.L. No. WB71 1997 089 4407) পিতার নাম ভুল আছে Late G. N. Barman গত 08/10/2025 তারিখে Executive Magistrate, Jalpaiguri Sadar, Affidavit বলে সংশোধন করে Late Jagada Nanda Barman করা হল যা উভয় Late G. N. Barman এবং Late Jagada Nanda Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/118531)

আমি সুলতান মিঞা, পিতা - মৃঃ সহিরুদ্দিন মিঞা, সাকিন - উত্তর কালারায়ের কুঠি, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার গত ১০/১০/২০২৫ তারিখে কোচবিহার জুডিশিয়াল ১ম ক্লাস কোর্টের অ্যাফিডেভিট দ্বারা উদ্দিন সুলতান, পিতা - সহিরুদ্দিন থেকে সুলতান মিঞা, পিতা - মৃঃ সহিরুদ্দিন মিঞা হইলাম।

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন নং WB 632017 0995578 আমার নাম এবং বাবার নাম ভুল থাকায় 16-09-25, E.M., সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Kajal Shil Sharma এবং Kajal Seal Sarma, বাবা Nitai Shil Sharma এবং Nityananda Seal Sarma উভয়েই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। মধ্য কালারায়ের কুঠি, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/118139)

ড্রাইভিং লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন নং - WB63 20100 888100 (New) 64/43905 (Old) আমার নাম ভুল থাকায় 16-09-25, E.M., সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Khalek Rahaman এবং Khaleque Rahaman উভয়ই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। মধ্য কালারায়ের কুঠি, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/118140)

পিছোতে পারে প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১২ অক্টোবর : চলতি শিক্ষাবর্ষে রাজ্যজুড়ে কলেজগুলির ভর্তিপ্রক্রিয়া শেষ করতে বেশ দেরি হয়েছে। সেই কারণে এবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলিতে প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষা পিছোনোর সম্ভাবনা তৈরি হল। স্বাভাবিক নিয়মে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম সিমেস্টারের পরীক্ষা ডিসেম্বর মাসে হয়ে থাকে। প্রতিটি সিমেস্টারে ৯০ দিন ক্লাস নেওয়ার নিয়ম রয়েছে। ফলে তৃতীয় ও পঞ্চম সিমেস্টারের ক্ষেত্রে সেই সমস্যা না হলেও প্রথম সিমেস্টারে ৯০ দিন ক্লাস করা সম্ভব নয়। এই অবস্থায় চলতি বছরে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলিতে প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষা ফেব্রুয়ারিতে হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এবিষয়ে বিবেকানন্দ কলেজের অধ্যক্ষ সৃজিত দাসের কথায়, 'কোনও অফিশিয়াল তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। তবে পরীক্ষা পিছোনোর সম্ভাবনা রয়েছে।'

এবার প্রথম সিমেস্টারে প্রথম ধাপের ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গত ২৭ অগাস্ট ক্লাস শুরু হয়। সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে পুজোর ছুটি শুরু হয়ে গিয়েছিল। কম ক্লাস করিয়ে পরীক্ষা নিলে পরীক্ষার্থীদের ওপর তার প্রভাব পড়তে পারে। অন্যদিকে বেশিরভাগ কলেজে নানা বিষয়ের সব আসন পূরণ হয়নি। কেন্দ্রীয় পোর্টালের বদলে কলেজের নিজস্ব পোর্টালে ১১ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত দ্বিতীয় ধাপে ভর্তির আবেদন করা যাবে। সেক্ষেত্রে নতুন পড়ুয়াদের পক্ষে ডিসেম্বরে পরীক্ষা দেওয়া অসম্ভব। এবিষয়ে অল বেঙ্গল প্রিন্সিপাল কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট পঙ্কজ দেবনাথ বলেন, 'প্রতিটি সিমেস্টারে ৯০ দিন পঠনপাঠনের সময়সীমা দেওয়া উচিত। ভর্তি প্রক্রিয়া দেরি করে হওয়ায় এবার পরীক্ষা সময় পিছিয়ে দিলে পরীক্ষার্থীরা ঠিকমতো প্রস্তুতি নিতে পারবে।'

বিভিন্ন কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, পরবর্তী সিমেস্টারগুলি এক মাস করে এগিয়ে এনে শিক্ষাবর্ষ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা হতে পারে। তবে ডিসেম্বরের বদলে ফেব্রুয়ারিতে সিমেস্টার হলে সুবিধা হবে বলে জানাচ্ছেন পড়ুয়ারাও। ভাস্বতী দাস নামে আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজের প্রথম সিমেস্টারের এক ছাত্রী বলেন, 'অগাস্ট মাসের শেষে ক্লাস শুরু হয়েছে। ফলে এখনও সেভাবে পড়াশোনা শুরু করতে পারিনি। ফেব্রুয়ারি মাসে হলেই ভালো হয়।' কোয়েল দাস নামে আরেক পরীক্ষার্থীরও একই মত।

চলতি বছরে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল ঘোষণার প্রায় এক মাস পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পোর্টালে ভর্তির আবেদন শুরু হয়েছিল। প্রথম সিমেস্টারে ভর্তির আবেদনের জন্য প্রথম ধাপে ১৮ জুন থেকে ১ জুলাই অবধি সময়সীমা করলেও শেষপর্যন্ত তা ৩০ জুলাই করা হয়েছিল। এনিয়ে আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় বলেন, 'ভর্তি প্রক্রিয়া দেরি হওয়াতে পরীক্ষা পিছালে পরীক্ষার্থীরা সুবিধা পাবেন।'

জল্পনা

- স্বাভাবিক নিয়মে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম সিমেস্টারের পরীক্ষা ডিসেম্বর মাসে হয়ে থাকে
- প্রতিটি সিমেস্টারে কম করে ৯০ দিন ক্লাস নেওয়ার নিয়ম রয়েছে
- চলতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তি প্রক্রিয়া দেরিতে হওয়ায় ডিসেম্বর অবধি ৯০ দিন ক্লাস নেওয়া সম্ভব হবে না
- তাই পরীক্ষা পিছিয়ে ফেব্রুয়ারিতে হতে পারে বলে জানা গিয়েছে

নদী পেরিয়ে বাড়ির পথে।। *বালুরঘাটে পাগলিগঞ্জে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।*

জাপানের মঞ্চে শিলিগুড়ির অনিমিখা

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর : নাচে বিশ্বমঞ্চে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন বলে শিলিগুড়ির অনিমিখা দে'র বহুদিনের ইচ্ছে ছিল। অবশেষে সেই স্বপ্নপূরণ। গত ২ অক্টোবর থেকে জাপানের ওসাকাতে আয়োজিত 'ওয়ার্ল্ড এক্সপো'তে কত্থকের অনুষ্ঠানে শামিল হয়ে তিনি সবার হৃদয় জিতেছেন। তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রকের তরফে এই অনুষ্ঠানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে দুজনকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। কলকাতার একজন ছাড়া অনিমিখাকে বেছে নেওয়া হয়। জাপানে অনুষ্ঠান শেষে করতালিতে উচ্ছ্বসিত তরুণীর কথায়, 'আমার বহুদিনের স্বপ্ন পূরণ হল। এত বড় মঞ্চে দর্শকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারলেও এখনও যেন তা বিশ্বাসই হচ্ছে না।'

অনিমিখা চলতি সপ্তাহেই বাড়ি ফিরেছেন। কলেজপাড়ার এই বাসিন্দার তিন বছর বয়সে নাচে হাতেখড়ি। গুরু সংগীতা চাকির কাছে নাচের তালিম নিয়ে জেলা, রাজ্য ও জাতীয় স্তরের বিভিন্ন নৃত্য প্রতিযোগিতায় শামিল হয়ে পুরস্কার জেতা। কলকাতার লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক হওয়ার পর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কত্থকে স্নাতকোত্তর করেছেন। বিশ্বমঞ্চে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব বহুদিনের স্বপ্ন ছিল। জাপানের সেই অনুষ্ঠান অনিমিখার স্বপ্ন পূরণ করল। বিশ্বমঞ্চে শিষ্যের অংশগ্রহণ দেখে অনিমিখার আরেক গুরু মধুমিতা রায়ও খুব খুশি। খুশি অনিমিখার বাবা-মা বিশ্বজিৎ দে ও বর্ণালি দে-ও।

যাত্রাসূচি বদল ট্রেনের

আলিপুরদুয়ার, ১২ অক্টোবর : কুয়াশার কারণে ডিসেম্বর মাস থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে দিল্লি জংশন সিকিম-মহানন্দা এক্সপ্রেস সহ কয়েক জোড়া ট্রেন চলাচল কমানো হচ্ছে।

এই সময়কালে ট্রেনগুলি নিয়মিত চলাচলের বদলে সপ্তাহে তিন থেকে চারদিন চলাচল করবে। এছাড়াও নিউ জলপাইগুড়ি-নিউদিল্লি এক্সপ্রেস, কামাখ্যা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল নর্থইস্ট এক্সপ্রেসের মতো ট্রেনের চলাচলও এই সময়কালে কমানো হচ্ছে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে কিছু ট্রেন আংশিক বাতিল করা হয়েছে এবং বেশ কিছু ট্রেন পুরোপুরি বাতিল করা হয়েছে।

PUBLICATION OF ADVT NOTICE INVITING PROPOSALS FOR ALLOTMENT OF REGIMENTAL SHOP AT BENGDUBI MIL STN

1. Sealed applications/ proposals are invited from ex-serviceman/ war widows/ widows of ex-serviceman for allotment of various shops at Bengdubi Mil Stn as per details under on lease for a period of 3 yrs extendable for 02 more years based on performance. Shops will be allotted to highest bidders. Only war widows/ widows of defense personnel killed while on duty/ disabled soldier/ Ex-servicemen and spouses/ widows of ex-servicemen are eligible for allotment of the shop.

2. Last date of submission of completed docu and submission of bids is 25 Oct 2025.

3. Details of the shops are as under:-
   - 3.1 Grocery Shop (01 x Shops)
   - 3.2 Tailor Shop (01 x Shop)
   - 3.3 Army Gen Store Shop (01 x Shop)
   - 3.4 Tour and Travel Shop (01 x Shop)

4. Applications and eligibility conditions and supporting documents, earnest money and other details of rebate, rent & allied charges can be obtained from Stn Cell Bengdubi on any working day between 1000h to 1400h till 20 Oct 2025. For clarification contact Mob No 7501185810.

5. Any discrepancy in filling of application, lapses of documents etc. will not be considered as bidder and will be disqualified and no intimation will be given to interested bidden/ participant.

Sd/-
Stn Cdr, Bengdubi Military Station

আজ টিভিতে

কিংডম অফ দ্য প্ল্যানেট অফ দ্য এপস সন্ধে ৬.২৩ স্টার মুভিজ

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ জন্মদাতা, দুপুর ১.০০ প্রেমের কাহিনী, বিকেল ৪.০০ ভিলেন, সন্ধে ৭.০০ বিদ্রোহ, রাত ১০.০০ আঘাত
জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ আরাধনা, দুপুর ১.৩০ অগ্নি, বিকেল ৪.৪৫ গোত্র, সন্ধে ৭.৩০ আনন্দ আশ্রম, রাত ১০.৩০ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আমার মা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ গুরুদক্ষিণা
অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৫৫ দবং-থ্রি, দুপুর ১.০০ স্পাইডার, বিকেল ৩.৩২ সূরয়া-থ্রি, সন্ধে ৬.১১ ভালাত্তি, ৭.৫৯ ইন্ডিয়ান, রাত ১০.৫৬ ওয়েলকাম ব্যাক
জি বলিউড : সকাল ১০.৫৭ মাওয়ালি, দুপুর ১.৫৩ মেহবুবা, বিকেল ৪.৪৪ খতরোঁ কা খিলাড়ি, সন্ধে ৭.৫৯ গোপি কিশন, রাত ১০.৪৫ লাল বাদশা
জি অনমোল সিনেমা : সকাল ১০.২০ প্রেম গ্রন্থ, দুপুর ১.৩০ রাজা কি আয়েগি বারাত, বিকেল ৪.১৫ গঙ্গাজল, সন্ধে ৭.২৮ সুহাগ, রাত ১০.২৭ মেরা হক
স্টার মুভিজ : সকাল ১০.২৩ কোকো, দুপুর ১২.০০ দ্য প্যারেন্ট ট্র্যাপ, বিকেল ৩.৫৮ ব্যাটম্যান ভার্সেস সুপারম্যান : ডন অফ জাস্টিস, সন্ধে ৬.২৩ কিংডম অফ দ্য প্ল্যানেট অফ দ্য এপস, রাত ৮.৪৫ স্পিড-টু, ১০.২৯ সুপার টাইফুন

গুরুদক্ষিণা দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

ওয়েলকাম ব্যাক রাত ১০.৫৬ অ্যান্ড পিকচার্স

জাম্বিয়া আনটেমড রাত ১০.৫৫ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি এইচডি

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৬ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ২১ আশ্বিন, ১৩ অক্টোবর, ২০২৫, ২৬ আহিন, সংবৎ ৭ কার্তিক বদি, ২০ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৬, অঃ ৫।১২। সোমবার, সপ্তমী সন্ধ্যা ৫।৪৮। আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ৬।২৮। পরিঘযোগ দিবা ২।৪৮। বিষ্টিকরণ দিবা ৬।৪৯ গতে ববকরণ সন্ধ্যা ৫।৪৮ গতে বালবকরণ শেষরাত্রি ৪।৫৬ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ৬।২৮ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- একপাদদোষ, সন্ধ্যা ৫।৪৮ গতে দোষ নাই, রাত্রি ৬।২৮ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, সন্ধ্যা ৫।৪৮ গতে ঈশানে। কালবেলাদি- ৭।৩ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ২।১৮ গতে ৩।৪৫ মধ্যে। কালরাত্রি- ৯।৫১ গতে ১১।২৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১৭ মধ্যে ও ৮।৪৮ গতে ১০।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৮ গতে ১০।৫৪ মধ্যে ও ২।২১ গতে ৩।১৩ মধ্যে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় সামান্য মন্দা। নতুন কোনও প্রকল্পের সূচনায় সাফল্য পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন। বৃষ : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাহায্য পেয়ে জটিল কাজের সমাধান। ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগে সাফল্য মিলবে। মিথুন : উচ্চ রক্তচাপে সমস্যা বাড়বে। বিদেশে বাসরত সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তা। নাক-কান-গলার সমস্যায় ভোগান্তি। ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা। কর্কট : প্রেমে সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি। কর্মক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। সিংহ : ভ্রমণের পরিকল্পনায় বাধা। বাবার পরামর্শে দাম্পত্যের ঝামেলার সমাধান। মূল্যবান দ্রব্য হারাতে পারে। কন্যা : সংসারের ছোটখাটো সমস্যা মিটে যাবে। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদে আইনি পথ এড়িয়ে চলুন। তুলা : প্রযুক্তিবিদগণ তাঁদের ইচ্ছাপূরণ করতে পারবেন। অপরিচিত ব্যক্তিকে টাকা ধার দেবেন না। বৃশ্চিক : নিজের বুদ্ধির দোষে কাজ অসমাপ্ত থাকবে। রাজনীতির ব্যক্তিত্বদের জনসমর্থন আরও বাড়বে। নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। ধনু : ব্যবসায় বাড়তি লাভ হবে। উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা সামান্য সমস্যাতেও চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। মকর : দূরের কোনও প্রিয়জনের সহায়তায় ব্যবসার নতুন পরিকল্পনা নিতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে মতবিরোধ। কুম্ভ : বাড়িতে আত্মীয়সমাগমে আনন্দ। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ববোধ। কোমর ও পিঠের ব্যথায় ভোগান্তি। কোনও অনুষ্ঠানে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে আনন্দে কাটবে। মীন : সরকারি কর্মচারীরা সুসংবাদ পেতে পারেন। লটারিতে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির যোগ।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

তৃণমূলের বিরোধ এখন রাস্তায়

মোথাবাড়িতে প্রধানের স্বামীকে গ্রেপ্তারের দাবি

সেনাউল হক

মোথাবাড়ি, ১২ অক্টোবর : তৃণমূলের বিরুদ্ধে আন্দোলনের রাস্তায় তৃণমূল! রথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শামসুন নেহার স্বামী নাসিম আহমেদ ওরফে সাগর এবং তাঁর বাবা তথা তৃণমূলের ব্লক সভাপতি হাসিমুদ্দিন আহমেদকে গ্রেপ্তারের দাবিতে রবিবার রাজ্য সড়ক অবরোধ করলেন তৃণমূলেরই গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের একাংশ। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন কিছু গ্রামবাসীও। গত বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েত কার্যালয়ে দুই পক্ষের মধ্যে চরম গণ্ডগোল হলে জখম হন দুই মহিলা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যর স্বামী ফেকু মোমিন ও নাসির আহমেদ।

এদিনের অবরোধে তাঁদের নিয়ে আসা হয় খাটিয়া করে। এই দুজনকে মারধর করার অভিযোগ তোলা হয় প্রধানের স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় মদত দেওয়ার অভিযোগ তোলা হয় প্রধানের স্বামীর বাবা তথা ব্লক সভাপতির বিরুদ্ধে।

রাজ্য সড়ক অবরোধ করে দীর্ঘ সময় ধরে চলে চরম বিক্ষোভ। পরে সকলকে গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিয়ে অবরোধ তুলতে সমর্থ হয় পুলিশ। পরবর্তীতে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনার দিন তাঁকেও মারধর করা হয়েছিল বলে পালটা অভিযোগ তুলেছিলেন প্রধানের স্বামী সাগর।

মোথাবাড়িতে রাজ্য সড়ক অবরোধ তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের একাংশের। রবিবার।

মোথাবাড়ির রথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর লড়াই এবার নেমে এল রাস্তায়। বৃহস্পতিবার রাতে উপপ্রধান সবিতা সাহা চৌধুরীর ডাকা বোর্ড মিটিং ভেস্তে গিয়েছিল দুইপক্ষের গণ্ডগোলের জেরে। পালিয়ে আম বাগানে আশ্রয় নেওয়া ফেকু এবং নাসিরকে সেখানে পৌঁছে লোহার রড দিয়ে মারধরের অভিযোগ ওঠে প্রধানের স্বামী সাগর ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে। ওই ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার সকালে অবরোধ করা হয় মোথাবাড়ি-অমৃতি রাজ্য সড়কের বাবলা কমলপুর স্ট্যান্ড এলাকায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পুলিশবাহিনীর সঙ্গে র‌্যাফ নামলেও অবরোধ চলে দুপুর পর্যন্ত। ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। ওইদিনের ঘটনার প্রেক্ষিতে পুলিশ চারজনকে গ্রেপ্তার করলেও, কেন প্রধানের স্বামী ও তাঁর বাবাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আন্দোলনকারীরা। তাঁদের অভিযোগ, সাগর যেহেতু দলের ব্লক সভাপতি হাসিমুদ্দিনের ছেলে, তাই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। বাবা ও ছেলে সহ ঘটনায় জড়িত প্রত্যেককে গ্রেপ্তারের দাবি তোলা হয়।

ঘটনার পরই রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে ফেকু ও নাসিরকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। রবিবার তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয় মেডিকেল থেকে। খাটিয়া করে তাঁদের নিয়ে আসা হয় অবরোধস্থল বাবলা কমলপুর স্ট্যান্ড এলাকায়। এদিন ফেকু বলেন, 'ক্ষমতার দম্ভে বিনা কারণে আমাদের মারধর করা হয়েছে। দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। যাঁদের ইন্ধন রয়েছে, তাঁদেরও গ্রেপ্তার করতে হবে।'

যদিও সাগরের বাবা তৃণমূলের ব্লক সভাপতি হাসিমুদ্দিন বলেন, 'ঘটনা নিয়ে বিরোধীরা রাজনীতি করার চক্রান্ত শুরু করেছে। আমি ঘটনাস্থলে ছিলাম না, ঘটনা জানিও না। তারপরেও আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হচ্ছে। প্রশাসন সবই বুঝতে পারছে।'

রতুয়ায় বিপাকে গেরুয়া শিবির

দলীয় পদ থেকে ইস্তফা নেতাদের

শেখ পান্না

রতুয়া, ১২ অক্টোবর : তৃণমূল কংগ্রেস নয়, এবারে বিজেপির ঘরেও শুরু হল গুঁতোগুঁতি। দলের উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ প্রকাশ করে পদ থেকে ইস্তফা দিলেন রতুয়ার গেরুয়া শিবিরের একাধিক নেতা। এঁরা সবাই রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্রের ৪ নম্বর মণ্ডল কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত। নেতাদের সঙ্গে রয়েছেন এলাকার বিজেপি কর্মীরাও। তাঁদের অভিযোগ, কারও সঙ্গে কোনও আলোচনা না করে নিজের মর্জিমতো কমিটি তৈরি করেছেন উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার দলীয় সভাপতি প্রতাপ সিং। তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন। এতে নীচুতলার কর্মীদেরও মন ভেঙে গিয়েছে। তাই একত্রিতভাবে তাঁরা দলীয় পদ ছাড়ছেন। বিধানসভা ভোটের আগে এই ঘটনার গুরুত্ব ভালোভাবেই বুঝতে পারছেন প্রতাপ। আপাতত তিনি ধীরে চলার নীতি নিয়েছেন।

রাজনৈতিক মহলের অনুমান, চলতি মাসেই রাজ্যে এসআইআর শুরু হয়ে যেতে পারে। আর এসআইআর শুরু হলে রাজ্যের শাসকদল যে এই ইস্যু নিয়ে ভোটের ময়দানে কোমর বেঁধে নেমে পড়বে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্যদিকে, এখন থেকেই ভিতরে ভিতরে তৈরি হচ্ছে বিরোধী শিবিরও। তারই মধ্যে রতুয়ার এই ঘটনা অস্বস্তি বাড়িয়েছে বিজেপির। পদত্যাগী নেতাদের অভিযোগ, ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে নতুন করে মণ্ডল কমিটি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল দল। দলীয় নির্দেশে ৪ নম্বর মণ্ডলের এক ঝাঁক নেতার নাম সংবলিত নতুন মণ্ডল কমিটি তৈরি করে তা অনুমোদনের জন্য দলের উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতিকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই তালিকা না মেনে সভাপতি নিজের খেয়ালে তাঁর পছন্দের লোকজনকে সেই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এলাকার নেতৃত্বের চাহিদাকে মান্যতা দেওয়া হয়নি। সেই কারণেই তাঁরা সবাই পদত্যাগ করেছেন। গোটা বিষয়টি তাঁরা রাজ্য নেতৃত্বকেও জানিয়েছেন।

এক বিক্ষুব্ধ নেতা তথা রতুয়া ৪ নম্বর মণ্ডল কমিটির সহকারী সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সাহার বক্তব্য, 'বিধানসভা ভোটে কাজ করার জন্য তাঁরা আলোচনায় বসে সর্বসম্মতিক্রমে একটি মণ্ডল কমিটির

আলোচনা না করে কমিটি তৈরি

তালিকা তৈরি করে প্রতাপ সিংকে পাঠান। কিন্তু সেই তালিকাকে গুরুত্ব না দিয়ে জেলা সভাপতি নিজে একটি তালিকা তৈরি করেন। ওই তালিকার বেশ কিছু নাম তাঁদের তালিকায় ছিল না।'

রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'রতুয়ায় আমরা ভোট করব। কে কোন দায়িত্ব পালন করবেন, আমরাই সেটা ঠিক করব। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আমরা সেসবও ঠিক করে রেখেছিলাম। তিনি যখন নিজের পছন্দের মানুষদের নিয়ে নতুন মণ্ডল কমিটি তৈরি করেছেন, তখন আমাদের আর প্রয়োজন নেই। তাই আমরা সবাই দলীয় পদ থেকে আজ পদত্যাগ করছি। তবে দল ছাড়ছি না।'

এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি প্রতাপের প্রতিক্রিয়া, 'এটি সাংগঠনিক বিষয়। এনিয়ে যা করণীয় সাংগঠনিকভাবেই তা করা হবে।'

টোটো-বাইক সংঘর্ষে জখম ৫

বুনিয়াদপুর, ১২ অক্টোবর : মোটরবাইক ও টোটোর সংঘর্ষে গুরুতরভাবে জখম হলেন ৫ জন। রবিবার ঘটনাটি ঘটে বুনিয়াদপুর শহরের সরাইহাট এলাকায়। জখমদের মধ্যে এক মাসের একটি শিশুও রয়েছে। প্রত্যেকেই হরিরামপুর থানার নাকোর গ্রামের বাসিন্দা।

একই পরিবারের ৪ জন নাকোর গ্রাম থেকে টোটো করে বুনিয়াদপুরে চিকিৎসার জন্য যাচ্ছিলেন। তার আগে সরাইহাট এলাকায় একটি বেপরোয়া গতির বাইক টোটোটিকে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। বাইকচালক সঙ্গে সঙ্গে চম্পট দেয়। টোটোচালক ও ৪ যাত্রী সহ মোট ৫ জন জখম হন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে রশিদপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। টোটোচালক ও জখম এক যাত্রীকে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বংশীহারী থানার পুলিশ।

কীটনাশক পান

বালুরঘাট, ১২ অক্টোবর : মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও প্রেমিকের সঙ্গে সংসার করার আশা নিয়ে পালিয়েছিল নবম শ্রেণির এক কিশোরী। সেই অভিমানে পরেরদিনই কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন সেই কিশোরীর মা। শনিবার বালুরঘাট ব্লকের চিঙ্গিসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি গ্রামে এই নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। যদিও বালুরঘাট হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে। নিখোঁজ মেয়েও মায়ের এমন দুর্ঘটনার খবর পেয়ে থানায় এসেছিল। বালুরঘাট থানার পুলিশ ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির মাধ্যমে পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে।

নাবালিকাকে বিয়ে, গ্রেপ্তার

বালুরঘাট, ১২ অক্টোবর : এক নাবালিকাকে বিয়ে করার অভিযোগে বালুরঘাট ব্লকের বোয়ালদা গ্রাম পঞ্চায়েতের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

সেপ্টেম্বরে এক নাবালিকা ফোন করে বালুরঘাট থানার কাছে সহায়তা চায়। পুলিশ অভিযান চালিয়ে নাবালিকাকে উদ্ধার করে। তার অভিযোগ ছিল, মেদিনীপুর থেকে তাকে ফুসলিয়ে বালুরঘাটের ওই গ্রামে এনে বিয়ে করে এক তরুণ। তার ওপর শারীরিক নির্যাতনও চালানো হয়। পুলিশ ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে তবে অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। অবশেষে রবিবার পলাতক তরুণ বাড়িতে ফিরতেই খবর যায় পুলিশের কাছে। পুলিশ গিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

বাবাকে মারধরে অভিযুক্ত ছেলে

কুমারগঞ্জ, ১২ অক্টোবর : পারিবারিক অশান্তিকে কেন্দ্র করে প্রৌঢ় সুধীর সরকার ও তাঁর স্ত্রীকে মারধরের অভিযোগ উঠল ছেলে সঞ্জয় সরকার, পুত্রবধূ শংকরী বিশ্বাস সহ সাতজনের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, হামলায় এক নাতির মাথা ফেটে যায়। শনিবার রাতে কুমারগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ তদন্তে নেমেছে।

মৃত এক

হরিরামপুর, ১২ অক্টোবর : শনিবার সকালে ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় মৃত্যু হল সামসুদ্দিন আহমেদ (৫৫) নামে এক ব্যক্তির। সামসুদ্দিনের বাড়ি হরিরামপুরের নালাপাড়া গ্রামে। বাসিন্দা নিমাইচন্দ্র সরকার বলেন, 'হরিরামপুর যাওয়ার সময় একটি ট্র্যাক্টর মহেন্দ্র গ্রামের কাছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তিকে ধাক্কা মারে। হরিরামপুর থেকে মালদা জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সন্ধ্যায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।' হরিরামপুর থানার পুলিশ ট্র্যাক্টরটিকে আটক করেছে।

তরুণীর মৃত্যু

মালদা, ১২ অক্টোবর : হরিশ্চন্দ্রপুরে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছিল এক তরুণীকে। শুক্রবারের এই ঘটনার পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার রাতে মারা যান তিনি। কারণ নিয়ে ধোঁয়াশায় পরিবারের লোকজন। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে, অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

মৃত তরুণী বছর দুয়েক আগে পড়াশোনা ছেড়ে দেন। তাঁর বাবা ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। ধারণা, শুক্রবার বিকেলে সকলের অজান্তে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়েন তিনি। পরিবারের লোকজনের নজরে আসতেই তাঁকে উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা তাঁকে চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার পরামর্শ দেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকায় শনিবার দুপুরে তাঁকে মালদা শহরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করেন পরিবারের লোকজন। রাতে মৃত্যু হয় তরুণীর।

বাস দুর্ঘটনা

হবিবপুর, ১২ অক্টোবর : একটি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল যাত্রীবাহী বাসের খালাসির। আহত হয়েছেন প্রায় ১৫ জন বাসযাত্রী। রবিবার ওই দুর্ঘটনাটি হয়েছে মালদা জেলার হবিবপুর থানার বুলবুলচণ্ডীর দেবীপুরে রাজ্য সড়কের ওপরে।

আহতদের বুলবুলচণ্ডী আরএন রায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি যাত্রীবাহী বাস নয়ানজুলিতে উলটে যায়। ঘটনায় ১৫ জন যাত্রী আহত হন। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

বুলবুলচণ্ডী এলাকার বাস ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মিহির বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বাসটি নালাগোলা থেকে মালদার উদ্দেশে যাচ্ছিল। ওই এলাকার কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রী সহ বাসটি নয়ানজুলিতে উলটে যায়। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।'

বিষপানে মৃত

গঙ্গারামপুর, ১২ অক্টোবর : মদ্যপান করার সময় ভুল করে বিষপান করে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃত ওই ব্যক্তির নাম বাঙ্গাল বর্মন (৬৩)। তিনি গঙ্গারামপুর থানার পঞ্চগ্রাম এলাকার বাসিন্দা। গত শুক্রবার বিকেলে তিনি তাঁর বাড়িতে মদ্যপান করার সময় ভুল করে বিষপান করে ফেলেন। পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি বুঝতে পেরে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠায়।

স্মরণে সভা

রায়গঞ্জ, ১২ অক্টোবর : রুপাহার মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশন শনিবার রাতে প্রয়াত দুই ব্যবসায়ী সুব্রত দেবপাল এবং সুধীর সরকারের স্মরণে সভা করে। তাঁদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের পাশাপাশি নীরবতা পালন করা হয়। রায়গঞ্জ মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অতনুবন্ধু লাহিড়ি, রুপাহার মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় মিত্র, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নবনীতা দাস মিত্র সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত শিল্পী।।

রবিবার মালদা শহরে অরিন্দম বাগের তোলা ছবি।

পুলিশ সুপারকে নালিশ

আদিবাসী তরুণকে 'মার' পুলিশের

বিশ্বজিৎ সরকার

করণদিঘি, ১২ অক্টোবর : এক আদিবাসী তরুণকে বেধড়ক মারধর করে কানের পর্দা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ট্রাফিক অফিসার ইনচার্জের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি তরুণের শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাত করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল করণদিঘি থানা এলাকায়। জখম ওই তরুণ রবিবার পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়ে ওই অফিসারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এনিয়ে রায়গঞ্জ পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে করণদিঘির আইসিকে ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ২ তারিখে করণদিঘি ট্রাফিক পুলিশ অফিসার শামিম ইকবাল আনসারি ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করার অজুহাতে বৈদ্যনাথ মুর্মু নামে ওই তরুণকে গুরুতর শারীরিক নির্যাতন করেন। এমনকি এর ফলে তাঁর শ্রবণশক্তিও নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। তরুণের বাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি থানার আলতাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বামহোল এলাকায়।

জখম তরুণ প্রথমে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি হলেও পরবর্তীতে আদিবাসী সংগঠনের নেতারা রায়গঞ্জের একটি নার্সিংহোমে তাঁর ভর্তি করার ব্যবস্থা করেন। ঘটনা প্রসঙ্গে নাক-কান-গলার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অনুতোষ মাইতি বলেন, 'ওই তরুণের বাম কানের পর্দা ফেটে গিয়েছে। দুই কানই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া নিউরোসার্জনকেও দেখানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' পুলিশ জানিয়েছে, গত ২ তারিখে টুঙ্গিদিঘি বাসস্ট্যান্ড চারমাথা মোড় এলাকায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করার অভিযোগে ট্রাফিকের ওসি শামিম ইকবাল আনসারি প্রকাশ্যে বৈদ্যনাথকে মারধর শুরু করেন বলে অভিযোগ। লাঠি দিয়ে মাথায় ও দুই কানে গুরুতর আঘাত করা হয়। এরপর তাঁকে করণদিঘি থানায় নিয়ে গিয়েও মারধর করা হয়। এরপর পরের দিন ভোরে সিভিক পুলিশের মাধ্যমে তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। পরিবারের লোকেরা তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করলে মস্তিষ্ক থেকে রক্তক্ষরণ হওয়ায় রোগীকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়।

অভিযোগকারী বৈদ্যনাথ বলেন, 'ট্রাফিক আইন ভঙ্গের অভিযোগে আমার কাছ থেকে ২০০০ টাকা চান ওই অফিসার। এনিয়ে ওঁর

> ট্রাফিক আইন ভঙ্গের অভিযোগে আমার কাছ থেকে ২০০০ টাকা চান ওই অফিসার। এনিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার তর্কাতর্কি হয়। তারপর আমাকে মারধর করতে শুরু করেন। কর্তব্যরত এক সিভিক ভলান্টিয়ারের হাত থেকে লাঠি কেড়ে মারতে থাকেন।
>
> -বৈদ্যনাথ মুর্মু
> অভিযোগকারী

সঙ্গে আমার তর্কাতর্কি হয়। তারপর আমাকে মারধর করতে শুরু করেন। কর্তব্যরত এক সিভিক ভলান্টিয়ারের হাত থেকে লাঠি কেড়ে মারতে থাকেন। প্রচুর পথচলতি মানুষও তখন ছিলেন। এবিষয়ে পুলিশ সুপার সহ একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিককে আমি লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রীকেও ই-মেল করা হয়েছে।' তবে অভিযুক্তর বক্তব্য, 'ট্রাফিক আইন না মানায় তরুণকে থানায় ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল। কিছুক্ষণ পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ঠিক নয়।'

আবাস যোজনার জন্য কাটমানি

'দিদিকে বলো'-তে অভিযোগ বিশেষভাবে সক্ষম টোটোচালকের

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১২ অক্টোবর : বিশেষভাবে সক্ষম টোটোচালকের কাছ থেকে আবাস যোজনার ঘরের জন্য কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ উঠল পঞ্চায়েত সদস্য ও তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। থানায় অভিযোগ দায়েরের পর এক মাস পেরিয়ে গেলেও কোনও কাজ না হওয়ায় শেষপর্যন্ত 'দিদিকে বলো'-তে অভিযোগ করলেন ওই টোটোচালক। হরিশ্চন্দ্রপুর দুই নম্বর ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তাবারক হোসেন চৌধুরী বলেন, 'দল এই ধরনের কাজকে প্রশ্রয় দেয় না। আইন আইনের পথেই চলবে।' এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও তাপস পাল বলেন, 'বিষয়টি খোঁজ নিচ্ছি। তদন্ত করে দেখব।'

কোনওরকমে এক হাত এক পা দিয়ে টোটো চালিয়ে কষ্টের মধ্যেই স্ত্রীকে নিয়ে দিন গুজরান করেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার দৌলতনগর গ্রামের বাসিন্দা অশোককুমার সরকার। গত বছর বাংলা আবাস যোজনার তালিকায় নাম এসেছিল টোটোচালকের। অশোকের অভিযোগ, দৌলতনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের সদস্য মৌসুমি মহলদার ও তাঁর স্বামী শরৎচন্দ্র সরকার আবাস যোজনার টাকা পাইয়ে দেওয়ার নামে কাটমানি নিয়েছিলেন। ১৫ হাজার টাকা কাটমানি দেওয়ার বিনিময়ে দুই কিস্তিতে ৬০ হাজার টাকা করে মোট এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা টোটোচালক বাড়ি করার জন্য পান। প্রথম কিস্তির টাকা ঢোকার পরে পাঁচ হাজার টাকা ও দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ঢোকার পর আট হাজার টাকা অশোক সরকার মৌসুমি মহলদার এবং তাঁর স্বামীকে দেন। কিন্তু বাকি দুই হাজার টাকা দিতে না পারায় মানসিকভাবে নির্যাতন করার অভিযোগ ওঠে পঞ্চায়েত সদস্য এবং তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। পাশাপাশি আরও অভিযোগ, টাকা দিতে না পারায় অশোক সরকারের নামে মিথ্যে মামলা থানায় করে দেওয়া হচ্ছে। ঘটনাটির কথা জানিয়ে ব্লক প্রশাসন সহ মহকুমা এবং জেলা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন টোটোচালক। ইতিমধ্যে টাকা চাওয়া নিয়ে অশোক সরকার ও শরৎচন্দ্র সরকারের মধ্যে একটি ফোন কলের রেকর্ডিং সামনে এসেছে। সেখানে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে অশোকের কাছ থেকে ঘরের বিনিময়ে টাকা চাওয়া হচ্ছে। যদিও ওই রেকর্ডিংয়ের সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দায়ের করার পরও কোনও সদর্থক ফল না হওয়ায় 'দিদিকে বলো'-তে অভিযোগ করলেন টোটোচালক। তিনি বলেন, 'আমি ১৫ হাজারের বদলে দু'বারে ১৩ হাজার টাকা দিয়েছিলাম। তাতেও ওদের মন ভরেনি। ওই সামান্য টাকায় বাড়ি করতে গিয়ে বাড়ি তো সম্পূর্ণ হয়নি। উলটে ধারদেনা হয়ে গিয়েছে। এখন আরও ২ হাজার টাকা আমার কাছে দাবি করছে। আমাকে ও আমার পরিবারকে মানসিকভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে।' যদিও অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্য মৌসুমি মহলদার বলেন, 'ওই ব্যক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ করছেন। আমি কোনও টাকা নিইনি। আমাকে ও আমার স্বামীর বদনাম করার জন্যই এসব করা হচ্ছে।'

টোটোচালক অশোককুমার সরকার।

কী ঘটেছে

- দৌলতনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের সদস্য মৌসুমি মহলদার ও তাঁর স্বামী আবাস যোজনার টাকা পাইয়ে দেওয়ার নামে কাটমানি নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ
- কাটমানির টাকা পুরো দিতে না পারায় মানসিকভাবে নির্যাতন টোটোচালককে
- ব্লক ও জেলা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি

কালীপুজোর রাতে শিয়ালকে শিবা ভোগ

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ১২ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর রেশ কাটতে না কাটতেই চারদিকে এখন শ্যামাপুজোর প্রস্তুতি চলছে। প্রায় পাঁচশো বছর ধরে চলছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জের রামকৃষ্ণপুর গ্রামের চট্টোপাধ্যায় পরিবারের কালীপুজো। এই কালীপুজোর কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। সব জায়গায় রাতেরবেলা পুজো হলেও পারিবারিক শ্মশানের পাশে অবস্থিত এই প্রাচীন মন্দিরে আজও প্রথা মেনে দিনের আলোয় দেবীর আরাধনা হয়।

এই মন্দিরে দেবীর মূর্তিটি কাঠের তৈরি। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, মূর্তিটির বয়স প্রায় পাঁচশো বছর। তাই চট্টোপাধ্যায় পরিবারের বিশ্বাস, তাদের বাড়ির পুজোর বয়স অন্তত পাঁচ শতাব্দী। পরিবারের সদস্যদের মতে, এই পুজো দিনাজপুর মহারাজার ভৈরবী পরিবারের পুজোর একটি অঙ্গ। বর্ধমান থেকে আগত কোটিশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রায় পাঁচশো বছর আগে এই দক্ষিণাকালীর পুজো শুরু করেছিলেন।

পরে ১২০৫ বঙ্গাব্দে এই পরিবারের জমিদারি পত্তনের পর থেকে পুজোর আয়োজন আরও বড় আকার ধারণ করে। বর্তমানে পরিবারের সকল সদস্য মিলে এই পুজোর ব্যয়ভার বহন করেন।

সারাবছর মন্দিরে থাকে মূর্তি।

প্রাচীন প্রথা মেনে আজও এই মন্দিরে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয় না। সন্ধ্যায় মন্দিরে প্রদীপ জ্বালানো হয়। তবে সন্ধ্যাবেলা পুজো সেরে বাড়ি ফেরার আগে সেই প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়া বাধ্যতামূলক। গ্রামবাসীর বিশ্বাস, এই নিয়ম না মানলে গ্রামের অমঙ্গল ঘটবে। এছাড়া আজও পুজোর দিন মধ্যরাতে শিয়াল ডেকে শিবা ভোগ খাওয়ানোর রীতি রয়েছে। স্থানীয়দের ধারণা, এই প্রথা মেনে চললে দেবী সন্তুষ্ট হন এবং পরিবারে শান্তি বজায় থাকে।

পুজোর অন্যতম আয়োজক দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'পুজোর দিন নাটক, কীর্তন ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকল গ্রামবাসীকে পুজোয় নিমন্ত্রণ জানানো হয়।'

তিনি জানান, এই পুজোর আয়োজন করতে প্রতি বছর তাঁদের প্রায় লাখ তিনেক টাকা খরচ হয়। পরিবারের সদস্য অসীম চট্টোপাধ্যায় ও দেবলীনা চট্টোপাধ্যায় জানান, এই মন্দিরে দেবী চিরস্থায়ী। সারাবছর মন্দিরে নিত্যপুজো হয়। দিনের আলোতে মায়ের পুজো হয়। বছরের পর বছর ধরে নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে এখানে পুজো হচ্ছে।

তবে এই মন্দিরকে ঘিরে গ্রামবাসীর মধ্যে নানারকম গল্প প্রচলিত রয়েছে।

গ্রামবাসী জানান, বহুবার এই মন্দিরের মূর্তিটি চুরি করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু আজ অবধি কেউ নিতে পারেনি। গ্রামের প্রবীণদের বিশ্বাস, যাঁরা এই মন্দিরে কোনও অপকর্মের চেষ্টা করেন, মা কালী তাঁদের শাস্তি দেন। আচার, ভক্তি ও লোকবিশ্বাস মিলে পাঁচ শতকের পুরোনো রামকৃষ্ণপুরের চট্টোপাধ্যায় পরিবারের কালীপুজো জীবন্ত ইতিহাস হয়ে উঠেছে।

আবদার।। রবিবার রায়গঞ্জ শহরে দিবাকর সাহার তোলা ছবি।

ডালখোলায় গরমে দুর্ভোগ রোগীদের

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জেনারেটর বন্ধ

শুভ্রজ্যোতি রাহা

ডালখোলা, ১২ অক্টোবর : রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শহরের বিদ্যুৎ পরিষেবা যে বন্ধ থাকবে তা আগেই জানানো হয়েছিল। তবে তার জন্য আগাম কোনও প্রস্তুতিই নেয়নি ডালখোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। যার খেসারত দিতে হয় চিকিৎসাধীন রোগীদের। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জেনারেটর থাকলেও তাতে তেল না থাকায় রবিবার দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎহীন হয়ে থাকে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্র। গরমে দুর্ভোগের শেষ থাকে না রোগীদের। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এরকম উদাসীনতায় ক্ষুব্ধ রোগীর পরিজনরা।

ওই স্বাস্থকেন্দ্রে রয়েছে জেলার একমাত্র পুষ্টি পুনর্বাসনকেন্দ্র। তা সত্ত্বেও হেলদোল নেই প্রশাসনের বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে কর্তব্যরত চিকিৎসক অমলকান্তি বিশ্বাসকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানিয়ে দেন, জেনারেটরের বিষয়টি তিনি দেখেন না। তার বক্তব্য, 'জেনারেটরে তেল না থাকার বিষয়টি জানাতে একাধিকবার করণদিঘির বিএমওএইচকে ফোন করেছিলাম, কিন্তু তিনি ফোন তোলেননি।'

রোগীকে হাতপাখা দিয়ে হাওয়া দিচ্ছেন এক আত্মীয়। রবিবার।

শনিবার ডালখোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একাধিক মায়ের প্রসব করানো হয়েছে। সেই সব মা ও সদ্যোজাতরা এদিনও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এছাড়া, জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা শিশুরা চিকিৎসার জন্য রয়েছে ডালখোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পুষ্টি পুনর্বাসনকেন্দ্রে।

রানিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা সন্ধ্যা মহলদারের কথায়, 'শনিবার বৌদির প্রসব হয়েছে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। কিন্তু আজ বিদ্যুৎ না থাকায় গরমে কষ্টে রয়েছে শিশু ও মা। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জেনারেটর আছে কিন্তু তা বন্ধ রয়েছে। জেনারেটর বন্ধ থাকার কারণ জানতে চাইলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মীরা জানান তাতে তেল নেই। এমনকি বিদ্যুৎ না থাকায় মহিলা ওয়ার্ডটি প্রায় অন্ধকার হয়েছিল।' এদিন বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ রাখা হবে তা আগাম জানার পরও কেন জেনারেটরে তেল মজুত রাখা হল না তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন রোগীর পরিজনেরা।

স্থানীয় বাসিন্দা সরফরাজ আলম বলেন, 'বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ থাকার বিষয়টি শনিবারই মাইকিং করে জানানো হয়েছিল। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জেনারেটর থাকার পরও আজ আমরা রোগীর পরিজনদের মুখে জানতে পারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিদ্যুৎ নেই। আমরা বিএমওএইচকে ফোন করলে তিনি বারবার আমাদের ফোন কেটে দিয়েছেন। প্রশাসনের চরম গাফিলতির কারণেই আজ রোগীদের হয়রানির শিকার হতে হল।'

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মানুষ জরুরি পরিষেবা নিতে আসেন, সেখানে এমন গাফিলতি কখনোই কাম্য নয় বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এ ব্যাপারে করণদিঘির বিএমওএইচ ডাঃ সামিমকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি।

উদাসীন প্রশাসন

- রবিবার দিনভর বিদ্যুৎহীন ছিল ডালখোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র
- গরমে দুর্ভোগের শেষ ছিল না রোগীদের
- আগাম জানানো সত্ত্বেও কেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি তা নিয়ে ক্ষোভ রোগীর পরিজনদের
- জেনারেটরে তেল না থাকায় সেটা এদিন চালানোই যায়নি

রাজীবের কথায় দলের বেআব্রু দশা

সুবীর মহন্ত ও বিধান ঘোষ

বালুরঘাট ও হিলি, ১২ অক্টোবর : 'দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে দলের। আগামী নির্বাচনে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য লড়াই করতে হবে। সর্ষের মধ্যে যেমন ভূত থাকে, তেমনই দলের অন্দরের ভূত তাড়াতে হবে। যে নেতৃত্ব দলকে জেতাতে পারবে না, তাদের দলে কোনও জায়গা থাকবে না।' রবিবার বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বালুরঘাট ও হিলির বিজয়া সম্মিলনিতে এমনই বললেন তৃণমূল নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। দুপুরে হিলিতে বিজয়া সম্মিলনির পর বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় বিজয়া সম্মিলনি।

সুকান্তর জেলায় এমনিতেই তৃণমূলের করুণ দশা। তার ওপরে বালুরঘাট বিধানসভায় ক্রমাগত জনসমর্থন হারিয়ে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বারবার নেতৃত্ব বদল করেও কাজে আসছে না কোনও দাওয়াই। সম্প্রতি বালুরঘাট বিধানসভা নিয়ে হতাশ তৃণমূল রাজ্য নেতৃত্ব বালুরঘাট ব্লক, বালুরঘাট শহর ও হিলি ব্লকে সভাপতি বদলে ফেলেছে। বালুরঘাট বিধানসভায় 'কাম ব্যাকে' মরিয়া রাজ্য নেতৃত্ব এবার সংগঠনের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিদের মূল্যায়ন শুরু করেছে। ফলে অবিশ্বাসের আবহ তৃণমূলের অন্দরে। আর এই অভিমানের মধ্যে এবার বিজয়া সম্মিলনিতে রাজীবের দাওয়াই, 'কোনও নেতার কাজে অসন্তুষ্ট বা ব্যথিত হলে কর্মীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তৃণমূলের প্রতীক এবং নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে দল করুন। অন্য কাউকে দেখে দল করতে হবে না। আগামী ৬ মাস কোনও ভেদাভেদ করবেন না। বালুরঘাটে বিধানসভায় যে-ই প্রার্থী হোক, আসল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সবাইকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে পদ্মফুলকে হারিয়ে জোড়াফুলকে জেতাতে হবে।'

রাজীব এভাবে কর্মীদের উজ্জীবিত করলেও এদিন চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। বিপ্লব বলেন, 'বাম আমলে লড়াই করে, সংগঠন গড়ে আমরা এখানে তৃণমূলকে বারবার জিতিয়েছি। এখানে আমাদের পঞ্চায়েত সমিতি, পুরসভা, পঞ্চায়েত সবই রয়েছে। তবু কেন আমরা লোকসভা নির্বাচনে হারালাম? কেন তৃণমূল পিছিয়ে রইল- জবাব আজও পাইনি।'

এদিন তৃণমূল জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, 'শুধু গাড়ি-বাড়ি, সোনার চেন করার জন্য আপনাকে প্রধান বা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি করা হয়নি। এসি ছাড়া চলাফেরা করতে পারেন না। অথচ মানুষের জন্য কী প্রকল্প রয়েছে, বা কী কাজ হচ্ছে- খোঁজ রাখেন না। দলকে লিড দেওয়াতে পারেন না। তাহলে আপনি কেন এই চেয়ারে বসে রয়েছেন। অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত।'

'দেওয়ালে পিঠ'

- সুকান্তর জেলায় এমনিতেই তৃণমূলের করুণ দশা
- বারবার নেতৃত্ব বদল করেও কাজে আসছে না কোনও দাওয়াই
- বালুরঘাট বিধানসভায় 'কাম ব্যাকে' মরিয়া রাজ্য নেতৃত্ব
- সবাইকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে পদ্মফুলকে হারিয়ে জোড়াফুলকে জেতাতে হবে, বার্তা রাজীবের

একটু বিশ্রাম। রংটংয়ে ছবিটি তুলেছেন অচিন্ত্য গুপ্ত।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

গ্রামবাসী-সেবাইত পরিবারের বিরোধ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১২ অক্টোবর : দুইপক্ষের বিরোধে ফের কালীপুজো নিয়ে অনিশ্চয়তা রায়গঞ্জের বিরঘই অঞ্চলের দেওখন্ডা গ্রামের ঠাকুরানি মন্দিরে। বিরোধ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, রবিবার প্রতিমা গড়ার কাজ শুরুর কথা থাকলেও, তা শুরু করতে পারেননি মৃৎশিল্পী। মন্দিরের পুরোনো সেবাইত গোষ্ঠীর লোকজনের অভিযোগ, বংশপরম্পরায় তাঁরা পুজো করে আসলেও, এবছর পুজো কমিটির বাইরে রাখা হয়েছে তাঁদের। ফলে যাবতীয় বিষয় না জানালে তাঁরা পুজো করতে দেবেন না। অন্যদিকে গ্রামবাসীদের একাংশের দাবি, তাঁরা বৈঠকে সকলকেই ডেকেছিলেন। কিন্তু পুরোনো সেবাইত পরিবার থেকে কেউ বৈঠকে থাকেননি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষুদ্র শিল্প ও অচিরাচত শক্তি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ তৃণমূল নেতা কৈলাসচন্দ্র বর্মন সেবাইত পরিবারের পক্ষে, আবার স্থানীয় তৃণমূল নেতা সঞ্জয় মিত্র পুজো কমিটির পাশে। ফলে এর মধ্যে অনেকেই তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব খুঁজছেন।

কালী মন্দিরের নামে থাকা ১২ বিঘা জমি সেবাইতের পরিবারের দখলে থাকবে, নাকি গ্রামবাসীরা কমিটি করে দেখভাল করবেন, তা নিয়ে বিরোধ চলছে প্রায় ৯ বছর ধরে। গত বছর কালীপুজোর আগে বিরোধ চরম আকার নেয়। শেষপর্যন্ত একই মন্দিরে তিনটি আলাদা প্রতিমায় পুজো হয়। এবছরও বিরোধ শুরু হয়েছে। সেবাইত পরিবারের পক্ষে মানিক বর্মনের অভিযোগ, 'গত বছর দুইপক্ষকে নিয়ে প্রশাসন একটি কমিটি তৈরি করে দিলেও, তা মানা হচ্ছে না। এবছর কমিটি থেকে আমাদের বাদ রাখা হয়েছে। তাই বিষয়টির মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত মৃৎশিল্পীকে প্রতিমা গড়ার কাজ বন্ধ রাখতে বলেছি।' জানা গিয়েছে, গ্রামবাসীদের একাংশকে নিয়ে গঠিত কমিটি মৃৎশিল্পী ভবেশ বর্মনকে প্রতিমা তৈরির বরাত দেয়। সেবাইতের পরিবারের তরফে তাঁর বাড়িতে গিয়ে নিষেধ করে আসা হয়েছে। দেওখন্ডা মন্দির কমিটির সদস্য হাড়িয়া বর্মনের অভিযোগ, 'সেবাইতের পরিবার ৫২ বিঘা জমির মধ্যে ৩৮ বিঘা বিক্রি করেছে। বাকি জমি যাতে বিক্রি করতে না পারে, তাই গ্রামের লোকজন ওদের বাদ দিয়ে ২০১৬ সাল থেকে মন্দিরের যাবতীয় দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। বৈঠকে সেবাইত পরিবারের কেউ থাকলে নিশ্চয় কমিটিতে রাখা হত।' মানিক আবার বলছেন, বাবা, জ্যাঠারা এই মন্দিরের সেবাইত ছিলেন। কিন্তু স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার উসকানিতে আমাদেরকে সরিয়ে দিয়ে গ্রামবাসীরা নিজেরা সব দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। গতবার তিনটি প্রতিমার পুজো হলেও এবছর তা হবে না।' কর্মাধ্যক্ষ কৈলাস বলেন, 'দুইপক্ষকে নিয়ে প্রশাসনের তরফে গত বছর শান্তিপূর্ণভাবে কমিটি করে দেওয়া হলেও, এক-দুজনের উসকানিতে সবটা ভেস্তে যাচ্ছে।'

অনিশ্চিত পুজো

- দুইপক্ষের বিরোধে রবিবার কথা থাকলেও শুরু হয়নি প্রতিমা গড়ার কাজ
- জমি সংক্রান্ত বিষয়ে ৯ বছর ধরে চলছে গ্রামবাসী-সেবাইত পরিবারের বিরোধ
- বিরোধের জেরে গত বছর কমিটি গড়ে দিয়েছিল প্রশাসন, তবু তিনটি প্রতিমায় পুজো হয়েছিল

বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

রায়গঞ্জ, ১২ অক্টোবর : শনিবার থেকে রায়গঞ্জে শুরু হয়েছে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্যের ২৬তম রাজ্য সম্মেলন। রায়গঞ্জ বিধান মঞ্চে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের মূল মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্মীয় অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করতে তিনি শ্রীরামপুর থেকে এসেছিলেন। এদিন মঞ্চে তিনি বিদ্যাসাগরের আদর্শ, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন নিয়ে বক্তব্য রাখেন। এরপর তিনি রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এদিন উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ সুশীলকুমার গোস্বামী, শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়, ভাইস চেয়ারপার্সন অরিন্দম সরকার সহ আরও অনেকে। অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তিনি ২০১৮ সাল থেকে বাংলাজুড়ে শুরু করেছেন 'জয় বিদ্যাসাগর' আন্দোলন। যার মূল লক্ষ্য বিদ্যাসাগরের আদর্শকে মানুষের জীবনে ফিরিয়ে আনা। এদিন বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধার মাধ্যমে সম্মেলন শেষ হয়।

গার্ডওয়াল নির্মাণের দাবি

সামসী, ১২ অক্টোবর : সামসী গ্রাম পঞ্চায়েতের ভগবানপুর কাজিবুল্লাহপাড়ায় পুকুরপাড়ে গার্ডওয়াল নির্মাণের দাবিতে সরব হয়েছেন বাসিন্দারা। সেখানে গার্ডওয়াল না থাকায় কংক্রিট ঢালাই পাকা রাস্তাও সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে। যে কোনও সময় পাকা রাস্তা পুকুরে ধসে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন গ্রামবাসীরা।

কয়েক বছর আগে রতুয়া-১ পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে পুকুরপাড়ে অস্থায়ীভাবে বাঁশের গার্ডওয়াল নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে বাঁশের গার্ডওয়াল ভেঙে পড়েছে। শুধু কয়েকটা বাঁশের খুঁটি দাঁড়িয়ে। যে কোনও সময় পুকুরপাড় ধসে পাকা রাস্তা ভাঙতে পারে। তাই পাকা গার্ডওয়াল নির্মাণ খুব জরুরি বলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

গ্রামবাসী নাসিম আলমের কথায়, 'পাকা রাস্তা বাঁচাতে গার্ডওয়াল নির্মাণ দরকার। পুকুরপাড়ে পাকা গার্ডওয়াল নির্মাণের জন্য সামসী পঞ্চায়েত প্রধান, রতুয়া-১ ব্লকের বিডিও ও মালদা জেলা পরিষদে বারবার বলা হয়েছে। কিন্তু আজও কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।' এ নিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ রয়েছে।

এ ব্যাপারে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মহম্মদ সায়েদ আলি বলেন, 'বিষয়টি পঞ্চায়েত প্রধান, বিডিও ও জেলা পরিষদে একাধিকবার বলা হয়েছে যাতে শীঘ্রই তা নির্মিত হয়।'

পুকুরপাড়ে গার্ডওয়াল নির্মাণের আশ্বাস দিয়েছেন এলাকার জেলা পরিষদ সদস্য ফজলুল হক।

ভগবানপুর কাজিবুল্লাহপাড়ায় পুকুরপাড়ের অবস্থা।

জেলা সম্মেলন

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১২ অক্টোবর : তপশিলি উপজাতির মর্যাদা চেয়ে মালদা জেলা কিষান জাতিসেবা সমিতির উদ্যোগে জেলা সম্মেলন হল। রবিবার হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লক এলাকার ভালুকা অঞ্চলের প্রেমাই জুনিয়ার হাইস্কুল চত্বরে এই সম্মেলন হয়। জেলার ১৫টি ব্লক থেকে এই সংগঠনের প্রতিনিধিরা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের মালদা জেলা সম্পাদক আশিস মণ্ডল সহ অন্য নেতৃত্ব সেখানে হাজির ছিলেন।

কিষান জাতিসেবা সমিতির দীর্ঘদিনের দাবি, তাদের সম্প্রদায়ের মানুষকে অবিলম্বে তপশিলি উপজাতি ভুক্ত করতে হবে। এই নিয়ে তারা দীর্ঘদিন লড়াই চালাচ্ছে। জেলা সম্পাদক বলেন, 'জেলায় ২ লক্ষ ৬৫ হাজার কিষান জাতির সদস্য রয়েছেন। আমাদের একমাত্র দাবি, অবিলম্বে আমাদের তপশিলি উপজাতি ভুক্ত করা হোক।

প্রতিবাদ

রায়গঞ্জ, ১২ অক্টোবর : সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরে কর্মরত শিক্ষকদের টেট পাশ করতে হবে। এই রায় ঘিরে রাজ্যজুড়ে শিক্ষক মহলে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি সংগঠন এব্যাপারে সর্বোচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হয়েছে। রবিবার এবিষয়ে রায়গঞ্জে সাংবাদিক সম্মেলন করেন বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিরা। ওই সম্মেলন থেকে এমন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁরা। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সতীশ সাউ বলেন, 'টেট চালুর আগে যাঁরা চাকরিতে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের জন্য টেট বাধ্যতামূলক করা একেবারেই অযৌক্তিক। এটি শিক্ষকদের প্রতি অসম্মানজনক। এর মাধ্যমে চাকরি কেড়ে নেওয়ার এক গোপন পরিকল্পনা রয়েছে।' তিনি আরও বললেন, 'শিক্ষার মান উন্নয়নের দায়িত্ব শুধুমাত্র শিক্ষকদের নয়, তা নির্ভর করে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, সঠিক পাঠক্রম, পাশ-ফেল পদ্ধতি এবং শিক্ষা পরিকাঠামোর ওপর। এগুলো রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের দেখা উচিত।'

আহত ২

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১২ অক্টোবর : চাঁচল-হরিশ্চন্দ্রপুর ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে রবিবার নিয়ন্ত্রণ হারানো একটি অ্যাম্বুল্যান্সের ধাক্কায় গুরুতর জখম হয়েছেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার দুজন সিভিক ভলান্টিয়ার। অ্যাম্বুল্যান্সের ধাক্কায় মাথা ফেটেছে সিভিক ভলান্টিয়ার রাজকুমার ঘোষের এবং কোমরে চোট পেয়েছেন শবনম পারভিন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের চাঁচল মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনায় অ্যাম্বুল্যান্স সহ চালককে আটক করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

এদিন ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে বটতলা এলাকার নাকা চেকপোস্টে একটি বাইকে ওই দুই সিভিক ভলান্টিয়ার যাচ্ছিলেন। তখন চাঁচলের দিক থেকে আসা একটি অ্যাম্বুল্যান্সের সামনে হঠাৎ একটি শিশু চলে আসে। তাকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অ্যাম্বুল্যান্সটি তাঁদের মোটরবাইকে ধাক্কা মারে।

প্রদীপ তৈরি করছেন এক কুমোর। কাগমারি হাটপাড়ায়।

বিদ্যুৎচালিত চাকায় মাটির প্রদীপ তৈরি

হরষিত সিংহ

মালদা, ১২ অক্টোবর : বাঙালির উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছে প্রায় দুর্গাপুজোর সময় থেকে। এরপর রয়েছে কালীপুজো। আর এই কালীপুজোতে প্রদীপ থেকে শুরু করে ধুনুচি সহ বিভিন্ন মাটির জিনিসের ব্যাপক চাহিদা থাকে। এই সময় নাওয়াখাওয়া ভুলে বাড়ির সকলে মিলে এই সমস্ত মাটির জিনিস তৈরির কাজে লেগে পড়েন ইংরেজবাজার ব্লকের কাগমারি হাটপাড়ার কুমোররা।

ছোট থেকে বড়, এমনকি পরিবারের মহিলারাও চাকা ঘুরিয়ে তৈরি করছেন মাটির জিনিস। কারণ এখন চাকা ঘোরানো তাঁদের কাছে অনেকটা সহজ হয়েছে। আগের মতো হাতের কায়দায় লাঠি দিয়ে আর কুমোরদের চাকা ঘুরিয়ে মাটির সামগ্রী তৈরি করতে হচ্ছে না। আধুনিকতার যুগে এসে গিয়েছে ইলেক্ট্রিক চাকা। বিদ্যুতের সাহায্যে সেটি ঘুরছে। এতে চাকা ঘোরাতে যেমন শক্তি লাগছে না। তেমনি খুব অল্প সময়ে প্রচুর সামগ্রী তৈরি হয়ে যাচ্ছে।

এমনই একজন উজ্জ্বল পাল বলেন, 'একসময় চাকা ঘুরিয়ে কাজ করতে হত। তাতে পরিশ্রমের পাশাপাশি সময়ও অনেক বেশি লাগত। দুর্গাপুজো থেকে ছটপুজো পর্যন্ত মাটির প্রদীপ, ধুনুচি, ঘটের ব্যাপক চাহিদা থাকে। হাতে চাকা ঘুরিয়ে এই চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হত না। তবে এখন ইলেক্ট্রিক চাকা চলে এসেছে। তাই বাড়ির সকলে যে যখন সময় পাচ্ছে কাজ করতে পারছে।' এতদিন কুমোরপাড়ায় গেলে দেখা যেত বিশাল একটি চাকা লাঠির মাধ্যমে প্রথমে ঘোরানো হয়। তারপর সেখানে মাটির বিভিন্ন আকারের পাত্র তৈরি করা হত। এতে শক্তির পাশাপাশি সময়ও বেশি লাগে। বর্তমানে বাজারে যে ইলেক্ট্রিক চাকা চলে এসেছে তার দামও খুব একটা বেশি নয়। বাজারে ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকার মধ্যে এই ইলেক্ট্রিক চাকা পাওয়া যাচ্ছে। কুমোরদের দাবি, আগে হাতে চাকা ঘুরিয়ে প্রতিদিন গড়ে প্রায় দেড়শোটি প্রদীপ তৈরি করা যেত। ইলেক্ট্রিক চাকার মাধ্যমে প্রতিদিন গড়ে ৬০০ থেকে ৭০০ প্রদীপ এবং অন্যান্য সামগ্রী তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। অল্প সময়ে বেশি উৎপাদন হওয়ায় বেশ লাভবান হচ্ছেন কুমোররাও।

> একসময় চাকা ঘুরিয়ে কাজ করতে হত। তাতে পরিশ্রমের পাশাপাশি সময়ও অনেক বেশি লাগত। এখন ইলেক্ট্রিক চাকা চলে এসেছে। তাই বাড়ির সকলে যে যখন সময় পাচ্ছে কাজ করতে পারছে।
>
> **উজ্জ্বল পাল** *কুমোর*

ব্যাংককর্মীর ঝুলন্ত দেহ

গঙ্গারামপুর, ১২ অক্টোবর : ছুটিতে বাড়িতে এসেছিলেন এক ব্যাংককর্মী। কিন্তু হঠাৎ শনিবার রাত দশটা নাগাদ ওই ব্যাংককর্মীকে তাঁর ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান তাঁর মা। এরপর তাঁকে উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের নাম সুমন নন্দী (৩৩)। তিনি গঙ্গারামপুর থানার বানিহারি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি রায়গঞ্জে একটি ব্যাংকে কর্মরত ছিলেন। রবিবার মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠিয়ে মৃত্যুর কারণ নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ।

অনাথ আশ্রমে সাহায্য

কুশমণ্ডি, ১২ অক্টোবর : রবিবার কুশমণ্ডি ব্লকের নীলকণ্ঠ স্বর্গদা অনাথ আশ্রমের শিশুদের উন্নয়নে এক লক্ষ টাকা দান করলেন কুশমণ্ডির জোনাকি নাট্য সংস্থার সদস্যরা। নাট্যকর্মী তপন মজুমদার বলেন, 'নাট্যদলের কর্মীদের ইচ্ছায় এই অর্থ তুলে দেওয়া হয়েছে।' অনাথ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা রঞ্জিতকুমার দত্ত জানান, এই অর্থে শিশুদের জন্য রান্নাঘর তৈরি হবে।

গ্রেপ্তার এক

বালুরঘাট, ১২ অক্টোবর : আগ্নেয়াস্ত্র কাণ্ডে গ্রেপ্তার এক ব্যক্তি। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম প্রণব মহন্ত। বাড়ি বালুরঘাট ব্লকের খিদিরপুর ঘোষপাড়ায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ওই ব্যক্তিকে এলাকায় দাপাদাপি করতে দেখে এলাকাবাসী পাকড়াও করে বেঁধে উত্তমমধ্যম দেন। তার জেরে ওই ব্যক্তি এতদিন বালুরঘাট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। রবিবার তাঁর ছুটি হতেই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর কাছ থেকে আগেই একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও চারটি গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ।

চক্ষুদানে ঢাকা থাকে কালীর মুখ

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

হবিবপুর, ১২ অক্টোবর : প্রায় তিন শতক আগে পুনর্ভবা নদী পেরিয়ে মশাল জ্বালিয়ে, বাঁশের তৈরি রণপায়ে ভর করে মা কালীর পুজো দিতে আসত ডাকাতদল। ডাকাতদের পূজিতা এই দেবী এখন মানিকোরা কালী নামে পরিচিত। কালের পরিবর্তনে সেই ভয়ংকর ডাকাতদল এখন আর নেই। তবে শতাব্দীপ্রাচীন এই পুজো এখনও মালদার হবিবপুর ব্লকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে মানিকোরায় অনুষ্ঠিত হয়। মানুষের মুখে মুখে এখনও মায়ের পুজোকে ঘিরে হাড়হিম করা গল্প শোনা যায়।

স্থানীয়দের মুখে শোনা যায়, অবিভক্ত ভারতে রাতের অন্ধকারে জঙ্গলে ঘেরা মানিকোরা এলাকায় ডাকাতরা দেবীর পুজো দিত। পুজো শেষে সূর্য ওঠার আগে তারা আবার বাঁশের রণপায়ে ভর দিয়ে ফিরে যেত নিজেদের ডেরায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুজো উদ্যোক্তাদের পরিবর্তন ঘটেছে। ডাকাতদের আনাগোনা বন্ধ হওয়ার পর ব্রিটিশ আমলে এলাকার জমিদার ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় জঙ্গলের ভেতর এই মন্দিরটি খুঁজে পান। তারপর থেকে তিনি এই পুজোর দায়িত্ব নেন। পরবর্তীতে জমিদারি প্রথা উঠে গেলে গ্রামবাসী এই পুজোর আয়োজন করেন। ডাকাতরা না থাকলেও তাদের পুজোর কিছু কিছু রীতিনীতি এখনও রয়ে গিয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা হেমন্ত রায় বলেন, 'জমিদারি প্রথা উঠে গেলেও গ্রামবাসীর উদ্যোগে আজও এখানে পুজো হয়। পুরানো রীতি মেনে এখনও সাড়ে সাত হাত উচ্চতার কালীমূর্তি তৈরি হয়।' গ্রামবাসীর বিশ্বাস, পুজোয় দেবীর চক্ষুদানের সময় দেবীমূর্তি কেঁপে ওঠে। পাঁঠাবলি দেওয়ার সময় দেবীমূর্তি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে চায়। মূর্তিটি যাতে না নড়ে সেজন্য আগে মূর্তিটিকে লোহার শেকল দিয়ে বেঁধে রাখার প্রচলন ছিল। এখন নিয়ম পরিবর্তন করে চক্ষুদান ও পাঁঠাবলির সময় দেবীর মুখ কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।

কালীপুজোর জোর প্রস্তুতি চলছে মানিকোরায়।

স্থানীয়দের বিশ্বাস, মা এখানে খুব জাগ্রত। প্রচলিত গল্প অনুযায়ী, একবার এক শাঁখারি গ্রামে শাঁখা বিক্রি করতে এসেছিলেন। সেই সময় একটি মেয়ে তাঁর কাছে শাঁখা পরতে চায়। শাঁখা পরিয়ে দাম চাইলে মেয়েটি বলে, তাঁর বাবা এই কালী মন্দিরের সেবাইত, তিনি শাঁখার দাম দেবেন। শাঁখারি সেই সেবাইতের কাছে দাম চাইলে সবকিছু শুনে তিনি যেন আকাশ থেকে পড়েন। ওই সেবাইত জানান, তাঁর কোনও মেয়ে নেই। হঠাৎ সেবাইতের চোখ মন্দির সংলগ্ন পুকুরে পড়ে। তিনি দেখতে পান জলের উপর একটি মেয়ের দুটো হাত এবং সেই হাতে রয়েছে নতুন শাঁখা। সেবাইত বুঝে যান যে এসব মায়ের লীলা। এরপর সেবাইত সেই শাঁখারির দাম মিটিয়ে দেন। প্রতি শনি ও মঙ্গলবার ছাড়াও আষাঢ়, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে দেবীর পুজো হয়। উদ্যোক্তারা জানান, এবছরও পুজো উপলক্ষ্যে সাতদিনব্যাপী মেলা চলবে। মেলায় যাত্রাপালার আসর বসবে।

লুঠের তদন্ত

আনন্দপুর ও সার্ভে পার্কে পরপর লুটপাটের ঘটনায় সিসিটিভি ফুটেজ দেখে মূল অভিযুক্তের খোঁজ পেল লালবাজার। তাঁকে জেরা করে চোরাই জিনিসের উদ্ধার চালাচ্ছে পুলিশ।

কুণালের স্তুতি

চৈতন্যদেব, মা সারদার পর এবার মা লক্ষ্মী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মা লক্ষ্মীর সঙ্গে তুলনা করলেন কুণাল ঘোষ। কাটোয়ায় বিজয়া সম্মিলনিতে গিয়ে এই কথা বলেন তিনি।

মেট্রোর বার্তা

ছয়-সাত মাসের মধ্যে উত্তর-দক্ষিণ করিডরের কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন তৈরি করে ফেলা হবে। আগামী বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে ওই স্টেশন ব্যবহার করা যাবে বলে জানালেন নয়া জেনারেল ম্যানেজার।

ধর্ষণে গ্রেপ্তার

ফেসবুকে রিলস বানানোর নাম করে নাবালিকার অশ্লীল ভিডিও তৈরি করে ব্ল্যাকমেল ও ধর্ষণের অভিযোগ। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হল ইউটিউবার ও তাঁর বাবাকে। বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানা এলাকার ঘটনা।

মৃত সন্তানের বইয়ে দম্পতির লাইব্রেরি

রিমি শীল

কলকাতা, ১২ অক্টোবর : গোলাপি রঙা দোতলা বাড়িটির দরজার মাথায় লেখা ৩/৪৪, মহাজাতি নগর, বিরাটি। মূল দরজা থেকে দুপুরের আলো ঘরের ভেতরের অন্ধকারকে ফিকে করেছে। কিন্তু এখানে স্মৃতি আঁকড়ে পড়ে থাকা বৃদ্ধ দম্পতির হৃদয় দীপ্ত করতে পারেনি। কাঠের সেলফে সাজানো শার্লক হোমস, ফ্রেডেরিক জোলিও কুরি, ক্ষীরের পুতুল, আবোল তাবোল, শরৎ রচনা সমগ্র, সঞ্চয়িতা সহ একরাশ বই। এগুলিই এখন বাঁচার রসদ সন্তানহারা সাধনা দে ও দীপক দের। প্রাণ থেকেও যেন এখন নিষ্প্রাণ তাঁরা।

২০২১ সালে ২৪ মে করোনার সময় ছেলে সুমন্ত দে-কে হারিয়েছেন তাঁরা। তবে ছেলের আর্টবুক, নোটবুক, প্রাপ্ত পুরস্কারগুলি আঁকড়ে ধরে চারটে বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা যখন থাকবেন না, তখন তাঁদের মৃত সন্তানের স্মৃতিও তো বিলীন হয়ে যাবে। তাই একরাশ স্বপ্ন নিয়ে চার দেওয়ালে আবদ্ধ ঘরেই লাইব্রেরি গড়ে তুলেছেন বৃদ্ধ দম্পতি। ধীরে ধীরে সাজিয়ে তুলছেন সেলফগুলি। ঘুরে ঘুরে লাইব্রেরির জন্য বই কেনেন তাঁরা। এই বইয়ের মধ্য দিয়ে তাঁরা ছেলের স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে চান।

গাল বেয়ে চোখের জল বুক পকেট ভিজিয়েছে ৭২ বছরের দীপকবাবুর। ৬১ বছরের সাধনাদেবী বললেন, ‘ছেলে পিক্কুর কথা তুললেই ওঁর চোখে জল আসে। মাত্র ২৯ বছর বয়সে ভুল চিকিৎসায় ও চলে গেল। জানেন, তারপর থেকে এখনও একটা রাত ঘুম আসে না আমাদের।’ কীভাবে দিন কাটে তাঁদের? সাধনাদেবী বললেন, ‘সারাদিন শিক্ষকতা করে দিন কাটে। সংসারের উপার্জন বলতে এটাই।’ বলতে বলতে চোখে জল মায়েরও। বললেন, ‘৩ বছর বয়স থেকেই আঁকিবুকি কাটত। সেলফের মাথায় সরস্বতী, দেবী দুর্গা সহ দেবদেবীদের মাটির প্রতিমা দেখছেন। এগুলি সুমন্তের বাবা নিজের হাতে গড়েছেন। বাবার থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিল ও। আর্ট নিয়ে ওর যত চিন্তাভাবনা। ও যদি বেঁচে থাকত আরও এগোত। ওর

বিরাটিতে ছেলের স্মৃতিতে তৈরি লাইব্রেরিতে বৃদ্ধ দম্পতি।

আঁকা ছবি বিভিন্ন প্রদর্শনীতে দেখানো হত।’ দৌড়ে গিয়ে ছেলের আঁকা প্রকাশিত বই নিয়ে এলেন। কান্নাচাপা গলায় বলেন,‘ ২০১২ সালে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছিল। তাইচুং, তাইওয়ান, মেক্সিকো, বেলজিয়াম, তাইজিন থেকেও পুরস্কার পেয়েছে।’

হঠাৎ লাইব্রেরির ভাবনা কেন? দীপকবাবু বলেন, ‘আমার ছেলে সারাদিন বই ঘাঁটত। কিছু কিনতে গেলেও বই কিনে আনত। বেশিরভাগ সময় ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে কাটাত। তাই ওর সমস্ত আর্টের বইও লাইব্রেরিতে রাখা হয়েছে।’ সাধনাদেবী জানালেন, ‘মার্চ মাস থেকে এই লাইব্রেরি চালু করেছি। এখনও পর্যন্ত ২৯ জন সদস্য হয়েছে।’ এক সময় দোতলার ঘরে বাবা ও ছেলে মিলে আঁকা শেখাতেন। কিন্তু এখন বৃদ্ধ একলাই সেই দায়িত্ব সামলে যাচ্ছেন। বললেন, ‘সপ্তাহে তিনদিন সব আঁকতে এলে তখন লাইব্রেরির বই নিয়ে পড়ে। রবিবার ও বুধবার লাইব্রেরি খুলে রাখি। এছাড়াও কেউ আসতে চাইলে বাধা নেই। ছেলের কেনা উপন্যাস, কবিতা সংকলন, আর্টবুক, কমিক্স সব সাজানো রয়েছে।’

সপ্তাহের প্রথমেই তালিকা তৈরি করে বইপাড়া, বইমেলা, শারদমেলা সহ যেখানেই বইয়ের গন্ধ পান সেখানেই ছোটেন ওই দম্পতি। কিনে আনেন বই। সাজিয়ে রাখেন নিষ্প্রাণ তাকগুলিতে। বেলা পড়ে এসেছে। লাইব্রেরিতে আসা জনা কয়েক কিশোর-কিশোরী বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে। সেই শব্দে যেন ছেলের কণ্ঠ অনুভব করতে পারছেন তাঁরা। দুজনেই বলে উঠলেন, ‘ও আছে। বইয়ের মাঝেই সুমন্ত আছে। আমরা না থাকলেও ও আজীবন থাকবে।’

ছোটো তুবড়ি, বড়ো ধামাকা...

রবিবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

ইডি’র আতশকাচে সুজিতের সহকারী

উদ্ধার টাকার উৎস জানতে জিজ্ঞাসাবাদের পরিকল্পনা

কলকাতা, ১২ অক্টোবর : শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির পর পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে অতি তৎপর হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তদন্তকারীদের আতশকাচের নীচে রয়েছেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু ও তাঁর প্রাক্তন আপ্তসহায়ক তথা দক্ষিণ দমদম পুরসভার উপপুরপ্রধান নিতাই দত্ত। সম্প্রতি তল্লাশি চালিয়ে টাকা ও বেশ কিছু তথ্য বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। এবার এই টাকার উৎস জানতে জিজ্ঞাসাবাদ চালাবেন তদন্তকারীরা। এমনকি ফের ময়দানে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ইডির গোয়েন্দারা। তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, পুর নিয়োগ দুর্নীতির টাকা ব্যবসায় লগ্নি করা হয়েছিল কি না। ওই কালো টাকা ব্যবসায় খাটিয়ে সাদা করা হয়েছিল বলে মনে করছেন ইডি আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, এই বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। উপপুরপ্রধান নিতাই দত্তকেও জেরা করা হতে পারে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাতে ইতিমধ্যেই তথ্য তলব করেছে ইডির গোয়েন্দারা।

সম্প্রতি সুজিত বসুর অফিস, রেস্তোরাঁ, তাঁর ছেলে সমুদ্র বসুর গোলাঘাটার ধাবা, নিতাইয়ের বাড়ি ও গোডাউন, সুজিতের চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে ইডি। বিবৃতি দিয়ে ইডির তরফে জানানো হয়েছে, তল্লাশি চালিয়ে ৪৫ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাছাড়াও বেশ কিছু নথি, জমি ও সম্পত্তির কাগজপত্র, মোবাইল, ল্যাপটপের মতো ডিজিটাল

প্রাথমিক তদন্ত

- পুর নিয়োগ দুর্নীতির টাকা ব্যবসায় লগ্নি করা হয়েছিল
- কালো টাকা সাদা করতেই ব্যবসায় বিনিয়োগ
- টেন্ডার থেকে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ছক বেঁধে অনিয়ম
- অয়নের সংস্থাকে বারবার বরাতের মাধ্যমে দুর্নীতি

ডিভাইসগুলিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই টাকার উৎস সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু জানানো হয়নি। টাকা কোথা থেকে উদ্ধার হয়েছে বা নথিগুলি কোথা থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে, সে সম্পর্কেও কিছু জানাননি তদন্তকারীরা।

তবে দক্ষিণ দমদম পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির বিষয়টি তাদের নজরে রয়েছে। সূত্রের খবর, তদন্তে ইডি জানতে পেরেছে, ২০১৪ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ৩২৯ জনের টাকার বিনিময়ে বেআইনিভাবে চাকরি হয়েছিল। ইন্টারভিউ ছাড়াই তাঁদের চাকরি দেওয়া হয়। কত টাকায় ও কার নির্দেশে এই চাকরি হয়েছিল তা জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা। এর মধ্যে ২০২০ সালেই ২৯ জনের বেআইনিভাবে চাকরি হয়েছিল। ২০২০ সালে গ্রুপ সি ও ডি’র ক্ষেত্রেও বেআইনিভাবে চাকরি দেওয়া হয়েছিল। তাই উপপুরপ্রধান নিতাই দত্তের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নজর রেখেছেন তদন্তকারীরা। তাঁর অ্যাকাউন্টে কোনও সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছিল কি না তা খতিয়ে দেখতে চাইছেন তাঁরা।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে পুরনিয়োগ দুর্নীতির হদিস পেয়েছিলেন তদন্তকারীরা। এই দুর্নীতির অন্যতম অভিযুক্ত অয়ন শীলের বাড়ি থেকে বিভিন্ন নথি উদ্ধার করা হয়েছিল। ইডি মনে করছে, টেন্ডার থেকে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ছক বেধে অনিয়ম চলত। কেন অয়নের সংস্থাকেই বার বার বরাত দেওয়া হত, তাও খতিয়ে দেখতে চাইছেন ইডি আধিকারিকরা। শীঘ্রই পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে আবার চার্জশিট দেওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছে তারা। এই বিষয়গুলি চার্জশিটে উল্লেখ করা হলে তা বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের ক্ষেত্রে স্বস্তিজনক হবে না বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

ডিজিটালে তরুণ মুখে ভরসা সিপিএমের

কলকাতা, ১২ অক্টোবর : দলের বার্তা জনমানসের কাছে পৌঁছে দিতে সমাজমাধ্যমে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয় রাজনৈতিক দলগুলি। সিপিএমও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম দায়িত্বে আসার পরেই বিশেষভাবে ফেসবুক, এক্স হ্যান্ডেল সহ বিভিন্ন অ্যাপগুলিতে দলীয় বার্তা প্রচারে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে ইস্যুগুলিতে দলের অবস্থান তুলে ধরতে সমাজমাধ্যমে বিশেষভাবে নজর দিচ্ছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। এই কাজে দলের তরুণ মুখেদের ওপরই ভরসা রাখছেন রাজ্যের শীর্ষ নেতারা। তৃণমূল ও বিজেপির ক্ষেত্রে এজেন্সির মাধ্যমে তাদের ডিজিটাল মাধ্যমগুলি পরিচালিত করা হয়। কিন্তু দলীয় নীতি মেনে ভাড়া করা এজেন্সির মাধ্যমে কাজ চালাতে রাজি নয় সিপিএম। বরং দলের তরুণ স্বেচ্ছাসেবকদের বিশেষভাবে এগিয়ে আসতে বলছেন তাঁরা।

প্রযুক্তির উন্নতির যুগে ভোটারদের কাছে পৌঁছোতে সমাজমাধ্যম যে অন্যতম হাতিয়ার তা মেনে নিয়েছে আলিমুদ্দিন। ইতিমধ্যেই জেলা পার্টি অফিসগুলিতে ডিজিটাল কর্নার গড়ার বিষয়েও চর্চা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে দায়িত্বশীল তরুণ কমরেডদের ওপরেই ভরসা রাখতে চাইছে সিপিএম। এমনিতেই তাদের আইটি সেল পরিচালনা করে যুবরা। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের আগে আরও কর্মক্ষম তরুণ নেতাদের এই কাজে যুক্ত করতে চাইছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, ‘আমাদের তরুণ প্রজন্ম রয়েছে। তাঁরা ডিজিটালি বিভিন্ন কাজে সক্ষম।’ সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, ‘বাকিদের মতো এজেন্সি ভাড়া করার ক্ষমতা আমাদের নেই। তাই তরুণ প্রজন্ম এই কাজ করে থাকে। তাঁদের যথেষ্ট দক্ষতা রয়েছে।’

বিদেশ সফরে বিধিনিষেধ

কলকাতা, ১২ অক্টোবর : সরকারি কর্মীদের বিদেশ সফর নিয়ে নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ব্যক্তিগত বিদেশ সফর, লিভ ট্রাভেল কনসেশন নিয়ে বেড়াতে যাওয়া বা সরকারি কাজের জন্য বিদেশ সফরের ক্ষেত্রে আগে থেকে অনুমতি নিতে হবে। সেটি না করলে সংশ্লিষ্ট কর্মীর বিরুদ্ধে প্রশাসনিকভাবে পদক্ষেপ করা হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।

এছাড়াও বলা হয়েছে, সাধারণ পরিস্থিতিতে কোনও কর্মীর ছুটির মেয়াদ শুরুর অন্তত ৪ সপ্তাহ আগে সফরের অনুমতির আবেদন পাঠাতে হবে। শেষ মুহূর্তে প্রস্তাব পাঠালে অনুমোদন দেওয়া হবে না। আর প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও প্রক্রিয়াগত রীতিনীতি বজায় রাখার স্বার্থে এই বিষয়টি নিশ্চিত করবেন সমস্ত বিভাগীয় প্রধান। নবান্ন সূত্রে খবর, সম্প্রতি দেখা গিয়েছে, বিভিন্ন দপ্তরের বেশ কিছু সরকারি কর্মী বিদেশ সফরের জন্য অনুমতি পাওয়ার আগেই ভ্রমণের জন্য টিকিট কাটা ও হোটেল বুকিংয়ের মতো পদক্ষেপ করছেন। এই ধরনের কাজ সম্পূর্ণভাবে প্রশাসনিক নিয়মকে অবমাননা করছে বলেই স্পষ্ট জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। কোনওরকমভাবে যেন আর বিশৃঙ্খলা তৈরি না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই এই পদক্ষেপ করল নবান্ন। এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে রাজ্যের সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও বিশেষ সচিবদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। প্রশাসনিক মহলের মত, এই পদক্ষেপের ফলে সরকারি কর্মীদের বিদেশ সফরের সমগ্র প্রক্রিয়া যথেষ্ট স্বচ্ছ হবে।

চেতনা চৈতন্য করে দে মা চৈতন্যময়ী...

রবিবার কলকাতায়। ছবি : পিটিআই

ফের রাত দখলের ডাক

কলকাতা, ১২ অক্টোবর : ২০২৪ সালের ৯ অগাস্ট। আবার ২০২৫ সালের ১০ অক্টোবর। রাতই ওলটপালট করে দিচ্ছে রাজ্যের পরিস্থিতি। যে রাত এক সময় দখল করেছিলেন মেয়েরাই, সেই রাতে নারীদের বাইরে বেরোনো অনুচিত বলে রবিবার মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

‘রাত’কে সুরক্ষিত করতে যে রাত দখলের ডাক আজ থেকে প্রায় এক বছর আগে দেওয়া হয়েছিল, তা কি তাহলে পুরোটাই ব্যর্থ? গুগল বলছে, দুটি জায়গার দূরত্ব ১৭১ কিলোমিটার। শুধু সাদৃশ্য হল, দুটোই মেডিকেল কলেজ এবং দুটোতেই ধর্ষিতার শিকার ডাক্তারি পড়ুয়া। দুর্গাপুরের বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ঘটনায় ফের ফিরেছে আরজি কর মেডিকেল কলেজের ছায়া। ফের প্রতিবাদে দেওয়া হল রাত দখলের ডাক।

এখনও সন্তান হারানোর ঘা দগদগে তিলোত্তমার মায়ের। ফোন করতেই বললেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী যখন মন্তব্য করলেন, তখন আমার বাড়ির সামনে পোস্টিং থাকা মহিলা পুলিশকে আমি প্রশ্ন করলাম, মাননীয়া তো বললেন রাত মেয়েদের জন্য নিরাপদ নয়। তাহলে আপনারা কীভাবে কাজ করছেন? তিনিও হাসলেন। তাহলে বুঝতে পারছেন, রাজ্যের পরিস্থিতি কেমন?’

দুর্গাপুর কাণ্ডের নির্যাতিতাও তাঁর অপর সন্তান। এখনও বিচার মেলেনি তিলোত্তমার। বছর ঘুরতেই ফের আরেক ‘অভয়া’র ঘটনায় আন্দোলন কি আরও জোরদার হবে? ‘আরেক মেয়ের জন্য রাত দখলে নামব না, সেটা কি হয়?’, দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিলেন তিলোত্তমার মা। শীঘ্রই রাত দখল আন্দোলনের সামনের সারির কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে আন্দোলনের পরিকল্পনা করা হবে বলেও জানালেন তিনি।

‘জাস্টিস ফর দুর্গাপুর’ স্লোগান উঠেছে ইতিমধ্যেই। নির্যাতিতার বাবা স্বীকার করে নিয়েছেন, বাংলায় থাকা তাঁর মেয়ের জন্য নিরাপদ নয়। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবারও মাঠে নেমেছে অভয়া মঞ্চ। ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টর্স ফ্রন্টের অন্যতম মুখ অনিকেত মাহাতোর কথায়, ‘আন্দোলন চলবে। এই মুহূর্তে রাত দখলের কোনও পরিকল্পনা নেই। তবে কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের উদাসীনতা যদি বাড়ে, তবে সেই আন্দোলনের পথেই হাঁটব আমরা।’ অনিকেতের মন্তব্য, ‘মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অগণতান্ত্রিক। রাতে

> আগামী মঙ্গলবার আমরা রাত দখল করব। রাত আটটায় রাজ্যের সমস্ত নারীকে এই আন্দোলনে যোগদানের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। কলকাতার যাদবপুর ৮-বি’তে ফের রাত জাগা হবে দুর্গাপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে।
>
> **শতাব্দী দাস**
> **রাত দখল (নারী-ট্রান্স-ক্যুইয়ার) ঐক্য মঞ্চ**

মেয়েরা বেরোবে না মেনে চললে সেটা নারী জাতির অপমান। লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রতিটি সমস্যা সমাধান করতে হবে।’

রাত দখলের অন্যতম উদ্যোক্তা রিমঝিম সিনহার সঙ্গে অগণিত বার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। ফলে তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। রাত দখল (নারী-ট্রান্স-ক্যুইয়ার) ঐক্য মঞ্চের উদ্যোক্তা শতাব্দী দাস বলেন, ‘আগামী মঙ্গলবার আমরা রাত দখল করব। রাত আটটায় রাজ্যের সমস্ত নারীকে এই আন্দোলনে যোগদানের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। কলকাতার যাদবপুর ৮-বি’তে ফের রাত জাগা হবে দুর্গাপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে।’ ধর্ষণের ঘটনাকে কখনও ‘ছোট ঘটনা’ বলে দাগিয়ে দেওয়া, কখনও আবার ধর্ষণের কারণকে মহিলাদের রাতে বাইরে বেরোনো বলে উল্লেখ করা- মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যগুলির কারণেই বছর বছর রাজ্য ধর্ষণের মুক্তাঞ্চল হিসেবে পরিণত হয়েছে মনে করছে বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরগুলি। তিলোত্তমার মায়ের কথায়, দুর্গাপুর কাণ্ড কোনও ‘বিচ্ছিন্ন’ ঘটনা নয়। গত বছরের পর এরকম একাধিক ঘটনাই ঘটেছে। সুরাহা মেলেনি কিছুতেই। অন্ধকারকে আলোর দিশা দেখানোর পথ কি খুলে দিতে পারবে ফের রাত দখলের ডাক? উত্তর অধরাই। তবে আন্দোলন বন্ধ হবে না, তা একবাক্যে দাবি করেছেন আন্দোলনকারীরা।

বর্ধমান স্টেশনে বিপত্তি

কলকাতা, ১২ অক্টোবর : বর্ধমান স্টেশনে ট্রেন ধরতে গিয়ে পদপিষ্ট হলেন বহু যাত্রী। রবিবার সন্ধ্যায় একই সময়ে ৪, ৬ ও ৭ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল তিনটি ট্রেন। তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন যাত্রীরা। সংকীর্ণ সিঁড়িতে ভিড় বাড়তেই পদপিষ্টের পরিস্থিতি তৈরি হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি।

ঘটনায় আহত হয়েছেন ৭ জন। খবর পেয়ে রেলের উদ্ধারকারী দল পৌঁছোয়। আহতদের বর্ধমান মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের চিকিৎসা চলছে। জানা গিয়েছে, ২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, পদপিষ্টের কোনও ঘটনা ঘটেনি।

যাত্রীদের একাংশের দাবি, হাওড়া থেকে আসা লোকাল ট্রেনটিকে ফের হাওড়াগামী মেইন লাইন লোকাল বলে ঘোষণা করা হয়। ফুট ওভারব্রিজের ওপর অপেক্ষায় থাকা যাত্রীরা সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করেন। তখনই হাওড়া থেকে আসা লোকাল ট্রেনের যাত্রীরা একই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করলে ওই ঘটনা ঘটে।

এর আগে ২০২০ সালে বর্ধমান স্টেশনে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছিল একাংশ। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছিল, ধ্বংসস্তূপে কেউ আটকে থাকার আশঙ্কা কম। পরে এই বিষয়ে নিশ্চয়তা পাওয়া গিয়েছিল। এই ঘটনায় কয়েকজন আঘাত পান। এরপর বর্ধমান স্টেশনে জলের ট্যাংকও ভেঙে পড়ে। সেখানে প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছিল। পরে বেশকিছু প্ল্যাটফর্মে এসকালেটার বসানো হয়। যদিও ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম ছাড়া বাকিগুলি বর্তমানে অচল। যার জন্যই এদিন সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে বিপত্তি।

ভক্তের জন্মদিনে শৌচাগার উপহার বিগ বি’র

কলকাতা, ১২ অক্টোবর : ছেলেবেলা থেকেই জয়ন্ত দেখতেন বাড়ির মহিলারা পুকুরে স্নান করেন, মাঠে শৌচকর্ম সারতে যান। গোটা গ্রামে নেই কোনও শৌচালয়, স্নানাগার। মাকে প্রশ্ন করতেন, ‘মা, সরকার কেন কিছু করে না?’ প্রশাসন অবধি পৌঁছোয়নি জয়ন্তর প্রশ্ন। কিন্তু শোনামাত্রই কথা রেখেছেন ‘বিগ বি’ অমিতাভ বচ্চন। শেষ পর্যন্ত স্বপ্নপূরণ হয়েছে হুগলির আরামবাগের গোঘাটের প্রত্যন্ত এক গ্রামের বাসিন্দা জয়ন্ত দুলের। টেলিভিশনের পর্দায় ‘কোন বনেগা ক্রোড়পতি’বা কেবিসি দেখে বাবা ভাদু দুলে ছেলেকে বলতেন, ‘কোনও দিন তুইও যদি হট সিটে অমিতাভ বচ্চনের মুখোমুখি হতে পারতিস, কতই না ভালো হত।’ সেই স্বপ্ন পূরণ হয় ২০২৪ সালের ১৬ অগাস্ট। হটসিটে বিগ বি’র মুখোমুখি হয়ে জয়ন্ত জানিয়েছিলেন, ‘আমার বাড়িতে কোনও শৌচালয় বা বাথরুম নেই। আমাদের গ্রামের কারোর বাড়িতেই নেই।’ তারপরই বিগ বি তাঁর বাড়িতে বাথরুম বানিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত তাঁর পাঠানো টাকায় স্নানাগার ও শৌচালয় তৈরি করেছেন জয়ন্ত। উত্তরবঙ্গ সংবাদকে তিনি জানালেন, ‘এখন আর আমার মা-বোনকে স্নানের জন্য বাইরে যেতে হয় না। গ্রামে যাঁদের বাড়িতে এই ব্যবস্থা নেই, তাঁরাও আসেন। স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় প্রশাসন প্রতিশ্রুতি দিয়েও রাখেনি। কিন্তু আমার ড্রিমম্যান সেই স্বপ্ন পূরণ করেছেন।’

ব্যাঙাই গ্রাম পঞ্চায়েতের আগাই গ্রামে বাবা, মা, বোনকে নিয়ে থাকেন জয়ন্ত। ছেলেবেলা থেকেই অভাব তার নিত্যসঙ্গী। বাবার সঙ্গে টেলিভিশনের পর্দায় কেবিসি দেখতে দেখতেই দু’চোখে তাঁর স্বপ্ন ছিল বিগ বি’র মুখোমুখি বসার। মাটির বাড়িতে বড় হয়ে ওঠা জয়ন্তের ছেলেবেলা থেকে ক্যুইজের প্রতি প্রবল আগ্রহ। ২০১৭ সাল থেকে কেবিসিতে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন তিনি।

চিনা আলো বয়কট চন্দননগরের আলোকশিল্পীদের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

চন্দননগর, ১২ অক্টোবর : দাম কম, কিন্তু একদিনও টিকবে কি না সন্দেহ নেই। তাই চন্দননগরের জগদ্ধাত্রীপুজোয় আলোকশিল্পীরা এবার সম্পূর্ণভাবে বয়কট করলেন চিনা আলো। চন্দননগরে প্রায় ২৩৮টি আলো কারখানায় এবারের জগদ্ধাত্রীপুজোর আলোকসজ্জা তৈরি হচ্ছে। ৫০টি চিনা ল্যাম্পের দাম মাত্র ৬০ টাকা। কিন্তু তা একদিন টিকবে কি না সন্দেহ। অথচ ভারতীয় ৫০টি ল্যাম্পের দাম প্রায় ১৫০-১৬০ টাকা। কিন্তু এই আলো ২-৩ বছর অনায়াসে চলে যায়। তাই এবার শিল্পীদের প্রথম পছন্দ স্বদেশি আলো।

এবারের বিশেষ আকর্ষণ সম্পূর্ণ এলইডির গেট। এছাড়াও অপারেশন সিঁদুর বা পাকিস্তানের এফ-১৬ যুদ্ধবিমান ধ্বংসের ছবিও এবারের পুজোর আলোকসজ্জায় উঠে আসছে। চন্দনগরের কলুপুকুরে প্রখ্যাত আলোকশিল্পী শ্রীধর দাসের কারখানা হোক বা বিদ্যালঙ্কারের কাছে প্রয়াত বাবু পালের কারখানায় এখন চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। প্রতি বছর আলোকসজ্জায় নতুন নতুন থিম উঠে আসে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রীপুজোয়। তা পরবর্তী সারা বছর দেশ তো বটেই, বিদেশের মাটিতেও স্থান করে নেয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। চন্দননগর জগদ্ধাত্রীপুজোর কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে থাকা পুজোগুলি তো বটেই, তার বাইরের পুজো কমিটিও প্রতি বছর আলোকসজ্জায় তাক লাগানোর চেষ্টা করে। তাই কলকাতার দুর্গাপুজো, বারাসতের কালীপুজোর থেকেও আলোকসজ্জার নিরিখে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রীপুজো অনেক

এলইডি’র গেটে নতুনত্ব এবারের চমক

এগিয়ে।

চন্দননগর লাইট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু বিশ্বাস বলেন, ‘চিনা আলোর থেকে ভারতীয় ল্যাম্পের দাম অনেক বেশি। কিন্তু চিনা আলো কত ঘণ্টা টিকবে, তার কোনও গ্যারান্টি নেই। গত কয়েক বছরে আমরা এই নিয়ে অনেক সমস্যার মুখে পড়েছি। তাই এই বছর চিনা আলোকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছে চন্দননগর। এবার আমরা ভারতীয় কোম্পানির তৈরি আলো ব্যবহার করছি।’ এবারের নতুন থিম কী? প্রশ্নের উত্তরে দিব্যেন্দুবাবু বলেন, ‘প্রতিবার পুজোর সময় বা শোভাযাত্রায় প্রতিটি আলোকশিল্পী নতুন নতুন ভাবনা তুলে ধরেন। তাই আগে থেকে আমরা এগুলো প্রকাশ করি না। তবে বলতে পারি, এবার এলইডির গেটে নতুনত্ব থাকবে। যা গত কয়েক বছরে কোথাও দেখা যায়নি। এছাড়াও সাম্প্রতিক ঘটনার ওপর নতুন কিছু থিম মণ্ডপ সজ্জায় দেখা যেতে পারে।’ চন্দননগর কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রীপুজো কমিটির সম্পাদক শুভজিৎ সাউ বলেন, ‘১৮০টি পুজো কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে রয়েছে। এছাড়াও অনেক বাড়ির পুজো এবং অন্যান্য পুজো রয়েছে। তবে শোভাযাত্রায় এই বছর কতগুলি পুজো যাবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। পুজো কমিটি ও প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা চলতি সপ্তাহেই এই নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব। শোভাযাত্রায় ৭০টি পুজো অংশ নিতে পারে।’

জগদ্ধাত্রীপুজোয় চন্দননগরের আলোকসজ্জা দেখতে সংলগ্ন এলাকা তো বটেই, দেশেরও বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোক চন্দননগর আসেন। তাই আলোকসজ্জায় নতুনত্ব আনা এখানকার শিল্পীদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। অযোধ্যার রামমন্দিরেও জ্বলজ্বল করছে চন্দননগরের আলো। আবার দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের আলোকসজ্জার দায়িত্বেও রয়েছে চন্দননগর। তাই এবারেও চন্দননগর যে আলোকসজ্জায় নতুনত্ব আনবে, তা নিয়ে নিশ্চিত আলোকশিল্পীরা।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৪৩ সংখ্যা, সোমবার, ২৬ আশ্বিন ১৪৩২

তপ্ত বঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গে ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। উপ নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী জানিয়েছেন, আগামী ফেব্রুয়ারির শেষে কিংবা মার্চের শুরুতে বাংলায় ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হবে। পাশাপাশি ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়েও ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে পশ্চিমবঙ্গ। সম্প্রতি দুর্যোগে বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গ ঘুরে কলকাতা ফিরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এনিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, একে উৎসবের মরশুম, তার ওপর উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক বিপর্যয়- এর মধ্যে এসআইআর করা হচ্ছে কোন যুক্তিতে? মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো হয়তো নয়। এটা ঠিকই যে, পশ্চিমবঙ্গে উৎসবের মরশুমে এবার দুর্যোগ এসেছে বারবার। পুজোর আগে কলকাতায় ২২ সেপ্টেম্বর রাতের ভয়াল বৃষ্টিতে ছিল তার পূর্বাভাস। কলকাতা ও শহরতলিতে জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সেসময়ে অন্তত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

পুজো শেষে আবার বৃষ্টি-বন্যায় ভেসে গেল উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। মৃত্যু হল অন্তত ৪২ জনের। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের এক ছাত্রও পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে নিখোঁজ। এর মধ্যে নাগরাকাটার দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে হামলায় গুরুতর আহত হলেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এবং বিধানসভায় বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ।

উত্তরবঙ্গের বিপর্যয়ের খবর পাওয়ার পরেও মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় রেড রোডে পুজোর কার্নিভালে কলাকুশলীদের সঙ্গে নাচগানে ব্যস্ত ছিলেন বলে সমালোচনা কম হয়নি। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে মিরজাফর আখ্যা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সতর্ক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। আগেও মুখ্যমন্ত্রী এধরনের মন্তব্য করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, খড়্গপুরে বিড়লাদের একটি কারখানার উদ্বোধনের অনুষ্ঠান বাতিলের পিছনেও রয়েছে বিজেপির চক্রান্ত।

মমতার অভিযোগের সত্যতা নিয়ে সংশয় থাকলেও এটা পরিষ্কার যে, রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে। কালীপুজোর ছুটির পর সম্ভবত এসআইআর শুরু হতে চলেছে বাংলায়। মুখ্যমন্ত্রী আগে থেকেই এসআইআর নিয়ে রাজ্যবাসীকে সাবধান করে আসছেন। তাঁর বক্তব্য, কমিশন রাজ্যে এসআইআরের নামে এনআরসি করার চক্রান্ত করছে। কমিশন বিহারে সেটা পেরেছে, কারণ সেখানে ডাবল ইঞ্জিন সরকার। কিন্তু বাংলায় এসব হতে দেওয়া যাবে না।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকেও হুমকি দিয়ে তিনি নিজেকে বিতর্কে জড়িয়েছেন। বিহারে ৬৯ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়া নিয়ে ব্যাপক হইচই হয়েছে। তাকে কেন্দ্র করে নীতীশ-লালুর রাজ্যের উত্তাপ এখন ছড়িয়ে পড়ছে বাংলায়। তাছাড়া ত্রিপুরায় তৃণমূল অফিস ভাঙচুর, আগরতলা বিমানবন্দরে কুণাল ঘোষদের পুলিশের প্রাথমিক বাধা, প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রীর হুংকার-- এসবেরও প্রভাব পড়েছে বঙ্গ রাজনীতিতে।

কমিশন বিহারে যত সহজে এসআইআর করতে পেরেছে, পশ্চিমবঙ্গে কাজটা তত সহজ নাও হতে পারে। কলকাতা এবং জেলাগুলোতে কমিশনের কাজে তৃণমূলের বাধা দেওয়ার আশঙ্কা আছে। অন্যদিকে, শমীক, শুভেন্দু ও সুকান্ত এসআইআর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের সমালোচনা চালিয়ে গেলেও বিজেপির সাংগঠনিক দুর্বলতা কিন্তু প্রকট। বিএলএ নিযুক্ত করার মতো কর্মীই খুঁজে পাচ্ছে না বিজেপি।

ভোটে সন্ত্রাস পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি নির্বাচনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সে পঞ্চায়েত হোক কিংবা পুরসভা, লোকসভা অথবা বিধানসভা, সন্ত্রাসমুক্ত নির্বাচন খুব কমই দেখেছে বাংলা। খুবই দুর্ভাগ্যের এবং লজ্জার বিষয়, কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন সত্ত্বেও এরাজ্যে ভোটে রক্তপাত না ঠেকাতে পারার রেকর্ড আছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন কাঁকুড়গাছির বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকার খুনের মামলা এখনও বিচারাধীন।

ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জেতার জন্য মরিয়া। ক্ষমতা ধরে রাখতে চেষ্টার ত্রুটি রাখছে না তৃণমূল কংগ্রেসও। ফলে ভোটে সন্ত্রাসের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কায় এখন থেকে উদ্বেগ ছড়াচ্ছে বঙ্গবাসীর মনে।

অমৃতধারা

আমরা যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ি, তখন স্থান-কাল-পাত্র, নাম-রূপ- কিছুই থাকে না, কিন্তু আমরা থাকি। ঘুমের মধ্যেও কিন্তু আমরা থাকি। সেই অবস্থায় আমরা একাকার হই। একাকার রূপটাই কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। অহংকার যখন সরে যাবে, তুমি একই দেখবে-শুধু ভগবানকে দেখবে, আর কিছুই দেখবে না। শুধু তিনি, তাঁরই প্রকাশ। সমুদ্র, ঢেউ, ফেনা, বুদ্বুদ-সবকিছুই জল। একটা জলকেই নানারূপে দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় জল ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তেমনি আমাদের স্বপ্নটাও জ্ঞান। সুষুপ্তি-ওটাও জ্ঞান। জাগ্রত-ওটাও জ্ঞান। তার মানে ভগবান। সবই ঈশ্বর। এই তিনটি অবস্থাতেই তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁরই স্বরূপ, তাঁরই আকার। নিরাকারই যেন আকারিত। তিনিই এইরূপে প্রকাশিত।

-ভগবান

লোকসংস্কৃতি বনাম গ্লোবাল পপ-কালচার

বাজার ও মানসিকতার সংঘর্ষে লোকসংস্কৃতি ও গ্লোবাল পপ-কালচারের মধ্যে প্রধান দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে।

রুদ্র সান্যাল

মানুষের জীবনে সংস্কৃতি হল এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা তাকে তার ভূমি, ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত রাখে। এটি কেবল বিনোদন বা অভ্যাস নয়, বরং একটি জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয়ের মূল ভিত্তি। লোকনৃত্য, গান, ভাষা, পোশাক, উৎসব, প্রথা- এই সবকিছু মিলেই গড়ে ওঠে লোকসংস্কৃতি। গত তিন-চার দশকে, বিশ্বায়নের ঢেউয়ে এক নতুন সাংস্কৃতিক ধারা, যা গ্লোবাল পপ-কালচার নামে পরিচিত, মানুষকে তার স্থানীয় শিকড় থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। এই দুই সংস্কৃতির মধ্যে চলমান সংঘাত আজ এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে এনেছে : আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে?

লোকসংস্কৃতি হল 'লোকের' মধ্য থেকে জন্ম নেওয়া, মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়া এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত হওয়া এক জীবন্ত ঐতিহ্য। এটি কোনও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তৈরি হয় না, বরং স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজের ভেতর থেকে এর জন্ম হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলার বাউলগান, ঝুমুর, মুর্শিদাবাদের ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের গান, পুজোর আলপনা, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও লেপচা নৃত্য, এবং আদিবাসী সাঁওতালদের ছৌ নাচ- এগুলো সবই আমাদের মাটির ঘ্রাণ মাখা।

লোকসংস্কৃতি মূলত মৌখিক ঐতিহ্যের ওপর নির্ভরশীল। এর প্রতিটি অংশে মিশে থাকে মানুষের দৈনন্দিন জীবন, তাদের দুঃখ-সুখ, প্রতিবাদ এবং প্রেম। একটি অঞ্চলের ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজকাঠামো, ধর্মবিশ্বাস ও ইতিহাসের গভীর ছাপ থাকে এর পরতে পরতে। বাংলাদেশের বা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ মেলা থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গের চা বাগান পর্যন্ত লোকসংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় রূপ দেখতে পাওয়া যায়। এটি একটি জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন এবং মূল্যবোধের দর্পণ।

পপ-কালচার (Popular Culture) ধারণার জন্ম '৫০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যখন এটি মূলত তরুণ প্রজন্মের রক-এন-রোল, ফ্যাশন ও সিনেমার মতো ধারাগুলোকে নির্দেশ করত। কিন্তু টেলিভিশন, ইন্টারনেট, স্মার্টফোন এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রসারের ফলে এটি দ্রুত বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। আজ গ্লোবাল পপ-কালচার বলতে এমন এক আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ধারাকে বোঝানো হয়, যা বিশ্বজুড়ে একইভাবে জনপ্রিয়। এর মধ্যে রয়েছে পপ মিউজিক, হলিউড সিনেমা, ওয়েব সিরিজ, ডিজনি প্রিন্সেস, টিকটক চ্যালেঞ্জ, বা ব্র্যান্ডেড পোশাকের স্টাইল।

এই সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য হল এটি দ্রুতগতিতে তৈরি হয় এবং বিশাল বাণিজ্যিক মুনাফা নিয়ে আসে। দক্ষিণ কোরিয়ার কে-পপ (K-Pop) ইন্ডাস্ট্রি এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, যা এখন একটি বৈশ্বিক শিল্পে পরিণত হয়েছে এবং যার বার্ষিক আয় কয়েকশো কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে। নেটফ্লিক্সের মতো প্ল্যাটফর্মের ওয়েব সিরিজগুলো যেমন 'মানি হাইস্ট' বা 'স্কুইড গেম' বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষের বিনোদনকে প্রভাবিত করছে। এই সংস্কৃতি গণমাধ্যমের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল এবং এর প্রচার ও প্রসারে কর্পোরেট সংস্থাগুলোর বিশাল ভূমিকা রয়েছে।

লোকসংস্কৃতি ও গ্লোবাল পপ-কালচারের মধ্যে প্রধান দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে বাজার ও মানসিকতার সংঘর্ষে। গ্লোবাল পপ-কালচার মানুষকে একইরকম পণ্য, অভ্যাস এবং বিনোদনে অভ্যস্ত করে তুলছে, যা একটি বৈশ্বিক 'কনজিউমার আইডেন্টিটি' তৈরি করছে। আজকের টিনএজারদের হাতে আইফোন, কানে এয়ারপড, গায়ে জারা বা নাইকির পোশাক, আর চিন্তায় 'ট্রেন্ডিং' গান বা চ্যালেঞ্জ- এগুলো সবই এই বৈশ্বিক ভোগবাদী সংস্কৃতির ফল।

এর বিপরীতে, লোকসংস্কৃতি ধীরগতির, শিকড়বদ্ধ এবং অভ্যন্তরীণ। এখানে বাণিজ্যিকতার প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম। এর ফলস্বরূপ, নতুন প্রজন্মের কাছে এর আবেদন অনেক সময় ফিকে হয়ে যায়। তারা হয়তো বিটিএস-এর সব গানের কথা জানে, কিন্তু বাউলগানের মর্ম বোঝে না। তারা হ্যালোউইনের কুমড়ো কাটতে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু শারদীয়ার আলপনার ঐতিহ্য থেকে দূরে সরে যায়। এভাবে অজান্তেই আমাদের মাটির সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে বহু ক্ষুদ্র ভাষা এবং লোকশিল্প বিপন্ন হয়ে পড়ছে। UNESCO-র এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রতি মাসে গড়ে দুটি ভাষা পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। ভারতের উত্তরবঙ্গের সাঁওতালি, টোটো, লেপচা ভাষার অনেক শব্দ ও প্রথা আজ বিলুপ্তির মুখে। একসময় বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে যাত্রাপালা ও পুতুলনাচ বিনোদনের প্রধান উৎস ছিল, আজ সেগুলো প্রায় বিলুপ্ত। পশ্চিমবঙ্গে চড়ক, ঝুলন, কীর্তন- এগুলোও দর্শক হারাচ্ছে এবং নতুন প্রজন্ম এসব উৎসবে কেবল দর্শক হয়ে থাকে, অংশগ্রহণকারী নয়।

তবে, গ্লোবাল পপ-কালচার কেবল নেতিবাচক প্রভাব ফেলে তা নয়। এটি মানুষের মধ্যে নতুন অভিজ্ঞতা, চিন্তাধারা এবং উদারতাও আনছে। একজন কিশোর যখন আফ্রিকান হিপ-হপ বা কোরিয়ান ফোক মিউজিক শোনে, তখন সে নিজের সীমানা পেরিয়ে নতুন কিছু জানতে পারছে। পাশাপাশি, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের কল্যাণে লোকশিল্পীরাও এখন ইউটিউব বা ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে নিজেদের শিল্পকে বিশ্বদরবারে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অনেক লোকসংস্কৃতি নতুনভাবে বাঁচার রসদও খুঁজে পাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের অনেক বাউলশিল্পী এখন ইউটিউবের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী শ্রোতা তৈরি করেছেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের লোকনৃত্য দলগুলো আন্তর্জাতিক উৎসবে অংশ নিয়ে তাদের ঐতিহ্যকে তুলে ধরছে।

গ্লোবাল পপ-কালচার আমাদের জীবনে এসেছে, থাকবে এবং পরিবর্তন আনবেও। কিন্তু নিজের শিকড় ভোলা মানে আত্মপরিচয় হারানো। লোকসংস্কৃতি ও গ্লোবাল পপ-কালচারের এই দ্বন্দ্বে প্রয়োজন একটিই- ভারসাম্য রক্ষা। নিজের মাটি এবং আকাশ দুটোকেই বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আজকের প্রজন্ম যদি এই দুই বিশ্বের মধ্যে একটি সেতু তৈরি করতে পারে, তবেই আমাদের লোকসংস্কৃতি টিকে থাকবে এবং আমরা নতুনের সঙ্গেও তাল মেলাতে পারব।

সমাধান হল সামঞ্জস্য। লোকসংস্কৃতিকে পুরোপুরি আগলে রাখারও দরকার নেই, আবার তাকে ফেলে দেওয়াও উচিত নয়। প্রয়োজন হল নতুন প্রজন্মকে স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচয় করানো। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে লোকসংগীত, নৃত্য এবং লোকশিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। লোকমেলা, সাংস্কৃতিক উৎসব এবং কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে লোকসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে।

পাশাপাশি, পপ-কালচারকে অন্ধভাবে অনুকরণ না করে, তার থেকে ইতিবাচক দিকগুলো শিখে, কিন্তু নিজের শিকড়ের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে এগিয়ে যেতে হবে। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া তাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে আধুনিকতার সঙ্গে মিশিয়ে এক নতুন ধারা তৈরি করতে পেরেছে। যেমন জাপানের অ্যানিমে এবং মাঙ্গা বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় হলেও, এগুলোর গভীরে জাপানি ঐতিহ্য ও দর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট। একইভাবে, দক্ষিণ কোরিয়ার কে-পপ গানের ভিডিওগুলোতে আধুনিক কোরিয়ার পাশাপাশি তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও নৃত্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

সংস্কৃতি কোনও জড় বস্তু নয়, এটি বহমান নদীর মতো। গ্লোবাল পপ-কালচার আমাদের জীবনে এসেছে, থাকবে এবং পরিবর্তন আনবেও। কিন্তু নিজের শিকড় ভোলা মানে আত্মপরিচয় হারানো। লোকসংস্কৃতি ও গ্লোবাল পপ-কালচারের এই দ্বন্দ্বে প্রয়োজন একটিই- ভারসাম্য রক্ষা। নিজের মাটি এবং আকাশ দুটোকেই বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আজকের প্রজন্ম যদি এই দুই বিশ্বের মধ্যে একটি সেতু তৈরি করতে পারে, তবেই আমাদের লোকসংস্কৃতি টিকে থাকবে এবং আমরা নতুনের সঙ্গেও তাল মেলাতে পারব। শিকড় থেকে পাওয়া শক্তি নিয়েই আমাদের ডালপালা মেলতে শিখতে হবে, তবেই বাঁচবে মানুষ ও তার সত্তা।

(লেখক পেশায় শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

আজ

১৯১১

আজকের দিনে প্রয়াত হন সমাজকর্মী ভগিনী নিবেদিতা।

১৯৮৭

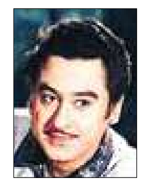

কিংবদন্তি শিল্পী কিশোরকুমারের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

আলোচিত

ধরুন, আপনি হিন্দু, আমি মুসলমান। আমরা প্রতিবেশী। হয়তো আমাদের জমির সীমানা নিয়ে বিবাদ হয়েছে। তাহলে কি বলবেন এটা হিন্দু-মুসলিম সমস্যা? ভুয়ো খবর দ্বারা পরিচালিত হবেন না। ভারতের অন্যতম বিশেষত্ব এখন ভুয়ো খবর। গুচ্ছ গুচ্ছ ভুয়ো খবর ছড়াচ্ছে ওরা।

- মুহাম্মদ ইউনূস

ভাইরাল/১

ছত্তিশগড়ের সারাগোন্ডি গ্রামের এক মহিলা ২০ বছর ধরে একটি অশ্বত্থ গাছকে বড় করেছিলেন। কয়েকজন সেই গাছ কেটে ফেলে। গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদছিলেন ওই মহিলা। আবেগঘন মুহূর্তের ভিডিও ভাইরাল। সমাজমাধ্যমে ঝড়।

ভাইরাল/২

হৃদরোগে আক্রান্ত এক পুলিশকর্মীর মৃত্যুর মর্মান্তিক ভিডিও ভাইরাল। দিল্লির তিস হাজারি আদালতে ডিউটিতে ছিলেন এএসআই রাজেশ কুমার। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সহকর্মীরা দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি তাঁকে।

জনমন জনমত

কণিকার জন্মদিনে সুরভরা শ্রদ্ধার্ঘ্য

বলা হয়, কেউ কেউ মানুষ হয়ে জন্মান না, তাঁরা সুর হয়ে পৃথিবীতে আসেন। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তেমনই এক সুর, যিনি সোনামুখীর মাটিতে জন্ম নিয়েছিলেন, অথচ তাঁর কণ্ঠের দীপ্তি ছড়িয়ে গিয়েছিল সমগ্র বাংলার আকাশে, এমনকি সময়ের সীমানা ছাপিয়ে আজও বয়ে চলে মৃদুমন্দ সুরে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাম দিয়েছিলেন কণিকা - ছোট অথচ অনন্ত। যেমন তাঁর কণ্ঠে একেকটি স্বর, একেকটি উচ্চারণ - ছোট অথচ মহাজাগতিক। শান্তিনিকেতনের ধূলিমাখা উঠোনে, শাল গাছের ছায়ায় বসে যখন তিনি গান ধরতেন, 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে' - তখন যেন মনে হত পৃথিবীর সব যন্ত্রণা, ক্লান্তি, অভিমান গলে গিয়ে মিশে যাচ্ছে এক নিঃশব্দ শান্তিতে। কণিকার গান শুধু সংগীত ছিল না, তা ছিল এক উপাসনা, এক ধ্যান।

১২ অক্টোবর ছিল তাঁর জন্মদিন। তাঁকে স্মরণ করা শুধু শিল্পী হিসেবে নয়, এক যুগের অনুভূতি হিসেবে। তিনি না থাকলেও তাঁর গান এখনও আমাদের সকালকে স্নিগ্ধ করে, বিকেলকে মেঘলা করে দেয়, আর রাত্রিকে পরিণত করে অদ্ভুত নিঃসঙ্গতায়, যেখানে শুধু বাজে - 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে।'

কণিকার জন্মদিন মানে তাই কোনও তারিখ নয়, বরং এক চিরন্তন সুরের পুনর্জন্ম - যে সুরে আজও বেঁচে আছে বাঙালির হৃদয়, আর যার প্রতিটি নিঃশ্বাসে এখনও শোনা যায় শান্তিনিকেতনের আকাশে ভেসে আসা মৃদু ডাক - 'আমার হিয়া যারে খোঁজে...'

শমিত বিশ্বাস
সূর্য সেন কলোনি, শিলিগুড়ি।

বাংলা দলে অভাব বাঙালি ক্রিকেটারের

সম্প্রতি রনজি ট্রফির প্রথম দুই ম্যাচের জন্য ১৭ সদস্যের বাংলা দল ঘোষণার পর রাজ্যের ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে তীব্র আলোড়ন দেখা দিয়েছে। কারণ, নামেই এটি 'বাংলা দল' হলেও বাস্তবে এই দলে স্থানীয় বাঙালি ক্রিকেটারের সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে কমছে। ১৭ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৬ জন বাঙালি। অর্থাৎ অধিকাংশই বহিরাগত খেলোয়াড়। অথচ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অসংখ্য ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে শত শত বাঙালি তরুণ প্রতিদিন কঠোর অনুশীলনে মগ্ন থাকেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই রাজ্য বা জেলা স্তরে অসাধারণ পারফর্ম করলেও রাজ্যের মূল রনজি দলে সুযোগ পাচ্ছেন না।

প্রশ্ন উঠছে, যদি বাংলার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনই (সিএবি) বাঙালি প্রতিভাদের উপেক্ষা করে, তাহলে ভবিষ্যতে জাতীয় দলে নতুন বাঙালি মুখ দেখা যাবে কীভাবে? রনজি ট্রফিতে বাংলার পারফরমেন্সও বিগত কয়েক বছরে খুব একটা উজ্জ্বল নয়। তাই স্থানীয় ছেলেদের সুযোগ দিয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা বাড়ানোই একমাত্র উপায়। ঘরের প্রতিভা বিকশিত না হলে রাজ্যের ক্রিকেট কখনও এগোবে না। আমাদের অনুরোধ, সিএবি যেন রাজ্যের ছেলেদের অগ্রাধিকার দেয়, স্থানীয় প্রতিভাদের বিকাশের সুযোগ করে দেয়।

অলোক দাস
ক্রান্তিহাট, জলপাইগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ত্রাণ পৌঁছাক প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে

সম্প্রতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে উত্তরবঙ্গে অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সাহায্য ছাড়া তাঁরা ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন না।

রূপন সরকার

তরাই-ডুয়ার্স বিপন্ন, ক্ষতির পরিমাণ এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়নি। শুধু কিছু মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা সামনে উঠে এসেছে। সেই তথ্যও কতটা সত্য তা নিয়েও ধোঁয়াশা আছে। ইতিমধ্যেই বিপর্যয়ের চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। আমার ব্যক্তিগত কিছু পর্যবেক্ষণ রয়েছে।

যার মধ্যে অন্যতম সিকিম সহ পার্বত্য এলাকায় মাকড়সার জালের মতো ড্যাম তৈরি করা, যা নদীর স্বাভাবিক গতিপথকে অবরুদ্ধ করেছে নানাভাবে। নদীর জলধারা নিজের ছন্দে বইতে পারছে না। দ্বিতীয়ত, অপরিকল্পিত নির্মাণ। হোটেল, আবাসন, হোমস্টে, রেস্তোরাঁ সব মিলিয়ে এক বিরাট নির্মাণ, যা কতটা পরিবেশবান্ধব তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। এই নির্মাণের একটা অংশ আবার নদীবক্ষে তৈরি হয়েছে। এর ফলে নদীর গতিপথকে স্বাভাবিকভাবেই সংকীর্ণ করে তুলে বিপদ ডেকে আনা হয়েছে।

তৃতীয়ত, পাহাড়ে সুড়ঙ্গ করে রেলপথ তৈরির জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বা যন্ত্রের ব্যবহার করা। যার ফলস্বরূপ পাহাড় ভেতর থেকে ভঙ্গুর হয়ে যাবার সম্ভাবনা থেকেই যায়, যা অতিরিক্ত বৃষ্টির চাপ সামলাতে না পেরে ধসে পরিণত হয়ে নদীর জলের সঙ্গে মিশে গিয়ে বিপর্যয়ের পরিমাণ কয়েকগুণ বৃদ্ধি করেছে। চতুর্থত, মাত্রাতিরিক্ত প্লাস্টিকের ব্যবহার এক ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে, যা এই বিপর্যয়কে শক্তিশালী করেছে। পঞ্চমত, এক নির্দিষ্ট সময়কালে অতিরিক্ত বৃষ্টি। সবশেষে গাছ কাটা, নদীতে ভেসে আসা গাছের দৃশ্য জনপ্রিয় পুষ্পা চলচ্চিত্রের দৃশ্যকেও হার মানিয়ে দেয়। এই সমস্ত কারণের সম্মিলিত ফল হল সাম্প্রতিককালের ভয়ংকর বিপর্যয়।

এই বিপর্যয় সবচেয়ে তীব্র আকার ধারণ করেছে জলঢাকা, ডায়না নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। এরপরেই তোর্ষা নদীর অববাহিকায়। তৃতীয় স্থানে রয়েছে তিস্তা এবং চতুর্থ স্থানে মহানন্দা, রায়ডাক, কালজানির মতো নদী। জয়ন্তী, ডিমা নদীর অববাহিকা মোটামুটি সুরক্ষিত থাকতে পেরেছে। এই সমস্ত নদীর গতিপথের দুই পাড়কে প্লাবিত করেছে, কোথাও কোথাও ধ্বংসলীলা চালিয়েছে।

এই ধ্বংসের করুণ চিত্র উঠে এসেছে সামাজিক মাধ্যম ও গণমাধ্যমে। নদী অববাহিকায় অবস্থিত একের পর এক গ্রাম ভেসে গিয়েছে। বাস্তুহারা হয়েছেন বহু মানুষ, গবাদিপশু, বন্যপ্রাণী। নষ্ট হয়েছে বহু চাষের জমি। জীবনহানি হয়েছে মানুষের। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বহু কৃষক। এই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলোর অধিকাংশই একেবারে দরিদ্র শ্রেণির। যাদের বলা যায় দিন আনে দিন খায়, অন্তত ডুয়ার্সের ক্ষেত্রে একথা প্রায় ১০০ শতাংশ সত্য। এই অংশের মানুষের ঘরের সন্তানদের বইপত্র পর্যন্ত ভেসে গিয়েছে। সম্প্রতি ময়নাগুড়ি অঞ্চলের একটি বাচ্চা মেয়ের বই ভেসে যাওয়াতে কান্না দেখে সবাই বিচলিত। যে যুগে বইকে মানুষ দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছে সেখানে ওইটুকু বাচ্চা মেয়ে বলছে 'আমার খাওয়াদাওয়া, বাড়িঘর কিচ্ছু চাই না, আমার বই চাই।

এখন প্রশ্ন এই মানুষগুলো আদৌও ঘুরে দাঁড়াতে পারবে তো? যদিও বন্যার জল নেমে যাওয়ার পরপরই মানুষ ত্রাণকার্যে নেমে পড়েছে। নানা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, পেশাগত সংগঠন, রাজনৈতিক দল, তাদের গণসংগঠন সকলে সাধ্যমতো ত্রাণ পৌঁছে দিচ্ছেন। কিছু অপ্রত্যাশিত, উসকানিমূলক, রাজনৈতিক তর্জা বাদ দিলে ভূপেন হাজারিকার সেই গানটিই গলায় ভেসে আসছে বারে বারে, 'মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য।' তবে ত্রাণের সামগ্রী তাৎক্ষণিক সংকট মেটাতে সক্ষম হলেও ঘুরে দাঁড়াতে গেলে পর্যাপ্ত সরকারি সাহায্য প্রয়োজন। ঘরবাড়ি, পোশাক-আশাক, বিছানাপত্র, বাসনকোসন, বইপত্র, কৃষির সরঞ্জাম সবই তো ভেসে গিয়েছে। সরাসরি সরকারি সাহায্য ছাড়া এই ক্ষতি সামলানো সম্ভব নয় সাধারণ মানুষের। আশা করছি, দ্রুত এনিয়ে ত্রাণ বিলি করা হবে। এই টাকা যদি নীচুতলায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মানুষের কাছে পৌঁছায় তাহলেই একমাত্র এই সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব, না হলে এই যন্ত্রণা বাড়তেই থাকবে।

(লেখক অধ্যাপক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৬৪

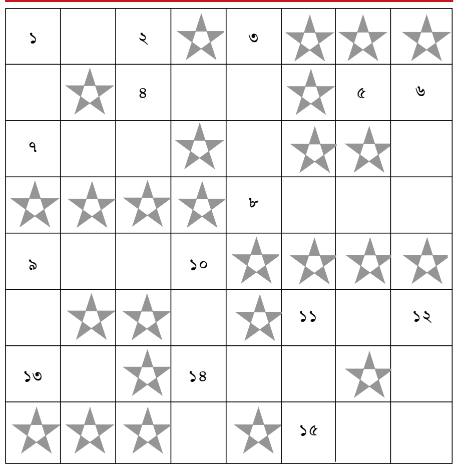

পাশাপাশি : ১। এটা খেলে গুণ গাইতে হয় ৪। ঈশ্বরের দূত ৫। যে মাসে বাঘ কাবু হয় ৭। এই দেবতারও বীণা আছে ৮। অশ্লীল বা নোংরা আচরণ ৯। হত্যা করার বাসনা ১১। যাকে পালন করা হয়েছে ১৩। হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সংগীতের রাগ ১৪। গৃহপালিত প্রাণী বিড়াল ১৫। একা নয়, দলবেঁধে।

উপর-নীচ : ১। তির ছোড়ার আগে যা ঠিক করে নিতে হয় ২। যে রাজ্য অপরকে কর দেয় ৩। আগুনের আঁচে পোড়ানো ৬। যে শ্রমিক কাঁচা বাড়ি তৈরি করেন ৯। প্যাঁচালো মিষ্টি ১০। পরিচিত গৃহপালিত প্রাণী তরল অবস্থায় থাকে ১১। একটি ধাতুর নাম ১২। যে পাত্রে থাকে সেই পাত্রের আকার নেয়।

সমাধান ■ ৪২৬৩

পাশাপাশি : ১। সওয়াল ৩। হতাশ ৫। রক্তোৎপল ৭। রসুন ৯। পাতাল ১১। চলনসই ১৪। নামতা ১৫। নমস্কার।

উপর-নীচ : ১। সরোবর ২। লঙ্গর ৩। হঠাৎ ৪। শলল ৬। পড়তা ৮। সুবল ১০। লম্বোদর ১১। চন্দনা ১২। নম্রতা ১৩। ইন্ধন।

বিন্দুবিসর্গ

বিজেপি-জেডিইউ আসন সমান সমান

নয়াদিল্লি ও পাটনা, ১২ অক্টোবর: আসনবণ্টন নিয়ে অবশেষে জট কাটল শাসক এনডিএ-তে। রাজ্যের মোট ২৪৩টি আসনের মধ্যে বিজেপি এবং জেডিইউ লড়বে ১০১টি করে আসনে। বাকি আসনগুলির মধ্যে চিরাগ পাসোয়ানের এলজেপি (রামবিলাস)-কে ২৯টি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জিতনরাম মাঝির হাম (এস) এবং উপেন্দ্র কুশওয়াহার আরএলএমকে ৬টি করে আসন ছাড়া হয়েছে। রবিবার জেডিইউয়ের সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি সঞ্জয়কুমার ঝা এক্স হ্যান্ডেলে এনডিএ-র আসনরফা চূড়ান্ত হওয়ার খবর জানান।

তিনি বলেন, 'আমরা এনডিএ-র শরিকরা সৌহার্দ্যপূর্ণ বাতাবরণে আসনবণ্টন ইস্যুটির নিষ্পত্তি করেছি। এনডিএ-র সমস্ত নেতাকর্মী আনন্দের সঙ্গে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং নীতীশ কুমারকে আরও একবার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী করার জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ।'

এখনও ধোঁয়াশা মহাজোটে

এনডিএ-তে আসনরফা চূড়ান্ত হয়ে গেলেও বিরোধী মহাজোট এখনও আসনবণ্টনের ব্যাপারে ধোঁয়াশায় রয়েছে। সূত্রের খবর, কয়েকটি আসন নিয়ে জটিলতার কারণেই থমকে রয়েছে আসনরফা সংক্রান্ত ঘোষণা। তবে আরজেডি, কংগ্রেস উভয় শিবিরেরই দাবি, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই মহাজোটের আসনরফা চূড়ান্ত হয়ে যাবে। তা হয়ে গেলেই এই সপ্তাহে প্রার্থীতালিকা ও যৌথ নির্বাচনি ইস্তাহার ঘোষণা করা হতে পারে। সোমবার আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব এবং তাঁর ছেলে তেজস্বীর সঙ্গে কংগ্রেস হাইকমান্ডের একটি বৈঠক হতে পারে। দলের নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, 'কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে গত দু-দিন ধরে বিহারের সমস্ত জোটশরিকের সঙ্গে কথা বলছেন। কয়েকটি আসনে যেখানে কংগ্রেস এবং শরিক দলগুলি মনে করে তারা মজবুত সেই আসনগুলির প্রার্থী ঠিক করা নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনা চলছে।'

বেশ কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল, বিজেপি এবং জেডিইউ সমসংখ্যক আসনে লড়তে পারে। কিন্তু সেই সংখ্যা ১০১-এ নেমে যাওয়া তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ২০২০ সালে নীতীশের দল লড়েছিল ১১৫টি আসনে। বিজেপি লড়েছিল ১১০টি আসনে। সেখান থেকে নেমে আসার নেপথ্যে চিরাগ পাসোয়ানের বিদ্রোহ প্রশমনের বিষয়টি কাজ করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। চিরাগ আগাগোড়া বেশি আসনের দাবি তুলেছিলেন। একই দাবি শোনা গিয়েছিল জিতনরাম মাঝি এবং উপেন্দ্র কুশওয়াহার মুখেও। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, গতবার নীতীশ নেতৃত্ব দিলেও জেডিইউয়ের স্ট্রাইক রেট কমে গিয়েছিল। জেডিইউ ১১৫টি আসনে লড়েও মাত্র ৪৩টি আসন জিতেছিল। স্ট্রাইক রেট ছিল মাত্র ৩৮ শতাংশ। অপরদিকে বিজেপি ৭৪টি আসন জিতলেও স্ট্রাইক রেট ছিল ৬৮ শতাংশ। তবে আসনসংখ্যা যাই হোক, জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। বিজেপি নেতা ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, 'বিহার আরও একবার এনডিএ সরকার গড়তে প্রস্তুত।'

জোট এনডিএ'র

- ২৪৩টি আসনের মধ্যে বিজেপি এবং জেডিইউ লড়বে ১০১টি করে আসনে
- বাকি আসনগুলির মধ্যে এলজেপি (রামবিলাস)-কে ২৯টি, জিতনরাম মাঝির হাম (এস) এবং উপেন্দ্র কুশওয়াহার আরএলএমকে ৬টি করে আসন ছাড়া হয়েছে
- জেডিইউয়ের সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি সঞ্জয়কুমার ঝা আসনরফা চূড়ান্ত হওয়ার খবর জানান

পালটা ১৯টি সীমান্ত চৌকি দখলের দাবি

তালিবানের হামলায় হত ৫৮ পাক সেনা

কাবুল, ১২ অক্টোবর : আফগানিস্তানে পাক হামলার জবাব দিল তালিবান। শনিবার রাতে পাকিস্তান সীমান্তে তালিবান নিয়ন্ত্রিত আফগান বাহিনীর আক্রমণে কমপক্ষে ৫৮ জন পাকিস্তানি সেনার মৃত্যু হয়েছে। শুধু আফগানিস্তানের হেলমন্দ প্রদেশ সংলগ্ন এলাকায় তালিবানের সঙ্গে সংঘর্ষে ১৫ জন পাক সেনা প্রাণ হারিয়েছে। সেখানে পাকিস্তানের বাহিনীর ৩টি ঘাঁটির দখল নিয়েছে তালিবান। হেলমন্দ, কান্দাহর, জাবুল, পাকতিকা, পাকতিয়া, খোস্ত, নানগাহর এবং কুনার প্রদেশে অবস্থিত আফগান তালিবানবাহিনীকে পাকিস্তানে হামলা চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

রবিবার আফগান সরকারের মুখপাত্র জাবিউল্লা মুজাহিদ একথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'কাবুল সহ আফগানিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বিমান হামলার জবাব দিয়েছে আমাদের সেনাবাহিনী। সীমান্তের কয়েকটি জায়গায় এখনও সংঘর্ষ চলছে।' আফগান প্রতিরক্ষামন্ত্রকের মুখপাত্র এনায়েত খোয়ারিজম বলেন, 'আমাদের মাঝরাতে শুরু হওয়া অভিযান সফল হয়েছে। শত্রুরা যদি আবার আমাদের সীমান্ত টপকানোর চেষ্টা করে তাহলে কড়া জবাব দেওয়া হবে। আমাদের বাহিনী যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তৈরি রয়েছে।'

আফগানিস্তানের হেলমন্দ প্রাদেশিক সরকারের মুখপাত্র মৌলবি মহম্মদ কাসিম রিয়াজ জানিয়েছেন, পাকিস্তানের সীমান্ত ঘাঁটিগুলি দখলের পর প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে আফগান ফৌজ। পাক সেনার পালটা দাবি, রাতভর সংঘর্ষ চলার পর তালিবানের ১৯টি সীমান্ত চৌকির দখল নিয়েছে তারা। সেনা সূত্র উদ্ধৃত করে রেডিও পাকিস্তানে প্রচারিত খবর অনুযায়ী, তালিবানের মানোজবা ক্যাম্প, জানদুস ক্যাম্প, তুর্কমেনজাই ক্যাম্প ধ্বংস করা হয়েছে। খরচা দুর্গে ঘাঁটি গেড়ে থাকা তালিবদের নিশ্চিহ্ন করেছে পাকিস্তানের বাহিনী। তাদের হামলায় বেশ কয়েকজন তালিবের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করা হলেও কোনও সংখ্যা প্রকাশ করা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের হুঁশিয়ারি, 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হামলার কঠোরতম জবাব দেওয়া হবে।'

আফগানিস্তানে গণতান্ত্রিক সরকারকে সরিয়ে তালিবানের ক্ষমতায় আসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল পাকিস্তানের। কিন্তু তালিবান সরকারের আমলেই কাবুল ও ইসলামাবাদের সম্পর্কে নজিরবিহীন ফাটল ধরেছে। পাকিস্তানে সক্রিয় তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) জঙ্গিদের নাশকতামূলক কাজকর্মে আফগান তালিবান মদত দিচ্ছে বলে অভিযোগ ইসলামাবাদের। টিটিপি ঘাঁটি ধ্বংসের নামে গত কয়েক সপ্তাহে আফগানিস্তানে একাধিক বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে পাকসেনা। এবার তার জবাব দিয়েছে আফগান তালিবান। ঘটনাচক্রে যে সময় তালিবান সরকারের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি দিল্লিতে রয়েছেন।

কান্দাহার প্রদেশের জিরো পয়েন্ট সীমান্তে আফগান সেনা। রবিবার।

একনজরে

- আফগানিস্তানের ৮ প্রদেশ থেকে একসঙ্গে হামলা পাক ভূখণ্ডে
- পাক সেনার ৩ ঘাঁটি দখল তালিবানের
- তালিবানের ১৯ সীমান্ত চৌকি দখলের দাবি পাকের
- দু'পক্ষের বেশ কয়েকজন হতাহত

পদ্ধতিগত ত্রুটিতে ডাক পাননি মহিলারা

সমালোচনার মুখে মুত্তাকির সাফাই

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : এ যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার অবস্থা। চাণক্যপুরীতে আফগান দূতাবাসে তালিবান বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির সাংবাদিক বৈঠকে মহিলাদের প্রবেশাধিকার না থাকায় বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা, রাহুল গান্ধি, মহুয়া মৈত্ররা তালিবানের পাশাপাশি কেন্দ্রকেও নিশানা করেছিল। সেই বিতর্কের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ছবিটা বদলে দিলেন তালিবান বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি। রবিবার ফের একটি সাংবাদিক বৈঠক ডাকেন তিনি। কিন্তু পার্থক্য একটাই। এবার আর আগেরবারের মতো মহিলা সাংবাদিকদের ব্রাত্য রাখা হয়নি। বরং ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে মহিলা সাংবাদিকদেরও এদিন সাংবাদিক বৈঠকে শামিল করা হয়।

তাঁদের সামনে শুক্রবারের ঘটনা প্রসঙ্গে সাফাইও দেন মুত্তাকি। তিনি বলেন, 'ওই ঘটনাটি মোটেও ইচ্ছাকৃত ছিল না। বরং কিছু টেকনিক্যাল কারণেই ওই ঘটনাটি ঘটে।' আফগান বিদেশমন্ত্রীর দাবি, 'স্বল্প সময়ের নোটিশে ওই সাংবাদিক বৈঠকটি ডাকা হয়েছিল। সাংবাদিকদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। আমাদের সহকর্মীরা নির্দিষ্ট কয়েকজন সাংবাদিককে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এর নেপথ্যে আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।' আফগানিস্তানের তালিবান সরকার নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নয় বলে যে অভিযোগ বারবার উঠেছে, তাও খারিজ করে দিয়েছেন মুত্তাকি। তিনি বলেন, 'আমাদের কাছে সময় খুবই সংক্ষিপ্ত। তাই আমরা হাতেগোনা কয়েকজন সাংবাদিককে ডেকেছিলাম। পুরুষ হোন বা মহিলা, কারও অধিকারই খর্ব করা হয়নি।'

এর আগে তালিবান হেড অফ পলিটিক্যাল অফিস সুহেল শাহিন জানিয়েছিলেন, তাঁদের দেশেও মহিলা সাংবাদিক রয়েছেন। যা ঘটেছে তা অনিচ্ছাকৃত। মুত্তাকি নিজেও মহিলা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন কাবুলের অফিসে। এক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই। শনিবার কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছিল, আফগান দূতাবাসে যা ঘটেছে তাতে কেন্দ্রের কোনও ভূমিকা নেই। এদিন অবশ্য মহিলা সাংবাদিকদের সামনে ভারত সফরে এসে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে ভারত-আফগানিস্তান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নতি করার ব্যাপারে যে আলোচনা হয়েছে, সেই ব্যাপারে মুখ খোলেন মুত্তাকি।

আফগান মহিলাদের শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর সাফ কথা, 'আমরা শিক্ষার বিরোধী নই। শিক্ষা হারাম নয়। আফগানিস্তানের বিভিন্ন প্রান্তে মহিলারা পড়াশোনা করছেন। কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকায় শুধু নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।' ২০২১ সালে আফগানিস্তানে ভারতীয় চিত্রসাংবাদিক দানিশ সিদ্দিকীর হত্যা প্রসঙ্গে এদিন তিনি বলেন, 'আমরা সমস্ত জীবনহানির জন্যই দুঃখিত। আমাদের চার বছরের জমানায় একজন সাংবাদিকের গায়েও আঁচড় লাগেনি।' এদিনও পাকিস্তানকে প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

আফগান বিদেশমন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠকে মহিলারাও। রবিবার।

ঘটনাটি মোটেও ইচ্ছাকৃত ছিল না। বরং কিছু টেকনিক্যাল কারণেই ওই ঘটনাটি ঘটে। এর নেপথ্যে আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।

আমির খান মুত্তাকি

গাজা সম্মেলনে মোদিকে ডাক

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : মিশরের শার্ম আল শেখে শুরু হচ্ছে গাজা শান্তি সম্মেলন। বিশ্বের প্রথমসারির রাষ্ট্রনেতারা সম্মেলনে হাজির থাকবেন। সভাপতিত্ব করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফত্তাহ আল সিসি। সেই সম্মেলনে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। বিদেশমন্ত্রক সূত্রে খবর, প্রধানমন্ত্রী সম্ভবত সম্মেলনে যাবেন না। তাঁর পরিবর্তে গাজা শান্তি সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিং। তবে ২০টির বেশি দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের শীর্ষনেতারা উপস্থিত থাকবেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী, ইতালির প্রধানমন্ত্রী, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট প্রমুখরা।

আমেরিকাকে জবাব চিনের

বেজিং, ১২ অক্টোবর : আমেরিকায় চিনা পণ্যের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর কথা ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রবিবার তাঁকে 'জবাব' দিয়েছে চিন। সেদেশের বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, 'আমেরিকার এই সিদ্ধান্ত চিনের স্বার্থকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এর ফলে দু-দেশের বাণিজ্যিক তথা আর্থিক বিষয়ে চলা আলোচনার পরিবেশ নষ্ট হবে। দ্বিচারিতার আদর্শ উদাহরণ হল আমেরিকা। ওদের সঙ্গে কোনও ধরনের সংঘাতে জড়ানোর পরিকল্পনা চিনের নেই। কিন্তু এটা ভাবলেও ভুল হবে যে চিন যুদ্ধকে ভয় পায়।'

অস্কারজয়ী অভিনেত্রী প্রয়াত

ক্যালিফোর্নিয়া, ১২ অক্টোবর : প্রয়াত হলিউড কিংবদন্তি ডায়ান কিটন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তাঁর পরিবারের তরফে মৃত্যুর কারণ নিয়ে গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়েছে। জানা গিয়েছে, শনিবার ক্যালিফোর্নিয়ার বাড়িতে জ্ঞান হারান ডায়ান। জরুরি ফোন পেয়ে অভিনেত্রীর বাড়ি যান দমকল কর্মীরা। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মায়ের 'কিটন' পদবি ব্যবহার করে শুরু হয় তাঁর অভিনয় জীবন। 'অ্যানি হল' এবং 'দ্য গডফাদার' ছবিতে অসাধারণ অভিনয়ের জন্য নজর কেড়েছিলেন ডায়ান। অ্যানি হল ছবিতে অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেত্রী হিসাবে পান অস্কার।

কাজের শেষে ঘরে ফেরা... রবিবার কাশ্মীর উপত্যকার বুদগামে।

'ভুয়ো খবরই ভারতের বিশেষত্ব'

ঢাকা, ১২ অক্টোবর : বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়নের অভিযোগ ফের খারিজ করে দিলেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। নয়াদিল্লির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে তাঁর অভিযোগ, এই ধরনের ভুয়ো খবর ছড়ানোয় বিশেষত্ব রয়েছে ভারতের। প্রধান উপদেষ্টার দাবি, বাংলাদেশে হিন্দু বিদ্বেষের কোনও অস্তিত্ব নেই। ইউনূস বলেন, 'হিন্দু নির্যাতনের অভিযোগগুলি ভুয়ো খবর ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ধরনের খবর ছড়ানো এখন ভারতের অন্যতম বিশেষত্ব। বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটলেও, সেগুলিকে অতিরঞ্জিত করা হচ্ছে এবং এগুলির পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে।' তবে দেশের সব নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাঁর সরকার বদ্ধপরিকর বলে আশ্বাস দিয়েছেন ইউনূস।

শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশে গত এক বছরে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার অভিযোগের পরিমাণ বেড়েছে। এই নিয়ে ভারত তো বটেই, আন্তর্জাতিক স্তরেও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু ইউনূস সেই উদ্বেগ খারিজ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'জমিজমা নিয়ে প্রতিবেশীর মধ্যে মামুলি অশান্তি রয়েছে। সেগুলিকে সাম্প্রদায়িক রং দেওয়া উচিত নয়।' চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারির পাশাপাশি একাধিক হিন্দু মন্দিরে হামলার ঘটনা, জানমালের ওপর আক্রমণের ঘটনাও ঘটেছে। গত নভেম্বরে প্রায় ৩০ হাজার হিন্দু সংখ্যালঘু ঢাকার রাজপথে মিছিল করেছিলেন। ইউনূস বলেন, 'বাংলাদেশের হিন্দুদের উচিত, তাঁরা যেন নিজেদের বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে ভাবেন। শুধু হিন্দু বলে যেন না ভাবেন। তাহলে তাঁরা আর নিজেদের কোণঠাসা বলে ভাববেন না।'

হিন্দু নিপীড়ন নিয়ে তোপ ইউনূসের

আগেই ফাঁস মারিয়ার নাম, মন্তব্য কমিটির

স্টকহোম, ১২ অক্টোবর : নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদোর নাম সরকারিভাবে জানানোর আগেই তা হয়তো ফাঁস হয়ে গিয়েছিল বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছে নোবেল কমিটি। শুক্রবার সুইডেনের স্থানীয় সময় বেলা ১০টায় মারিয়ার নাম ঘোষণা করেছিলেন নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান জর্গেন ওয়াটনে ফ্রিডনেস। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাত থেকে অনলাইন বেটিং সাইটে মাঝরাতের মধ্যে মারিয়ার জেতার পক্ষে বাজি ধরার হার ৭৩ শতাংশে পৌঁছোয়। অথচ তার আগে পর্যন্ত সম্ভাব্য নোবেল জয়ী হিসাবে মারিয়া ছিলেন না। নোবেল কমিটির সেক্রেটারি ক্রিশ্চিয়ান হারপিকেন বলেন, 'এখানে গুপ্তচর থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখবে নোবেল ইনস্টিটিউট।' প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও আঁটোসাঁটো করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

ব্রাহ্মণের পা ধোয়া জল পান

ভোপাল, ১২ অক্টোবর : ফের জাতবৈষম্যের লজ্জাজনক ঘটনা ঘটল বিজেপিশাসিত একটি রাজ্যে। এবার ঘটনাস্থল মধ্যপ্রদেশের দামোহে। এক ব্রাহ্মণকে অপমান করার শাস্তি হিসেবে জোর করে তাঁর পা ধোয়া জল পান করানো হল ওবিসি সম্প্রদায়ের এক তরুণকে। এই ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হতেই দেশজুড়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। দামোহের সাতারিয়া গ্রামে মদ নিষিদ্ধ করা নিয়ে বিবাদ শুরু হয়। নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও অন্নু পান্ডে মদ বিক্রি করছিলেন। গ্রামবাসীরা তাঁকে জনসমক্ষে এর জন্য ক্ষমা চাইতে বাধ্য করে এবং ২১০০ টাকা জরিমানা দিতেও বলে। কিন্তু পুরুষোত্তম কুশওয়াহা নামে এক ওবিসি তরুণ এআই দিয়ে একটি ছবি পোস্ট করে। তাতে অন্নু পান্ডের গলায় জুতোর মালা পরানো ছিল। বিষয়টি দেখে ক্ষুব্ধ হয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মানুষজন। তাঁরা তখন অন্নুর পা ধুতে বাধ্য করে পুরুষোত্তমকে এবং গ্রামবাসীদের সামনে সেই পা ধোয়া জল পান করতে বাধ্য করেন। ৫১০০ টাকা জরিমানাও করা হয় তাঁকে। সেইসঙ্গে ব্রাহ্মণদের কাছে ক্ষমা চাইতেও বলা হয়। পুলিশ এই ঘটনায় ইতিমধ্যে মামলা রুজু করেছে।

আফগান রাষ্ট্রদূতকে তলব

ইসলামাবাদ, ১২ অক্টোবর : আফগানিস্তানে ক্ষমতায় থাকা তালিবান সরকারের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির ৬ দিনের ভারত সফরের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার কূটনীতি দ্রুত পটপরিবর্তন করছে। কাবুলে বিমান হামলার জবাবে শনিবার রাতে পাকিস্তানে বেনজির আক্রমণ চালিয়েছে আফগান তালিবান যোদ্ধারা। এদিকে রবিবার ইসলামাবাদে আফগান রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠিয়েছে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রক। কারণ, মুত্তাকির সফরে ভারত-আফগানিস্তান যৌথ বিবৃতি। যেখানে জম্মু ও কাশ্মীরকে 'ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নিন্দা জানানো হয়েছে পহলগামে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি হামলার। সন্ত্রাসবাদকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে জানিয়েছেন আফগান বিদেশমন্ত্রী মুত্তাকি। তা নিয়েও আপত্তি রয়েছে ইসলামাবাদের।

এইসব বিষয়ে সরকারিভাবে প্রতিবাদ জানাতেই আফগান দূতকে তলব করেছে শাহবাজ শরিফ সরকার। পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, 'জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে উল্লেখ করা রাষ্ট্রসংঘের এই সংক্রান্ত প্রস্তাবের স্পষ্ট লঙ্ঘন।' প্রায় ৪০ লক্ষ আফগান শরণার্থীকে ৪ দশক ধরে পাকিস্তানে আশ্রয় দেওয়ার কথাও তালিবানকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ইসলামাবাদ। তালিবান সরকার অবশ্য নিজেদের অবস্থানে অনড়। রবিবার পাকিস্তানের মদতপুষ্ট একাধিক জঙ্গিগোষ্ঠী আফগানিস্তানে নাশকতামূলক কাজকর্মে জড়িত বলে অভিযোগ করেছেন মুত্তাকি।

ব্লু স্টার নিয়ে বেসুরো চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে খালিস্তানি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অপারেশন ব্লু স্টার ভুল পদক্ষেপ ছিল বলে মন্তব্য করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র তথা অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম। তাঁর মতে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধি নিজের জীবন দিয়ে সেই ভুলের মূল্য চুকিয়েছিলেন।

শনিবার হিমাচলপ্রদেশের কসৌলিতে খুশবন্ত সিং লিটারেচার ফেস্টিভালে সাংবাদিক হরিন্দর বাওয়েজার লেখা বই 'দে উইল শুট ইউ, ম্যাডাম' নিয়ে এক আলোচনাচক্রে যোগ দিয়েছিলেন চিদম্বরম। তিনি বলেন, অপারেশন ব্লু স্টারের জন্য শুধু ইন্দিরা গান্ধিকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, ওই অভিযানটি সেনা, পুলিশ, গোয়েন্দা বিভাগ এবং আমলাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক করা হয়েছিল। বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতার কথায়, 'এখানে উপস্থিত সেনা আধিকারিকদের অসম্মান না করেই বলছি, স্বর্ণমন্দির পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপ (অপারেশন ব্লু স্টার) ভুল ছিল।' অপারেশন ব্ল্যাক থান্ডারের উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'তিন-চার বছর পর সেনাবাহিনীকে বাইরে রেখে আমরা স্বর্ণমন্দির পুনরুদ্ধারের সঠিক পন্থা দেখিয়েছিলাম। সমস্ত জঙ্গিকে ধরার একটি রাস্তা ছিল। ব্লু স্টার ভুল পথ ছিল। আমি মানছি, ওই ভুলের জন্য ইন্দিরা গান্ধিকে নিজের জীবন দিয়ে মূল্য চোকাতে হয়েছিল।'

চিদম্বরমের মন্তব্যের জেরে বিজেপির মুখপাত্র আর পি সিং বলেন, 'অপারেশন ব্লু স্টারের কোনও প্রয়োজন ছিল না। বরং তা ছিল ইন্দিরা গান্ধির নির্দেশে নেওয়া একটি রাজনৈতিক ভুল পদক্ষেপ।' চিদম্বরমের মতো অপারেশন ব্ল্যাক থান্ডারের উল্লেখ করেন তিনি। বিজেপি নেতা বলেন, 'সশস্ত্র বাহিনীকে পবিত্র স্থানে না ঢুকিয়েও চরমপন্থীদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করা যেত।' অপরদিকে কংগ্রেস নেতা রশিদ আলভি তাঁর সহকর্মীকেই নিশানা করেছেন। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, চিদম্বরমের বিরুদ্ধে বিচারাধীন ফৌজদারি মামলা থাকার কারণে তিনি চাপে আছেন এবং সম্ভবত সেই কারণেই তিনি বিজেপির সুরে কথা বলছেন। আলভির প্রশ্ন, '৫০ বছর পর চিদম্বরম কংগ্রেস এবং ইন্দিরা গান্ধিকে কেন আক্রমণ করতে বাধ্য হচ্ছেন?'

পদ্মের কটাক্ষ, অস্বস্তি কংগ্রেসের

ভারতে আক্রান্ত মুক্তচিন্তা রাহুল

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : ফের বিদেশের মাটিতে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির মন্তব্যে অস্বস্তিতে শাসক বিজেপি। চিলি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় রায়বেরেলির সাংসদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় কংগ্রেস কী পরিবর্তন আনতে চায়? জবাবে রাহুল বলেন, 'ভারতে বর্তমানে মুক্তচিন্তার ধারণা, বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিবাদী হওয়ার চিন্তাধারা ভয়ংকরভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। আমরা এগুলিকেই রক্ষা করতে চাই।' দক্ষিণ আমেরিকা সফরে রাহুল গান্ধি যে আলোচনাসভায় যোগ দিয়েছিলেন, তার একটি ভিডিও কংগ্রেসের তরফে সমাজমাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মন্তব্যে ক্ষুব্ধ বিজেপি। দলের আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য বলেন, 'রাহুল গান্ধি ভারতের বিরোধী দলনেতা ২৬ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আমেরিকার জন্য রওনা দিয়েছিলেন। ১৫ দিনের বেশি হয়ে গেল। ওই সফরের মূল উদ্দেশ্য থেকে নজর ঘোরাতে কিছু ভিডিও পোস্ট করার পর সবকিছু চুপচাপ। রাহুল গান্ধি এখন ঠিক কোথায়? উনি দক্ষিণ আমেরিকায় কী করছেন? কেন এই গোপনীয়তা?' চিলি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি পেরুর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সঙ্গেও খোলা মনে আড্ডা দেন রাহুল।

নজির গড়লেন বনকর্তা সোনালি

গুয়াহাটি ও আবু ধাবি, ১২ অক্টোবর : দেশকে অভূতপূর্ব সম্মান এনে দিলেন অসমের কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান ও ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধিকর্তা সোনালি ঘোষ। জাতীয় উদ্যান ও সংরক্ষিত এলাকায় পরিবেশগত স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য আন্তর্জাতিক সম্মান পেয়েছেন তিনি। সোনালি ঘোষ হলেন প্রথম ভারতীয় যিনি ওয়ার্ল্ড কমিশন অন প্রোটেকটেড এরিয়াস (ডব্লিউসিপিএ)-এর কেন্টন মিলার পুরস্কার জিতেছেন। শুক্রবার আবু ধাবিতে আয়োজিত ওয়ার্ল্ড কনজারভেশন কংগ্রেসে তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। আর কেন্টন মিলারের নামাঙ্কিত এই পুরস্কারটি পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অন্যতম আন্তর্জাতিক সম্মান হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

সেনা পরিবারের সন্তান সোনালি ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসের ২০০৩ ব্যাচের টপার ছিলেন। কর্মজীবনে তাঁর প্রধান দর্শন হল, উদ্ধার হওয়া প্রতিটি বন্যপ্রাণীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। তাঁর সাফল্যের তালিকায় রয়েছে মেঘলা চিতা শাবকের পুনর্বাসন। এই ব্যতিক্রমী সাফল্য তাঁকে আন্তর্জাতিক পরিচয় এনে দিয়েছে। বন বিভাগের পশু চিকিৎসা শাখার আধুনিকীকরণের ব্যাপারেও উদ্যোগ নিয়েছেন সোনালি। তাঁর সম্মান পাওয়ার খবরে ভারতের পশুপ্রেমীদের মধ্যে খুশির হাওয়া বইছে।

সোনালিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল বিগ ক্যাট অ্যালায়েন্স (আইবিসিএ) সহ বিভিন্ন পশুপ্রেমী এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের সঙ্গে যুক্ত সংগঠন। এক্স পোস্টে আইবিসিএ-র তরফে লেখা হয়েছে, 'সংরক্ষিত অরণ্য ব্যবস্থাপনায় সোনালি ঘোষের অনবদ্য অবদানের জন্য আমরা গর্বিত। তাঁর এই সাফল্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভারতের ধারাবাহিক উদ্যোগকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে স্বীকৃতি দিয়েছে।'

প্রথম ভারতীয়র কেন্টন মিলার পুরস্কার জয়

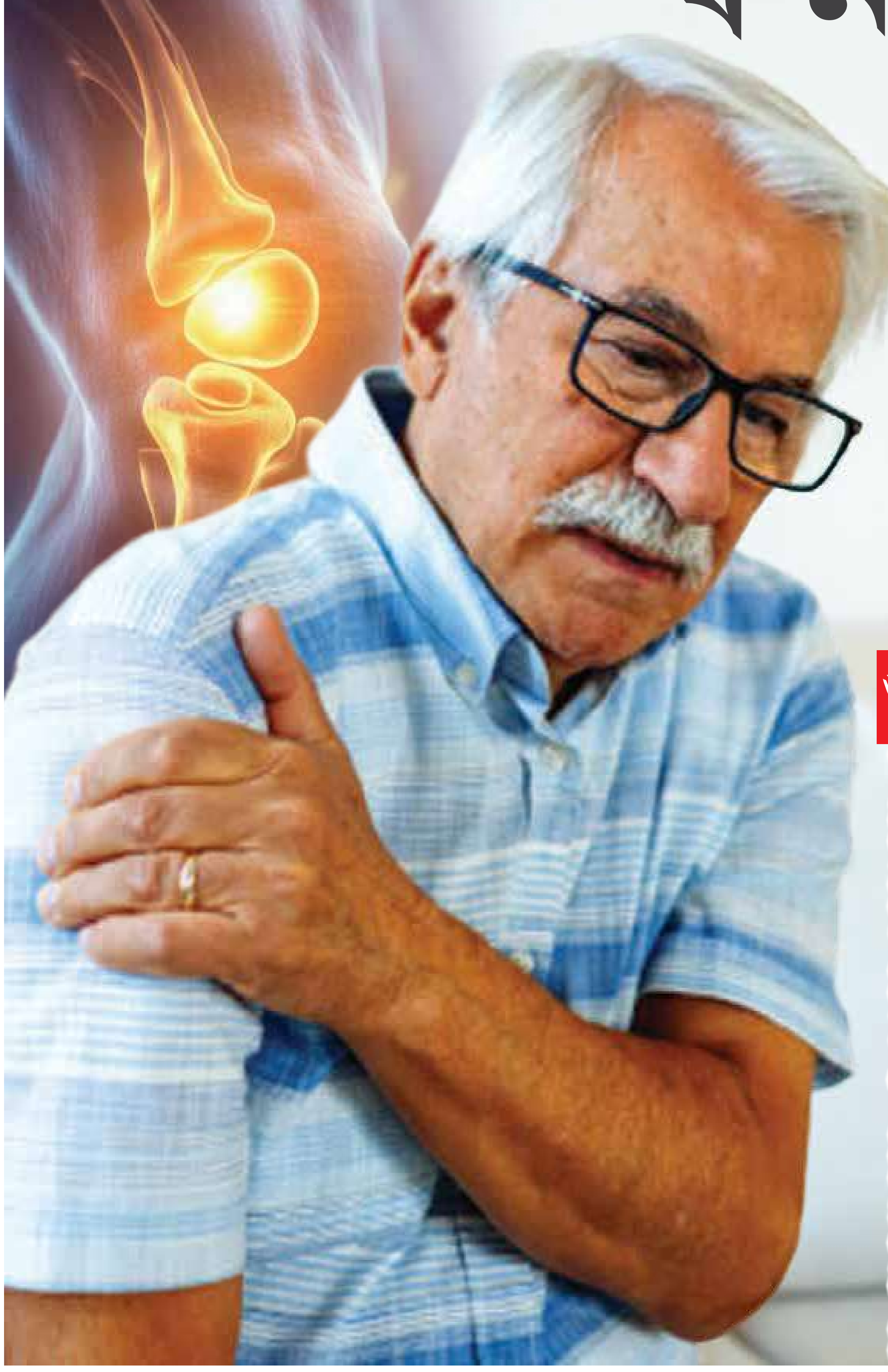

স্বপ্নপূরণের অঙ্গীকার

রবিবার ছিল বিশ্ব আরথ্রাইটিস দিবস। দিনটির উদ্দেশ্য রিউম্যাটিক অ্যান্ড মাসকিউলোস্কেলেটাল ডিজিজ (আরএমডি) সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো। বিশ্বজুড়ে কয়েক লক্ষ মানুষ এই রোগে আক্রান্ত। এবছরের থিম 'আপনার স্বপ্ন পূরণ করুন' (Achieve Your Dream)। অর্থাৎ আরথ্রাইটিস নিয়েও মানুষ স্বপ্ন দেখতে পারেন, আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেন। শুধু প্রয়োজন যথাযথ যত্ন, সহযোগিতা এবং আক্রান্তদের বোঝার মানসিকতা। লিখেছেন এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইমিউনোলজি অ্যান্ড রিউমাটোলজির চিকিৎসক **অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায়**

শুধু জয়েন্টের ব্যথা নয়

প্রায়শই আরথ্রাইটিসকে একক রোগ বা বার্ধক্যের অনিবার্য অংশ বলে মনে করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এটি ১০০টিরও বেশি বিভিন্ন রোগের একটি শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে। এরমধ্যে রয়েছে রিউমাটয়েড আরথ্রাইটিস, অ্যানকাইলজিং স্পন্ডলাইটিস, লুপাস, গাউট, সোরিয়াটিক আরথ্রাইটিস এবং অস্টিওআরথ্রাইটিস। এই ধরনের সমস্যা সব বয়সের মানুষকে এমনকি বাচ্চা ও প্রাপ্তবয়স্কদেরও প্রভাবিত করতে পারে।

আর ওইসব রোগের কারণে জয়েন্টে ব্যথা, আড়ষ্টতার পাশাপাশি প্রভাব পড়ে কিডনি, ফুসফুস, ত্বক ও চোখের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে। তাই দ্রুত রোগনির্ণয় করা এবং নিয়মিত ফলোআপ করানো জরুরি।

ভালো থাকার স্বপ্ন

এবছরের থিম 'আপনার স্বপ্ন পূরণ করুন'। অর্থাৎ আরথ্রাইটিস আছে বলেই নিজের আকাঙ্ক্ষাকে সীমিত করবেন না। বরং উন্নত আধুনিক চিকিৎসা, যেমন ডিজিজ-মডিফায়িং ড্রাগ, জৈব ওষুধ, ফিজিকাল থেরাপি এবং জীবনধারায় কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে একজন রোগী কার্যকরী ও পরিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারেন।

এক্ষেত্রে স্বপ্ন হতে পারে কোনওরকম ব্যথা ছাড়াই হাঁটা, পুনরায় নাচ শুরু করা, কাজে ফেরা কিংবা নাতি-নাতনিদের সঙ্গে খেলা অথবা ম্যারাথনে দৌড়ানো বা দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা সত্ত্বেও ডাক্তার হওয়ার মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষা। মূল উদ্দেশ্য হল অক্ষমতার বদলে ক্ষমতার দিকে, নির্ভরতার তুলনায় ক্ষমতায়নের প্রতি ফোকাস করা।

সাপোর্টিভ কমিউনিটি গড়ে তুলুন

আরথ্রাইটিস মোকাবিলায় ওষুধের থেকেও জরুরি যত্ন, যেখানে পরিবার, বন্ধু, সহকর্মীদের নিয়ে তৈরি একটি বিশাল কমিউনিটি থাকবে যারা রোগীর অবস্থা বুঝবে এবং তাঁর যাত্রাপথের সহায়ক হয়ে উঠবে। যেমন, পরিবারের সদস্যরা শরীরচর্চা করতে, জয়েন্টের যত্ন রাখতে এবং মানসিক স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে উৎসাহিত করতে পারেন। একইভাবে সহকর্মীরা কর্মক্ষেত্রে আরামদায়ক পরিবেশ এবং ফ্লেক্সিবল শিডিউলের মাধ্যমে সাহায্য করতে পারেন। এছাড়া স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং জন সচেতনতা রোগ মোকবিলায় অনেকখানি সহায়ক হতে পারে। এভাবেই আরথ্রাইটিসের রোগীরা তাঁদের স্বপ্ন ছুঁতে পারেন।

জয়েন্ট ভালো রাখতে

সক্রিয় থাকুন : হাঁটা, যোগা করা ও সাঁতার কাটা জয়েন্টগুলিকে নমনীয় রাখতে সাহায্য করে।

স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখুন : হাঁটু ও কোমরের ওপর থেকে চাপ কমান।

সুষম খাবার খান : খাদ্যতালিকায় যেন ক্যালসিয়াম, ভিটামিন-ডি, ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড এবং তাজা ফল ও সবজি থাকে।

প্রাথমিক চিকিৎসা করান : যদি জয়েন্টে ব্যথা বা সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময় আড়ষ্টতা থাকে তাহলে রিউমাটোলজিস্টের পরামর্শ নিন। যেহেতু এই অবস্থা একসঙ্গে অনেকগুলি অঙ্গে প্রভাব ফেলে, তাই রিউমাটোলজিস্টের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

আমরা একসঙ্গে স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে পারি

বিশ্ব আরথ্রাইটিস দিবস শুধু সচেতনতা প্রচার করার দিন নয়, পদক্ষেপ করারও সময়। আসুন আমরা সবাই মিলে এমন এক পৃথিবী গড়ে তুলিযেখানে শুধু জয়েন্টের ব্যথা বা অক্ষমতার জন্য যেন কারও স্বপ্ন সীমিত না হয়ে পড়ে। বরং দ্রুত রোগনির্ণয়, যথাযথ চিকিৎসা এবং সম্মিলিত সহানুভূতির মাধ্যমে প্রত্যেক আরথ্রাইটিসের রোগী যেন সত্যিই তাঁদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারেন।

পেডিয়াট্রিক ডেন্টিস্ট্রির গুরুত্ব

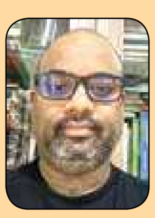

শিশুদের মুখগহ্বরের স্বাস্থ্য শুধু দাঁতের যত্ন নয়, এটি তাদের সামগ্রিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। পেডিয়াট্রিক ডেন্টিস্ট্রি শিশুদের দাঁত, মাড়ি ও মুখের যত্নে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা দিয়ে থাকে। লিখেছেন শিলিগুড়ির শিবমন্দিরের কসমোডেন্ট ডেন্টাল ক্লিনিকের দন্ত বিশেষজ্ঞ **ডাঃ অরিজিৎ সেন**

প্রাথমিক যত্নে সমস্যা প্রতিরোধ

শৈশবেই দাঁতের ক্ষয়, মাড়ির রোগ বা দাঁতের গঠনের সমস্যাগুলি শনাক্ত করে চিকিৎসা করা যায়। এতে ভবিষ্যতের জটিলতা ও ব্যয়বহুল চিকিৎসা এড়ানো সম্ভব।

বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ চিকিৎসা

শিশুদের দাঁত ও চোয়ালের গঠন পরিবর্তিত হয়। পেডিয়াট্রিক ডেন্টিস্টরা সেই অনুযায়ী চিকিৎসা পরিকল্পনা করেন।

সুস্থ অভ্যাস গড়ে তোলা

ছোটবেলা থেকে সঠিক ব্রাশিং, ফ্লসিং ও খাদ্যাভ্যাস শেখানো উচিত। এতে ভবিষ্যতে দাঁতের সমস্যা কমে যায়।

আত্মবিশ্বাস ও মানসিক বিকাশে সহায়তা

সুস্থ দাঁত শিশুর হাসি, কথা বলা ও খাওয়ার ক্ষমতাকে উন্নত করে। মুখের যে কোনও সমস্যা শিশুর আত্মবিশ্বাসে প্রভাব ফেলতে পারে।

বিশেষ শিশুদের জন্য সহানুভূতিশীল চিকিৎসা

পেডিয়াট্রিক ডেন্টিস্টরা শিশুদের মানসিক অবস্থার প্রতি সংবেদনশীল থেকে চিকিৎসা করেন, যাতে তারা ভয় না পায়।

শিশুদের মুখগহ্বরের স্বাস্থ্য রক্ষা করা মানে তাদের ভবিষ্যতের সুস্থ জীবন নিশ্চিত করা। নিয়মিত চেকআপ ও সচেতনতা গড়ে তুললে শিশুরা হাসিমুখে বড় হতে পারে।

নজির গড়ল সি কে বিড়লা

পূর্ব ভারতে প্রথমবার এক রোগীর শরীরে সফলভাবে ডুয়াল-চেম্বার লেডলেস পেসমেকার বসানো হল। কার্ডিয়াক চিকিৎসায় এই ইতিহাস গড়ল কলকাতার সি কে বিড়লা হাসপাতাল-বিএমবি। ভিটামিন ক্যাপসুল আকারের এই নতুন ডিভাইসটি স্থাপন করেন কার্ডিওলজির ডিরেক্টর ডাঃ অনিল মিশ্র।

এই উপলক্ষ্যে এক সায়েন্টিফিক সেশনের আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে উপস্থিত ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেডস্টার হার্ট অ্যান্ড ভাসকুলার ইনস্টিটিউটের কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়ার অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর ডাঃ সাইরাস আদেল হাদাদি। এছাড়া কলকাতার ৩৫ জনেরও বেশি প্রতিনিধি এবং বিএমবি'র টিম সেখানে উপস্থিত ছিল। এই নতুন ধরনের পেসমেকার মাত্র ২৫-৪০ মিনিটের মধ্যেই রোগীর শরীরে স্থাপন করা যায়। এরজন্য কোনও কাটাছেঁড়া করার দরকার নেই। কোনও সংক্রমণেরও সম্ভাবনা থাকে না। ডিভাইসটি বসানোর পরের দিন থেকেই রোগী হাঁটাচলা করতে পারেন।

বন্ধ্যাত্ব কেন বাড়ছে

আজকের দিনে আমরা পড়াশোনা ও কেরিয়ার নিয়ে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছি। কিন্তু শরীর ও স্বাস্থ্যের নানা সমস্যা, বিশেষ করে বন্ধ্যাত্ব নিয়ে আলোচনা বোধহয় কমই হয়। অথচ হু এবং আইসিএমআর-এর তথ্য অনুযায়ী ভারতে বন্ধ্যাত্বের সমস্যায় আক্রান্তের হার ১০ থেকে ১৪ শতাংশ। এই হার শহরাঞ্চলে আরও বেশি, প্রায় প্রতি ৬ জন দম্পতির মধ্যে ১ জন দম্পতি বন্ধ্যাত্বের সমস্যায় ভুগে থাকেন। লিখেছেন শিলিগুড়ির ক্রেডল ফার্টিলিটি সেন্টারের গাইনিকলজিস্ট **ডাঃ শর্মিষ্ঠা সরকার**

বিশ্বজুড়ে প্রায় ১০ থেকে ১৫ শতাংশ দম্পতি বন্ধ্যাত্বের সমস্যায় ভোগে। অর্থাৎ, টানা এক বছর নিয়মিত অসুরক্ষিত যৌন সম্পর্কের পরও গর্ভধারণ না হওয়া। এই বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে বন্ধ্যাত্বের সমস্যা হওয়ার একাধিক কারণ রয়েছে। যেমন –

জীবনযাত্রায় বদল : আগে মানুষ মাঠেঘাটে কাজ করতেন, তাতে শরীরচর্চা হত। এখন দিনের বেশিরভাগ সময় কম্পিউটার বা মোবাইলের সামনে কাটছে। ব্যায়াম প্রায় হয়ই না। শরীর তাই দুর্বল হয়ে পড়ছে।

দেরিতে বিয়ে ও সন্তান পরিকল্পনা : আগে ২০–২২ বছর বয়সে বিয়ে হত। এখন অনেকে ৩০–৩৫ বছর পর বিয়ে করছেন। ফলে সন্তান নেওয়ার চেষ্টা দেরিতে শুরু হয়। কিন্তু মহিলাদের ডিম্বাণুর ক্ষমতা ৩০ বছরের পর থেকে কমতে থাকে। পুরুষদের ক্ষেত্রেও শুক্রাণুর মান কমে যায়।

মানসিক চাপ : আজকাল সবাই কাজের চাপ, অর্থনৈতিক চিন্তা, পড়াশোনার চাপ নিয়ে চলেন। এই মানসিক চাপ হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করে, ফলে গর্ভধারণের সমস্যা দেখা দেয়।

দূষণ ও পরিবেশ : বাতাস, জল, খাবার – সবকিছুতেই এখন দূষণ বেড়েছে। প্লাস্টিক, রাসায়নিক, কীটনাশক শরীরে হরমোনের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

খাবার : জাংক ফুড, সফট ড্রিংকস, অনিয়মিত খাওয়াদাওয়া ডায়াবিটিস, থাইরয়েড ও পিসিওএস, ওজন বৃদ্ধির কারণ। এসব সন্তান ধারণে বাধা দেয়।

খারাপ অভ্যাস : ধূমপান, মদ্যপান, রাত জেগে থাকা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের প্রজনন ক্ষমতা কমায়।

চিকিৎসায় দেরি : অনেকে লজ্জা বা ভয় থেকে ডাক্তার দেখাতে দেরি করেন। আবার ইন্টারনেটে দেখে নিজেরাই সমাধান খোঁজেন। এতে সময় নষ্ট হয়, রোগ আরও বাড়ে।

সমাধান কী

১. প্রতিদিন হালকা ব্যায়াম, হাঁটা, যোগাভ্যাস করুন
২. নিয়মিত সুষম খাবার খান
৩. মানসিক চাপ কমাতে বিশ্রাম ও ঘুম জরুরি
৪. ধূমপান, মদ্যপান ও রাত জাগা এড়িয়ে চলুন
৫. ৩০ বছরের পর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রয়োজনে ফার্টিলিটি চেক করান
৬. লজ্জা না পেয়ে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিন

ছোট্ট তারা

পুরাতন মালদার বাচামারির অভ্রদীপ সিংহ গ্রিনসিটি স্কুলের ক্লাস ওয়ানের ছাত্র। রাজ্য স্তরে তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে শহরের নাম উজ্জ্বল করেছে সে।

ভবঘুরেকে বাড়ি ফেরাল গুগল ম্যাপ

মালদা, ১২ অক্টোবর : গুগল ম্যাপ খুঁজে দিল এক ভবঘুরের বাড়ি। বাংলা থেকে বিহারের বাড়িতে ফিরলেন সেই ব্যক্তি। সৌজন্যে জনাকয়েক বন্ধুর প্রচেষ্টা। প্রকৃত বন্ধুর মতোই পাশে থেকে বাড়ি ফিরতে সাহায্য করলেন সেই ভবঘুরেকে। পরিবার ফিরে পেয়ে ভবঘুরেও আনন্দে চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না।

শুক্রবার গভীর রাতে মালদা বাইপাসের ধারে একটি ধাবায় হাতজোড় করে রাত যাপনের অনুরোধ জানাচ্ছিলেন এক ব্যক্তি। উসকোখুশকো পাকা চুল। শুকনো মুখে সাদা দাড়িতে ভরা গাল। পরনে ছেঁড়া কাপড়, সঙ্গে একটা বস্তার ব্যাগ। তিনি ভবঘুরে। সেই সময়ে ধাবায় চা খেতে গিয়েছিলেন বিবেক, অভিষেক ও বিকাশ সহ জনাকয়েক বন্ধু। ভবঘুরেকে তাঁরা জিজ্ঞেস করতেই জানালেন, তাঁর নাম নন্দন। বিবেকরা তাঁকে ভয় না পেয়ে আশ্বস্ত করার জন্য চা খেতে দেন। তারপর গল্পের ছলে নাম-ঠিকানা জানার প্রচেষ্টা চলে। প্রথমে বিহারের বেশ কিছু জায়গার নাম বলেন। এরপর সীতামারি নামটি শুনেই গুগলে সার্চ করেন সেই তরুণরা। আশপাশের জায়গা বাহিলাওয়ার, মানিকচকের নাম বলতেই নন্দন জানান, তাঁর বাড়ি এখানেই। তারপরই সাহায্যকারী তরুণরা গুগুল থেকে সীতামারি জেলার পুলিশের ফোন নম্বর জোগাড় করে স্থানীয় থানার ফোন নম্বর সংগ্রহ করেন। সবটা পুলিশকে জানান। শনিবার ভোরে এলাকার মুখিয়াকে ফোন করলে ভবঘুরের বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা হয়। ভিডিও কলের মাধ্যমে নিখোঁজ নন্দন ও তাঁর ছেলে একে অপরকে চিনতে পারেন। এরপরই মালদায় এসে শনিবার রাতে নন্দনকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যান ছেলে কৃষ্ণ কুমার। তাঁর কথায়, প্রায় তিন মাস ধরে বাবা নিখোঁজ। তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন। এভাবে বাবাকে ফিরে পাব, ভাবিনি।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বিহারের সীতামারি জেলার বাহিলাওয়ার এলাকার বাসিন্দা এই নন্দন মাহাতো (৫৪)। পেশায় তিনি কৃষক। রয়েছেন দুই ছেলে। ছেলের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর নন্দন জানান, তিনি বাড়ি ফেরার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রাস্তা ভুল করে ফেলেন। শুক্রবার গভীর রাতে ঘুমোনোর জায়গা খুঁজছিলেন বাইপাসের একটি ধাবায়।

সেই সাহায্যকারী বন্ধুদের তরফে বিবেক ঘোষ বলেন, কথা বলে মনে হয়েছিল তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন। তাই বাড়ি ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম। তাঁকে বাড়ি ফেরাতে পেরে আমরাও খুব খুশি।

সেই বন্ধুদের অনুরোধে শুক্রবার রাতে ধাবায় রাখা হয়েছিল নন্দনকে। শনিবার সকালে তাঁকে নিয়ে আসা হয় মালদা রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে। প্রধান শিক্ষক মহারাজ তপহারানন্দ একদল তরুণের এমন কাজকে কুর্নিশ জানিয়েছেন। তিনি শনিবার সকাল থেকে ভবঘুরের দেখভাল করেছেন। পরিবারের লোকেরা রাত নাগাদ মালদা রামকৃষ্ণ মিশনে এসে পৌঁছান। সেখানেই মহারাজের উপস্থিতিতে তাঁকে পরিবারের লোকদের হাতে ফিরিয়ে দেন বিবেকরা। মহারাজ তপহারানন্দ বলেন, 'সমাজের জন্য ভালো কাজ করছেন ওঁরা।'

আতশবাজির কেনাকাটা বালুরঘাট হাইস্কুল মাঠে। রবিবার। ছবি : মাজিদুর সরদার

বাজি বাজারে কড়া নজর আজ থেকে

হরষিত সিংহ

মালদা, ১২ অক্টোবর : সোমবার থেকে চালু হতে চলেছে মালদা বাজি বাজার। তবে বিভিন্ন বাজারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নয়, নিরাপত্তার খাতিরে বিগত কয়েক বছরের মতোই প্রশাসনের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক জায়গায় বাজি বাজার বসবে। মালদা জেলা প্রশাসন ও মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের যৌথ উদ্যোগে তিন বছর ধরেই কালীপুজোর আগে মালদা শহরের অ্যাগ্রিকালচার ফার্মের মাঠে বাজি বাজার বসছে। সেখানেই অস্থায়ী স্টল তৈরি করে দেওয়া হয় বাজি ব্যবসায়ীদের। বাজারের নিরাপত্তার দিকেও প্রশাসনের কড়া নজর থাকে।

এবিষয়ে মালদা ডিস্ট্রিক্ট বাজি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অশোক সাহা বলেন, 'তিন বছর ধরে এই বাজি বাজার বসছে। বেচাকেনা ভালো হওয়ায় অনেক বাজি ব্যবসায়ীরাও লাভবান হচ্ছেন।'

জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, সোমবার থেকে শুরু হয়ে আগামী ২০ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে বাজি বাজার। এবছর ৫১টি স্টল বসছে। তার মধ্যে ৪১টি খুচরো ও ১০টি পাইকারি দোকান থাকবে। এবছর নিরাপত্তার বিষয়েও অধিক সতর্কতা অবলম্বন করেছে প্রশাসন। দুর্ঘটনা এড়াতে বিদ্যুতের সমস্ত তার মাটির নীচ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এছাড়া ২৪ ঘণ্টা নিরাপত্তাকর্মীরা মোতায়েন থাকবেন। এমনকি বাজি মজুত রাখার জন্যও ব্যবসায়ীদের জন্য কালিয়াচক থানার সুজাপুর, বাখরপুরে পৃথক গুদামের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক বলেন, 'বিগত কয়েক বছর ধরে প্রশাসনের সহযোগিতায়, সম্পূর্ণ আলাদা বাজি বাজার বসানো সম্ভব হচ্ছে। আমরাও ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা করছি।'

তবে ওই অ্যাগ্রিকালচার ফার্মের মাঠ শহর থেকে অনেকটাই দূরে বলে স্থানীয় ক্রেতাদের অভিযোগ। যার জেরে বড় অংশের মানুষকে যাতায়াতে বেশ ঝক্কি পোহাতে হচ্ছে। যেহেতু এই বাজারে পাইকারি দরেও বাজি কেনা যায়, তাই মালদা শহর ছাড়াও জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই ক্রেতা-বিক্রেতারা এই বাজি বাজারে আসেন।

সচেতন প্রশাসন

- আজ থেকে অ্যাগ্রিকালচার ফার্মের মাঠে বসবে বাজি বাজার
- ২০ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে বাজার
- নিরাপত্তার খাতিরে সমস্ত বৈদ্যুতিক লাইন মাটির তলায় বসানো হয়েছে
- বাজি মজুত রাখার জন্য গুদামেরও বন্দোবস্ত রয়েছে

ভোঁদড়ের হদিস শহরে

মালদা, ১২ অক্টোবর : রবিবার মালদা শহরের মালঞ্চপল্লি বিলে দেখা মিলল লুপ্তপ্রায় উদ্বিড়াল বা ভোঁদড়ের। এতদিন মালদার পঞ্চানন্দপুর গঙ্গাবক্ষে উদ্বিড়ালের দেখা মিলত। তবে এবার মালদা শহরে দেখা মেলায় খুশি পরিবেশপ্রেমীরা। মালদা জেলা বিজ্ঞানমঞ্চের সদস্য সজলকুমার ঘোষ বলছেন, 'দিন দুয়েক আগে মালঞ্চপল্লির বিলে একটি প্রাণী দেখে ভয় পেয়ে যান এলাকার মানুষ। এরপর খবর দেওয়া হয় সর্প বিশারদ নিতাই হালদারকে। তবে তিনি আসার আগে ওই প্রাণীটি পালিয়ে যায়। পরে আমি ছবি দেখে চিহ্নিত করি প্রাণীটি উদ্বিড়াল।'

যদিও এলাকার প্রবীণদের থেকে জানা গেল, ১৯৯৮ সালের বন্যায় মালদা শহরের অধিকাংশ এলাকা জলে ডুবে যায়। জল নেমে যাওয়ার পর মালঞ্চপল্লি বিলে উদ্বিড়াল বা ভোঁদড়ের দেখা মিলেছিল। এবিষয়ে মালদার ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফার তাপস কুণ্ডুর বক্তব্য, 'এতদিন পঞ্চানন্দপুরের গঙ্গার বক্ষে উদ্বিড়ালের ছবি তুলেছি। কিন্তু মালঞ্চপল্লির বিলে যে উদ্বিড়ালের দেখা মিলবে তা সত্যিই ভাবতে পারছি না। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। বন দপ্তরের কাছে দাবি করছি, বিষয়টি দেখার জন্য। এলাকায় সচেতনতার প্রচার করা হোক, যাতে এই প্রাণীগুলির কোনও ক্ষতি না হয়।'

মদ ব্যবসায়ী ধৃত

রায়গঞ্জ, ১২ অক্টোবর : সাইকেল নিয়ে শনিবার রাতে রায়গঞ্জে পাড়ায় পাড়ায় মদ ডেলিভারি দিতে গিয়ে বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত সহ একজনকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম তপন বিশ্বাস (৪৩)। তাঁর বাড়ি বন্দরবাজার এলাকায়। তাঁর কাছ থেকে প্রায় ৫ হাজার টাকার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে রবিবার দুপুরে ধৃতকে রায়গঞ্জ আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন।

তরুণের মৃত্যুতে ধোঁয়াশা রায়গঞ্জে

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১২ অক্টোবর : রায়গঞ্জের শক্তিনগর এলাকায় রবিবার ইরশাদ আলি (২২) নামে এক তরুণের মৃত্যুকে ঘিরে রহস্য দানা বাঁধল। ঠিক কী কারণে তরুণের মৃত্যু হয়েছে, সেই বিষয়টি স্পষ্ট নয়। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

মৃত তরুণ পেশায় একটি বেসরকারি সংস্থার ডেলিভারি বয় ছিলেন। তরুণের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, রবিবার দুপুর নাগাদ তরুণ শোয়ার ঘরে গলায় ফাঁস লাগান। তরুণের বোন প্রথমে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। বোনের চিৎকারে পরিবারের বাকি সদস্যরা ছুটে আসেন। পরিবারের সদস্যরা তরুণকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানার জন্য চিকিৎসক ময়নাতদন্তের নির্দেশ দিলেও পরিবারের লোকেরা জোর করে মৃতদেহ নিয়ে বাড়ি চলে যান বলে অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ক্যাম্পাসে শোরগোল পড়ে যায়। জরুরি বিভাগের চিকিৎসক বিষয়টি রায়গঞ্জ থানাকে জানালে পুলিশ ওই তরুণের বাড়ি থেকে মৃতদেহ তুলে নিয়ে এসে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। এদিন বিকেল চারটা নাগাদ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। এই প্রসঙ্গে মৃত তরুণের ভাই শরিফুল ইসলাম বলেন, 'কী কারণে আমার দাদা গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করলেন তা বুঝে উঠতে পারছি না।'

পৃথিবীর পাঠশালা

কোষও শোনে সুর!

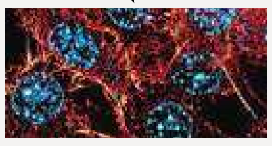

জাপানের কিয়োটো ইউনিভার্সিটির এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মানুষের কোষও শব্দতরঙ্গ শুনতে পারে! বিজ্ঞানীরা ল্যাবে শব্দের মাধ্যমে কোষের ওপর পরীক্ষা চালান এবং দেখেন যে শব্দে কোষের জিনের প্রকাশ পরিবর্তিত হয়, ফ্যাট কোষের গঠন কমে যায় আর কোষের স্থিতিস্থাপকতা প্রভাবিত হয়। প্রায় ১৯০টি শব্দ-সংবেদনশীল জিন খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। এই আবিষ্কার প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে, যেখানে মনে করা হত যে শব্দ উপলব্ধি কেবল কান ও মস্তিষ্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গবেষকরা বলছেন, শব্দ 'নিরাপদ এবং অ-আক্রমণাত্মক', তাই এটি ভবিষ্যতে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে। শব্দকে ব্যবহার করে প্রদাহ নিয়ন্ত্রণ করা বা টিস্যুর পুনর্জন্ম ঘটানোও সম্ভব হতে পারে।

স্টেম সেলে চোখের আলো

স্টেম সেল দিয়ে চোখের নতুন জীবন ফিরে পাওয়া সম্ভব হয়েছে! বিজ্ঞানীদের যুগান্তকারী আবিষ্কারে ক্ষতিগ্রস্ত চোখ পুনরায় তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। আর রোগীরা ফিরে পেয়েছেন দৃষ্টিশক্তি। যাঁরা চোখে আঘাত, রোগ বা বার্ধক্যজনিত কারণে দৃষ্টি হারিয়েছেন, তাঁদের জন্য এতে আশার আলো জাগছে। এই নতুন পদ্ধতিতে রোগীর শরীর থেকে সুস্থ স্টেম সেল সংগ্রহ করে ল্যাবে কর্নিয়া তৈরি করে তা প্রতিস্থাপন করা হয়। এর ফলে রোগীর নিজস্ব কোষ দিয়ে কর্নিয়া তৈরি হওয়ায় প্রত্যাখ্যানের ঝুঁকি কমে যায়। এটি শুধু দৃষ্টি ফিরিয়ে আনে না, বরং চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

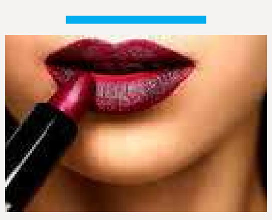

ঠোঁটের রংয়ে বিষ

আপনার প্রিয় লিপস্টিকে থাকতে পারে বিষ! সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পরীক্ষিত সব লিপস্টিকের নমুনায় 'ক্যাডমিয়াম' নামক বিষাক্ত ধাতু পাওয়া গিয়েছে। এই ক্ষতিকর পদার্থ দীর্ঘদিন ধরে শরীরে জমতে থাকে এবং কিডনি, ফুসফুস, হাড় ও স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি ক্যাডমিয়ামের সংস্পর্শ ক্যানসারের ঝুঁকিও বাড়াতে পারে। এই গবেষণাটি আমাদের রোজকার প্রসাধনীর লুকোনো বিপদ তুলে ধরেছে। আর নিরাপদ বিকল্প ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেয়।

অন্ধকার চাই

রাতে ঘুমের সময় সামান্য আলোও কিন্তু আপনার মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে! এমনকি একটি ডিম লাইটও শরীরের 'মাস্টার ক্লক'-কে বিভ্রান্ত করে দেয়। এটি ঘুম-জাগরণের চক্রকে ব্যাহত করে, যা শরীরের বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাতে আলোর সংস্পর্শে হার্ট রেট বেড়ে যায়, আর এটি হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতাকে বাধাগ্রস্ত করে। রাতে সামান্য আলোর সংস্পর্শও 'ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স' বাড়াতে পারে, যা ডায়াবিটিস এবং মেটাবলিক সিনড্রোমের ঝুঁকির কারণ। মেলাটোনিন নামক ঘুম-প্ররোচক হরমোনকেও ব্যাহত করে। তাই পর্যাপ্ত অন্ধকার শরীর এবং মনকে সুস্থ রাখার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কেন্দ্র টাকা না দিলেও ত্রাণ, পুনর্গঠনের দাবি

বিপর্যস্ত এলাকায় মুখ্যমন্ত্রী

নিউজ ব্যুরো

হাসিমারা ও কলকাতা, ১২ অক্টোবর : প্রশাসনিক সভায় বেশি সময় দিলেন না। বরং মুখ্যমন্ত্রী বেশি সময় কাটালেন শ্রমিকদের সঙ্গে। দুর্যোগের পর রবিবার দ্বিতীয়বার উত্তরবঙ্গে এসেছেন তিনি। রওনা হওয়ার আগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জন্য অর্থের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন অর্থ দপ্তরকে। ত্রাণ ও পুনর্বাসন ছাড়াও কৃষি থেকে রাস্তাঘাট- ক্ষতিগ্রস্ত সবকিছুর জন্য এই চটজলদি ব্যবস্থা। সব দপ্তরকে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নবান্নে পাঠাতে বলা হয়েছে। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিচ্ছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরকে।

ওই দপ্তর ক্ষতিগ্রস্ত পাঁচ জেলার রাস্তাঘাট সংস্কারের জন্য প্রায় ২০০ কোটি টাকা চেয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, 'সরকারি অনুমোদন মিললেই কাজ শুরু হয়ে যাবে।' আগেরবার জলপাইগুড়ি জেলার বামনডাঙ্গা টন্ডু ও পাহাড়ের দুধিয়া ছুঁয়ে ফিরে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ধসে বিধ্বস্ত পাহাড়ের মিরিকে যাননি। হাসিমারায় বায়ুসেনার বিমানঘাঁটিতে সামান্য কিছুটা দূরে সুভাষিণী চা বাগানেও যাননি। তোর্ষার ভয়াল রূপ ওই বাগানের চরম সর্বনাশ করেছে। বেশিরভাগ দুর্গত এলাকায় না যাওয়ায় তখন মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা কম হয়নি।

দ্বিতীয়বারের সফরে তাই যেন ড্যামেজ কন্ট্রোলে নজর তাঁর।

আলিপুরদুয়ারে ত্রাণ বিলি করছেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার। -সংবাদচিত্র

আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গের আরও কিছু বিপর্যস্ত এলাকায় তিনি যাবেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। পাহাড় ও জলপাইগুড়ি জেলায় তাঁর দীর্ঘ কর্মসূচি আছে। এই সফরসূচিতে প্রশাসনিক সভা থাকলেও তিনি সরাসরি দুর্গতদের মুখ থেকে ক্ষয়ক্ষতি ও সমস্যা শুনছেন। পাশাপাশি কেন্দ্রের দিকে সমালোচনার আঙুল তোলাও উদ্দেশ্য বলে মনে হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ রওনা হওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে রবিবার সাংবাদিকদের সামনে মমতার মন্তব্যে তা স্পষ্ট।

তাঁর কথায়, 'আমরা কেন্দ্রের সাহায্যের আশায় বসে থাকি না। আমাদের যা সামর্থ্য, তা দিয়ে মানুষকে যতটা সম্ভব সাহায্য করছি। বিপর্যয় মোকাবিলায় ইতিমধ্যে নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। প্রচুর রাস্তা, সেতু ভেঙেছে। সেইসব সারানোর কাজ চলছে।' মুখ্যমন্ত্রী জানান, রোহিণীতে কাজ শেষ হতে আরও ৫-৬ দিন লাগবে। মিরিকে ব্রিজ মেরামতিতে ৭-৮ দিন লাগবে।

ত্রাণ বিলিতে এবার বেশি নজর মুখ্যমন্ত্রীর। জলদাপাড়ার কাছে নীলপাড়ায় বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসে তিনি প্রশাসনিক বৈঠক করেন মাত্র প্রায় ২০ মিনিট। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলে তিনি কিছুটা দূরে সুভাষিণী চা বাগানে চলে যান। সেখানে তখন শ্রমিকরা কাজ সেরে ফিরছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের জানান, বন্যায় বাগানের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের খরচ বাগান কর্তৃপক্ষ বহন করবে। তবে শ্রমিকদের প্রশাসনের তরফে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

বাগান সংলগ্ন তোর্ষা নদীর ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দেখে সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। বাঁধ সংলগ্ন ওই বাগানের নদী লাইনে মুখ্যমন্ত্রী শ্রমিকদের মধ্যে ত্রাণ বিলিও করেন। শিশুদের হাতে খেলনা তুলে দেন। প্রায় ৪৫ মিনিট শ্রমিক লাইনে কাটিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শ্রমিকদের সমস্যা শুনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে। প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিরা ভালো কাজ করায় বন্যায় কোনও প্রাণহানি হয়নি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধারকাজ চালানোর জন্য আলিপুরদুয়ার জেলার ৮ জন সরকারি কর্মীকে তিনি মানপত্র ও আর্থিক পুরস্কার দেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন সিভিক ভলান্টিয়ার, চারজন এনডিআরএফ কর্মী ও একজন বনকর্মী।

বিপর্যস্ত পরিস্থিতির কারণে উত্তরবঙ্গে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্প শেষ করার মেয়াদ ৬ নভেম্বর থেকে বাড়িয়ে দেওয়ার ঘোষণা করেন মমতা। তিনি বলেন, 'আমরা পরিকল্পনা নিয়েছিলাম প্রতি বুথে ১০ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করা হবে। ফলে গোটা প্রকল্পটির জন্য বরাদ্দ ছিল ৮ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলির কথা ভেবে এই প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো হচ্ছে। দুর্যোগে যাঁদের আধার কার্ড সহ অন্যান্য নথি হারিয়ে গিয়েছে, তাঁদের সেগুলি তৈরি করে দেওয়ার কাজও চলছে।'

মুখ্যমন্ত্রী রবিবার রাত্রিবাস করেন মালঙ্গি বনবাংলোয়। সেখানে যাওয়ার আগে তিনি কাছেই হাসিমারার গুরুদোয়ারায় গিয়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে হালুয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

ফরাক্কায় বাজেয়াপ্ত হওয়া মোবাইল ফোন। -সংবাদচিত্র

মোবাইল চুরির চক্রের খোঁজ শুরু

ফরাক্কা, ১২ অক্টোবর : মোবাইল ফোন চোরাচালানকারীদের আন্তঃরাজ্য চক্রের খোঁজ শুরু করলেন তদন্তকারীরা। ফরাক্কায় শনিবার রাতে ১৪৭টি চোরাই মোবাইল উদ্ধারের সূত্র ধরেই তদন্তে এগোতে চাইছেন তাঁরা। জিআরপি'র তৎপরতায় শনিবার রাতে দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে সন্দেহজনক দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে তল্লাশি চালাতেই তাদের ঝুলি থেকে বেরিয়ে পড়ে চোরাই মোবাইল। রবিবার সকালে মালদা জোনের ডিএসপি পারিজাত সরকার আইসি মালদা টাউন (জিআরপি) প্রশান্ত রায়কে সঙ্গে নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, 'আমাদের কাছে সোর্স ইনফরমেশন আগে থেকেই ছিল। যা আমরা এসআরপি শিলিগুড়ি অফিসার সূত্রে জেনেছিলাম। অফিসার সেইমতো একটা টিম গঠন করেন। আইসি মালদার নেতৃত্বে ছিলেন এসওজি টিম। এসআরপি সাহেবের নির্দেশমতোই অপারেশন হয় রাত ১১টা ৫ মিনিট নাগাদ। দুজন ব্যক্তি নিউ ফরাক্কা রেলস্টেশনের দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেন থেকে নামার পরই তাদের দেখে সন্দেহ হয় আমাদের। তাদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা আমাদের এড়িয়ে যেতে থাকে।' পরে পিঠের দুটো ব্যাগ তল্লাশি করে ১৪৭টি মোবাইল উদ্ধার হয়। যেগুলোর কোনও কাগজপত্র ছিল না বলে তিনি জানান। প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে কালিয়াচক থেকে মোবাইলগুলো বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্য ছিল। ধৃতরা উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদ থেকে হাতবদল করে করে এগুলো কালিয়াচকে নিয়ে আসছিল। এদের সে অর্থে পাচারকারী বলা যায় বলে

> চোরাচালানকারীদের আন্তঃরাজ্য একটা চক্র এসব কাজে জড়িত রয়েছে। কালিয়াচকেও এদের একটা গ্যাং রয়েছে।
>
> **পারিজাত সরকার**
> ডিএসপি

পুলিশ জানিয়েছে।

ডিএসপি আরও জানান, চোরাচালানকারীদের আন্তঃরাজ্য একটা চক্র এসব কাজে জড়িত রয়েছে। কালিয়াচকেও এদের একটা গ্যাং রয়েছে। তাঁরা তদন্তের স্বার্থে আপাতত নাম পরিচয় গোপন রাখছেন। চেষ্টা করছেন গোটা গ্যাংটাকে ধরার। তিনি জানান, আগেও তাঁরা মোবাইল ধরেছেন, কিন্তু এত ব্যাপক পরিমাণ মোবাইল এই প্রথম উদ্ধার হল। ধৃত দুজনকে সাতদিনের রিমান্ডে চেয়ে এদিন জঙ্গিপুর আদালতে পাঠানো হয়।

ত্রাণের জন্য পোর্টাল

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর : পাহাড়ের দুর্যোগ কবলিত এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়াতে অনলাইনে ত্রাণের ব্যবস্থা চালু করল দার্জিলিং জেলা প্রশাসন। রবিবার reliefdarj.in-এই ওয়েব পোর্টাল চালু করা হয়েছে। এই পোর্টালে গিয়ে যে কেউ ত্রাণ, উদ্ধারকাজে সাহায্য চাইতে পারেন।

সম্মেলন

কুশমণ্ডি, ১২ অক্টোবর : মহিপাল চৌরঙ্গিতে রবিবার সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন ও শ্রমজীবী ইউনিয়নের কুশমণ্ডি থানা কমিটির তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সভাপতি খুরশেদ আলি সরকার, সম্পাদক সুবীর দাস, সিপিএমের জেলা সম্পাদক নন্দলাল হাজরা প্রমুখ। সুবীর জানান, সম্মেলনে কৃষকদের জন্য একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সোমবার নতুন কমিটি গঠিত হবে।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে সম্মানিত দৃষ্টিহীন

বহরমপুর, ১২ অক্টোবর : ইচ্ছাশক্তির সামনে হার মানল শারীরিক প্রতিবন্ধকতা। বিশেষভাবে সক্ষমদের সর্বভারতীয় আইটিআই ট্রেড টেস্টে প্রথম স্থান দখল করেন মুর্শিদাবাদ কান্দির বাবলু হালদার। এরপরই ডাক পড়ে নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণের পর রবিবার আকাশপথ হয়ে রেল ও সড়কপথে বাড়ি এসে পৌঁছাতেই উৎসুক মানুষের ঢল নামে বাবলুকে দেখতে।

বাবলু দৃষ্টিহীন। বাড়িতে অভাব। বাবা নীলাদ্রি হালদার পেশায় দিনমজুর। তা সত্ত্বেও বাবলুর ইচ্ছাশক্তি এতটুকু দমে যায়নি। ছোট থেকেই তিনি মেধাবী। বাবলু নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমি থেকে ব্রেইল পদ্ধতিতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। এরপর তিনি বিএ পাশ করেন। ফের ২০২৩-'২৫ শিক্ষাবর্ষে রামকৃষ্ণ মিশনে বিশেষভাবে সক্ষমদের আইটিআই কোর্সে ভর্তি হন। তাঁর ট্রেড ছিল মেটাল কাটিং অ্যাটেনডেন্ট।

গত সেপ্টেম্বরে বাবলুর ট্রেড টেস্ট ছিল। পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, তিনি প্রথম হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার নিয়ে ফিরে তিনি বলেন, 'দৃষ্টিশক্তি নেই, সেই নিয়ে আক্ষেপ ছিল। কিন্তু হাল ছাড়িনি। অভাবও ছিল। এত বড় সম্মান পেয়ে নিজেকে গর্বিত মনে হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কৃত হওয়ার আবেগটাই আলাদা।' ছেলের সাফল্যে আবেগতাড়িত হয়ে নীলাদ্রি বলেন, 'কতদিন ওকে ভালো করে খেতে দিতে পারিনি। তার মধ্যেও পড়াশোনা করে গিয়েছে। ওর চেষ্টার কোনও খামতি ছিল না। তারই ফল পেয়েছে।' এদিন বাবলুকে দেখতে উৎসাহী গ্রামবাসীর ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। তাঁদের কেউ কেউ মিষ্টি খাওয়ালেন, আবার কেউ কেউ মুঠোফোনে তুললেন নিজস্বী।

রেলের লোডিং ৩.৫ শতাংশ বাড়ল

মালিগাঁও, ১২ অক্টোবর : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই আর্থিক বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সফলভাবে ৫.৫৫৭ মিলিয়ন টন পণ্য লোডিং সম্পন্ন করল। আগের আর্থিক বছরের একই সময়ের তুলনায় তা ৩.৫ শতাংশ বেশি। গত মাসে বেশ কয়েকটি পণ্যের লোডিং গত বছরের একই সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। তার মধ্যে সিমেন্ট লোডিং ৪৮.১ শতাংশ, কয়লা ১৩৩.৩ শতাংশ, কনটেনার ২১.৪ শতাংশ এবং পিওএল লোডিং ২০.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে স্টোন চিপস লোডিং আগের আর্থিক বছরের তুলনায় ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানালেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা। অন্যদিকে রেলের মালবাহী লোডিং বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ওই অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যকলাপেরও উন্নয়ন হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়া উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রাজস্বেও প্রভাব পড়েছে।

স্বাক্ষর সংগ্রহ

গঙ্গারামপুর, ১২ অক্টোবর : গঙ্গারামপুরে সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দাখিলের জন্য চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষিকারা দ্বিতীয় তথা অন্তিম পর্যায়ের ওকালতনামায় স্বাক্ষর-সংগ্রহ করল। আর এই কর্মসূচির আয়োজন করেছে যোগ্য শিক্ষক, শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা নেতৃত্ব। রবিবার সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত প্রায় ২০০ জন চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষিকা গঙ্গারামপুরের ফুলবাড়ি হাইস্কুলে এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। রাজ্যব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে এদিন ফুলবাড়ি হাইস্কুলে এই কর্মসূচি পালন করা হয় বলে জানান সংগঠনের রাজ্য নেতা রাকেশ আলম।

টোটো নিয়ে চালকদের

প্রথম পাতার পর

গৌরাঙ্গ বালুরঘাট হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এদিকে সকালে টোটোচালকদের এমন সংঘর্ষ দেখে সঞ্জয় দাস নামে এক ব্যবসায়ী বলেন, 'আচমকা টোটোচালকদের এমন মারামারি দেখে সকলে চমকে যান। তবে স্থানীয় লোকজনই গিয়ে দুইপক্ষকে নিরস্ত্র করেন। তবে ততক্ষণে একজনের কান ফেটে রক্ত ঝরছিল।'

প্রসঙ্গত, বালুরঘাটে নিয়মের তোয়াক্কা না করে কয়েক হাজার টোটো চলাচল করছে। তার জেরে শহরের মূল রাস্তায় যানজট এখন নিত্যদিনের ঘটনা। শহরে কুমারগঞ্জ, তপন, হিলি ব্লকের টোটোচালকরাও দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। তার ওপর আবার অধিকাংশ টোটোরই কোনও নম্বর নেই। তবে পুরসভা, প্রশাসন বা পুলিশের এদিকে কোনও নজর নেই বলে অভিযোগ। যদিও পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র বলেন, 'শীঘ্রই টোটো নিয়ে শহরে কিউআর কোড ও কিছু নিয়ম কার্যকর হবে। শহরকে যানজটমুক্ত রাখাই আমাদের লক্ষ্য।'

শুধু তাই নয়, দুর্ঘটনা কিংবা যে কোনও প্রয়োজনে নির্দিষ্ট টোটো শনাক্ত করাও বেশ মুশকিলের কাজ হয়ে উঠেছে। টোটোর ডানদিকে দড়ি বা রড দিয়ে আটকানো নেই। ফলে যে কোনও সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে টোটোচালকদের একাংশই পুরসভা ও পরিবহণ দপ্তরের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলছেন। চালকদের একাংশের দাবি, বছর কয়েক আগেও পরিবহণ দপ্তর ও পুরসভা যৌথভাবে টোটো নিয়ন্ত্রণে অভিযান চালাত। এখন সেসব আর হয় না। এছাড়া, শহরের বাইরে থেকে টোটো ঢুকে পড়ায় নম্বরযুক্ত টোটোচালকদের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। তবে এবিষয়ে জেলা আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

লাটাগুড়ির রিসর্টে ধৃত

প্রথম পাতার পর

১৪ সেপ্টেম্বর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দোরজি শেরপা রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তারপরই পুলিশ তদন্তে নেমে ১৫ সেপ্টেম্বর সুব্রত ও দেবদীপকে গ্রেপ্তার করে। ক্যাশিয়ার হওয়ার সুবাদে সুব্রতর চেক ডিসপ্যাচ করার ক্ষমতা ছিল। সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে সুব্রত সরকারি প্রকল্পের টাকা দীপা এবং আরও দুজনের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করতেন বলে অভিযোগ।

অভিযোগ দায়ের পরই দীপা গা-ঢাকা দেন। তদন্তে জানা গিয়েছে, প্রথমে বালুরঘাটের একটি হোটেলে লুকিয়ে ছিলেন দীপা। ৫ অক্টোবর পর্যন্ত হিলির দালাল মারফত বাংলাদেশে পালানোর ছকও কষেছিলেন। তবে ব্যর্থ হন। ৭ অক্টোবর নিজের গাড়িতে করে ব্যক্তিগত চালক সহ জলপাইগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। শেষমেশ রবিবার লাটাগুড়ির রিসর্ট থেকে পুলিশ দীপাকে গ্রেপ্তার করে। দীপার নামে মোট ১৬টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। তাঁর নামে ফ্ল্যাট সহ একাধিক জমির হদিসও পাওয়া গিয়েছে। এসবই সরকারি প্রকল্পের টাকায় কেনা হয়েছে।

রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, 'এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশি হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'

এদিকে, জেলা শাসকের দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সুব্রত এর আগেও পাঁচ লরি বন্যার ত্রাণের ত্রিপল বিক্রি করে দিয়েছিলেন। তা নিয়েও তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। দীপা ছাড়াও সুব্রতর আরও ১২ জন প্রেমিকার খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। সবাইকেই সুব্রত সরকারি প্রকল্পের টাকায় অনেক উপহার দিয়েছেন বলে অভিযোগ। দীপার সঙ্গে আরও এক শিক্ষকের সম্পর্কের কথা পুলিশ জানতে পেরেছে। যদিও তদন্তের স্বার্থে পুলিশ এখন সেই শিক্ষকের নাম প্রকাশ্যে আনছে না। এই ঘটনার পিছনে অন্য কোনও বড় মাথার হাত আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

জাল নোট

সামশেরগঞ্জ, ১২ অক্টোবর : গত শনিবার গভীর রাতে ধুলিয়ান কলাবাগান ঘাট এলাকায় দুই লক্ষ টাকার জাল নোট বাজেয়াপ্ত করেছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। ঘটনায় ধৃত ফরিদা বিবি (৩৯) ও তৈমুর শেখ (৪৫) মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার ১৮ মাইল এলাকার বাসিন্দা।

শনিবার ধুলিয়ান এলাকায় জাল নোট লেনদেনের খবর পেয়েছিল পুলিশ। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ ধুলিয়ান কলাবাগান ঘাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে ধৃতদের কাছ থেকে ৫০০ টাকার নোটে ২ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করে। এসডিপিও শেখ শামসুদ্দিন বলেন, 'জাল নোট লেনদেনে কোনও বড় চক্র সক্রিয় কি না খতিয়ে দেখছে পুলিশ।'

'মসিহা' আখ্যা

প্রথম পাতার পর

মোশারফ বলেন, 'চৈতালি ঠিক কী বলতে চেয়েছেন তার ব্যাখ্যা তিনিই দিতে পারবেন। তবে আমি কোনও আল্লা, ভগবান বা ফেরেস্তা নই। আমি অতি ক্ষুদ্র মানুষ। মানুষের জন্য কাজ করি। আমরা ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে মেশাই না। বরং বিজেপিই রামকে পোলিং এজেন্ট বানিয়ে, মোদিকে ভগবান বানিয়ে রাজনীতি করে।'

তাঁর মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক সৃষ্টির প্রসঙ্গে চৈতালি ঘোষ সাহার প্রতিক্রিয়া জানতে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি। হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজেরও কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি।

বিজয়া সম্মিলনির মঞ্চ থেকেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের হাওয়া তুলে বর্তমান বিধায়ক মোশারফ হুসেনকে পুনরায় আরও বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়ী করার আহ্বান জানায় তৃণমূলের ব্লক ও জেলা নেতৃত্ব। বিজয়া সম্মিলনির মঞ্চেই সিপিএম, কংগ্রেস ও বিজেপির কড়া সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিধায়ক মোশারফ হুসেনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন দলের নেতারা। মনোরঞ্জনের ব্যবস্থাও ছিল। মঞ্চে সারিবদ্ধ চেয়ারে বসে ছিলেন স্থানীয় বয়স্ক বিশিষ্টজনরা। সম্মিলনির বিনোদন পার্টে হঠাৎ মাইকে বেজে ওঠে, 'আজ কি রাত মজা হুস্ন কা আঁখো সে লিজিয়ে...।' গানের সঙ্গে শুরু হয় একটি মেয়ের সোলো ডান্স। যা নিয়েও সামাজিক মাধ্যমে কটাক্ষ ভাসিয়ে দিয়েছেন বিরোধীরা। এই প্রসঙ্গে বিধায়ক বলেন, 'পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে মোট আটটা নাচ ছিল অনুষ্ঠানে। হঠাৎ ভুলবশত ওই পরিবেশের পরিপন্থী একটা গান বেজে ওঠে। সেটা শালীনতা ও সংস্কৃতির পরিপন্থী ছিল বলে সঙ্গে সঙ্গে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়।'

নতুন স্বপ্ন উসকে শেষ তিস্তা সাহিত্য উৎসব

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১২ অক্টোবর : শুধুমাত্র শুঁটকি মাছের রন্ধনপদ্ধতি কিংবা বিভিন্ন ভর্তার রেসিপি যেমন দুই বাংলার লোকসংস্কৃতির বিন্যাসকে বদলে দিতে পারে। ঠিক তেমনি একটি নদী পারে তার পারিপার্শ্বিকের সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করতে। জলপাইগুড়ি শহরের পাশে সেই নদীটির নাম তিস্তা। আর এই নদীমাতৃক সংস্কৃতিকেই সাহিত্যে, শিল্পকর্মে আর সুতো তিনদিন ধরে বেঁধে রাখল তিস্তা সাহিত্য উৎসব। সোমবার ছিল উৎসবের তৃতীয় দিন। শুরুতেই আলোচনায় উঠে এল লোককথার অনালোকিত অধ্যায়- বক্তব্য রাখলেন সেবন্তী ঘোষ, দিলীপ বর্মার মতো বক্তারা।

'দেবেশ রায় মঞ্চ'- এ জমে উঠেছিল 'আগামীর গল্প, গল্পের আগামী' বিষয়ক আলোচনা। সেখানে বক্তব্য রাখেন শুভজিৎ ভাদুড়ি, অভিষেক বসু প্রমুখ। এর পাশাপাশি বেণু দত্ত রায় ও অশোক বসু মঞ্চে চলেছে কবিতা ও অণুগল্প পাঠ। তিনদিনের আলোচনায় ছিল দশটি প্যানেল। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় পাঁচশোর বেশি কবি, সাহিত্যিক অংশ নেন তাতে। তাঁদের মুখে তাঁদের ভাষায় কথা শুনে মাঝে মাঝেই উদ্বেল হয়ে উঠছিলেন উৎসব প্রাঙ্গণে কৌতূহল নিয়ে উপস্থিত এ শহরের ভিন বয়সি সাহিত্যপ্রেমীরা। সমাপনী বিতর্কের বিষয় ছিল- 'বাংলা বই-বাজার : গণ্ডিতেই বন্দি?' রঙ্গন রায়ের সঞ্চালনায় ছিল বাংলা প্রকাশনা, বিপণন ও পাঠকবৃত্তি নিয়ে এক বাস্তব ও দার্শনিক বিশ্লেষণ। শ্রোতা মনকে কীভাবে নিজেদের দিকে ঘুরিয়ে দিতে হয় তা করে দেখালেন প্রকাশক মারুফ হোসেন, সুকান্ত দাস, উৎপল বল্লভেরা।

অনুষ্ঠানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল তিস্তা সাহিত্য উৎসবের তরফে ১১টি পুরস্কার। সমাজের বিভিন্ন স্তরের গুণী ব্যক্তিদের নির্বাচন করে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। তিস্তাগুড়ি রত্ন সম্মান পেলেন ভক্ত টোটো। তিস্তাগুড়ি জীবনকৃতি সম্মান পেলেন সমর রায় চৌধুরী। তিস্তাগুড়ি বিশেষ সম্মান পেলেন পার্থ সাহা। তিস্তাগুড়ি যুব সম্মান পেলেন নীলাদ্রি দেব। সেরা লিটল ম্যাগাজিন ২০২৫ পুরস্কার পেল 'উত্তরের কবিমন'। সেরা প্রকাশক ২০২৫ পুরস্কার পেল 'বিয়ন্ড হরাইজন'।

তিস্তাগুড়ি সেরা লেখক ২০২৫ সম্মাননা পেলেন গৌতম গুহ রায়। ২০২৫ সালের নির্বাচিত সেরা প্রকাশিত বইয়ের লেখক হিসেবে পুরস্কার গ্রহণ করলেন অগ্রদীপ দত্ত এবং সুতপা সোহং।

এছাড়াও তিস্তাগুড়ি আয়োজিত গল্প ও অণুগল্প প্রতিযোগিতার ফলাফলও মঞ্চ থেকে ঘোষণা করেন তিস্তাগুড়ি পত্রিকার দুই সম্পাদক সিদ্ধার্থশেখর চক্রবর্তী ও সুপর্ণা সরকার। উইংস আর্টিস্ট গ্রুপের সহায়তায় আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতার পাঁচটি বিভাগে যথাক্রমে প্রথম স্থান অধিকার করেন শ্রীময়ী ঘোষ, লাবণ্যা রায়, সার্থক দাস, মৌরুষি ঘোষ ও সৈকত দেব। এই প্রতিযোগিতার সার্বিক দায়িত্বে উৎসব কমিটির পক্ষে ছিলেন পৃথা সূত্রধর। তবে উৎসব কমিটির তরফে শঙ্খ মিত্র জানান, জল শহরের বাতাসে এখনও ভেসে বেড়াচ্ছে কবিতার গন্ধ, গল্পের প্রতিধ্বনি, শব্দের উচ্ছ্বাস ও ডুয়ার্সের চায়ের আমেজ। তার কথায় ছিল বিদায়বেলার রেশ। অনুষ্ঠানে বিজয় দে, মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস, অনিন্দিতা গুপ্ত রায়ের মতো চেনা মুখেদের পাশাপাশি দেখা গিয়েছে অজস্র অচেনা মুখের ভিড়। তেমনি একজনের কথায় জানা যায়, 'জলপাইগুড়ি শহরে এমন আয়োজন হয়তো এই প্রথম। আগামীতে নতুন প্রজন্মের মধ্যে এভাবেই সংস্কৃতি চেতনা যেন প্রসারিত হয়।'

অনুষ্ঠানে মৈনাক ভট্টাচার্যের ভাস্কর্য প্রদর্শনীর পাশাপাশি চিত্র প্রদর্শনীর কথা না বললেই নয়। সে যেন রং, তুলি, স্বপ্নের পারাপার। উৎসব কমিটির পক্ষে সৌরভ মজুমদার সমস্ত দর্শককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তাঁর কথায়, 'মনোজ্ঞ শ্রোতা, একাগ্র পাঠক ও রুচিশীল দর্শক না থাকলে, এই আয়োজন সবটাই ব্যর্থ হয়ে যেত। হয়তো এটাই অমোঘ সত্যি!' এই উৎসব ইতিহাস নির্মাণে সক্ষম হবে কি না তা তো সময় বলবে। তবে এই বিশাল কর্মকাণ্ড যে সংস্কৃতি জগতে এক নতুন আলোড়ন ফেলে দিয়েছে সে কথা অনস্বীকার্য।

তিস্তা সাহিত্য উৎসবে চিত্র প্রদর্শনী। রবিবার। -সংবাদচিত্র

রাতে মেয়েরা বাইরে নয়

প্রথম পাতার পর

রবিবার ওই ছাত্রীর বাবা বলেন, 'ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও অনুরোধ করেছি মেয়েকে এখান থেকে ওড়িশায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে। এই জায়গার ওপর থেকে ভরসা উঠে গিয়েছে। ওকে এখানে মেরেও ফেলতে পারে।'

মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলির ব্যবস্থাপনা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁর কথায়, 'মেডিকেল কলেজগুলোরও একটা দায়িত্ব আছে। তাদের স্টুডেন্টদের দেখভাল করা উচিত। কীভাবে ছাত্রী রাত সাড়ে ১২টায় বেরোলেন!' যদিও তাঁর বক্তব্য, ওই ঘটনায় কোনও শিথিলতা বরদাস্ত করা হবে না। তাঁর এই মন্তব্যের আগেই গ্রেপ্তার হয়েছে তিনজন। যদিও মূল অভিযুক্ত রবিবার রাত পর্যন্ত অধরা।

বছর ২৫-এর অপু বাউড়ি, বছর ২৩-এর ফিরদৌস শেখ ও ৩১ বছর বয়সি শেখ রিয়াজউদ্দিন ওরফে মিন্টুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত সফিকুল শেখ। আটক করা হয়েছে নির্যাতিতার সহপাঠী শেখ নাসিরউদ্দিন ওরফে সম্রাটকে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের পর ছাড় দিচ্ছে না কোনও বিরোধী দলই।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের কটাক্ষ, 'রাজ্যের মহিলারা যেখানে নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের আশায় সরকারের দিকে তাকিয়ে আছেন, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের ঘরবন্দি থাকতে পরামর্শ দিচ্ছেন। এটা সভ্যসমাজে কখনও গ্রহণযোগ্য নয়।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর ভাষায়, 'মহিলারা বাংলায় নিরাপদ নন। কারণ, দুষ্কৃতী ও ধর্ষকরা নিরাপদ এই মুখ্যমন্ত্রীর আমলে। এটা অসম্মানজনক।'

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য কোনও প্রশাসনিক বয়ান হতে পারে না। তাঁর আমলে মহিলারা সুরক্ষিত নয়।' প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'অপারেশন সিঁদুরে দেশের সেনাবাহিনীর মেয়েরা রাতের অন্ধকারে সীমান্ত পার করে পাকিস্তানকে মেরে এসেছেন। আর এখানে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, মেয়েরা রাতে কেন বাইরে বেরোচ্ছেন? এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে বাংলার কী অবস্থা।'

সমালোচনার মুখে মমতার বক্তব্য, 'তিন সপ্তাহ আগে ওড়িশায় সমুদ্রসৈকতে ৩টি মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। ওই ঘটনায় ওড়িশা সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে? মণিপুর, উত্তরপ্রদেশে ধর্ষিতা আদালতে যাওয়ার আগেই রাস্তায় জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। বাংলায় কিছু হলে আমরা কঠোর পদক্ষেপ করি।'

ওড়িশা সরকারের তিন প্রতিনিধি নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করতে এলে দুর্গাপুরে তাঁদের জন্য হাসপাতালের গেটই খোলা হয়নি বলে অভিযোগ। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর তাঁরা ফিরে যান। পশ্চিমবঙ্গ থেকে গেলে অন্য রাজ্যে বাধা দেওয়ার অভিযোগ প্রায়ই ওঠে। এবার যেন উলটপুরাণ হল দুর্গাপুরে। ধৃতদের কাছ থেকে নির্যাতিতার মোবাইল উদ্ধার করেছে পুলিশ। দুর্গাপুর মহকুমা আদালত ধৃতদের ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

রবিবার কংগ্রেস, অভয়া মঞ্চ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরামের প্রতিনিধিরাও দুর্গাপুরের ওই বেসরকারি মেডিকেল কলেজে অধ্যক্ষর সঙ্গে কথা বলতে গেলে পুলিশ বাধা দেয়। নির্যাতিতার বাবার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলেও বাধা দেওয়া হয়। প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়কেও বাধা দেয় পুলিশ।

কুলদীপ ম্যাজিকের পর প্রত্যাঘাত ক্যাম্পবেলের

যশস্বীর লেগব্রেকে আগামীর ভাবনা

ভারত-৫১৮/৫ ডি.
ওয়েস্ট ইন্ডিজ-২৪৮ ও ১৭৩/২
(তৃতীয় দিনের শেষে)

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : তৃতীয় দিনের মাঝের সেশন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস শেষ ২৪৮-এ। যশস্বী জয়সওয়াল-শুভমান গিলদের ব্যাটিং দেখার অপেক্ষায় বাড়তি ছটফটানি ছুটির দিনে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে হাজির সমর্থকদের। যদিও সবাইকে কিছুটা অবাক করে ফলোঅনের সিদ্ধান্ত গৌতম গম্ভীর-শুভমান গিলদের।

৮১.৫ ওভারের ক্লান্তি কাটিয়ে ওঠার আগেই ফের বোলিংয়ের চাপ! কারও যুক্তি, হেডস্যর গম্ভীর দলের বোলারদের পরীক্ষার মুখে ফেলতে হয়তো এই পদক্ষেপ করেছেন। বিশ্বাস, নড়বড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে হিসেব মেলাতে খুব বেশি কাঠখড় পোড়াতে হবে না।

যদিও হিসেবে গণ্ডগোল। সকালের সেশনে কুলদীপ যাদবের স্পিন জাদুতে পাওয়া রসদ, ২৭০ রানের লিডের 'আত্মতুষ্টি' ধাক্কা খেল দিনের অন্তিম সেশনে জন ক্যাম্পবেল, শাই হোপের নাছোড় লড়াইয়ের সামনে। চা পানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোর ৩৮/২। মহম্মদ সিরাজ, ওয়াশিংটন সুন্দর ফিরিয়ে দিয়েছেন তেগনারায়ণ চন্দ্রপল (১০) ও আলিক আথানাজেকে (৭)।

আজই প্রতিপক্ষকে গুটিয়ে দিয়ে ভারতের ম্যাচ ও সিরিজ পকেটে পুরে ফেলার গন্ধ মিলছিল। যদিও বিধি বাম ক্যাম্পবেল-হোপের যুগলবন্দিতে। মন্থর ও লো-বাউন্স পিচে তৃতীয় দিনের শেষবেলায় কোটলায় ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট মৌতাত। শনিবার দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে সাজঘরে গিয়ে মুষড়ে থাকা দলকে উৎসাহ জোগান ব্রায়ান লারা। কোচ, অধিনায়কের পাশাপাশি কথা বলেন খেলোয়াড়দের সঙ্গেও। দ্বিতীয় ইনিংসে ক্যাম্পবেল-হোপদের ব্যাটিংয়ে কি তারই সুফল? উত্তর ক্যাম্পবেলরাই দিতে পারবেন।

টেস্টে পঞ্চমবার ইনিংসে পাঁচ উইকেট নেওয়ার পর কুলদীপ যাদব।

বাস্তব হল, ব্যর্থতা ঝেড়ে চলতি সিরিজে প্রথমবার ঝলমলে দেখাল ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। নিটফল, ৩৫/২ থেকে দিনের শেষে আর কোনও উইকেট না হারিয়ে রোস্টন চেজের দল তুলেছে ১৭৩। ইনিংসে হার বাঁচাতে দরকার আরও ৯৭।

আগ্রাসন, আত্মবিশ্বাস ও লড়াকু মানসিকতার মিশেল ক্যাম্পবেলদের ব্যাটিংয়ে। ২৫তম টেস্টের কেরিয়ারে প্রথম সেঞ্চুরি থেকে ১৩ রান দূরে ক্যাম্পবেল (অপরাজিত ৮৭)। ২০১৯ সালে অভিষেক। গত ৪৯তম ইনিংসে মাত্র তিনটি পঞ্চাশ। সর্বাধিক ছিল ৬৬। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এদিন খেললেন কেরিয়ারের অন্যতম সেরা ইনিংস। সুইপ শটের মুনশিয়ানা ও রবীন্দ্র জাদেজা-কুলদীপদের উইকেটের সামনের ক্ষত ব্যবহার করতে না দেওয়ার সফল স্ট্র্যাটেজির খুশি নিয়ে ফিরলেন ক্যাম্পবেল।

হোপের (অপরাজিত ৬৬) সেখানে ২০১৯ সালের পর প্রথম হাফ সেঞ্চুরির স্বাদ পাওয়া। জুটি ভাঙতে দিনের শেষ ওভারে শুভমান বল তুলে দেন যশস্বী জয়সওয়ালের হাতে। যশস্বীর লেগব্রেক বোলিংয়ে 'ব্রেক থ্রু' না এলেও আগামীর ভাবনায় নয়া বিকল্পের রাস্তা দেখাল। অনিল কুম্বলেদের পরামর্শ, বোলিং কোচ মরনি মরকেলের উচিত বোলার যশস্বীকেও 'সিরিয়াস' ভাবে নেওয়া।

শেষ সেশনে ১৩৮ রান যোগ করেন হোপরা। চলতি সিরিজে হওয়া ২০টি সেশনে প্রথমবার একটা আস্ত সেশন তাঁদের দখলে! সোমবার যে লড়াই জারি থাকলে গম্ভীরদের ফলোঅনের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন বড় আকার নেবে। কেউ কেউ আবার একধাপ এগিয়ে ২০০১ ইডেন গার্ডেন্স টেস্টে ফলোঅনের পর রাহুল দ্রাবিড়-ভিভিএস লক্ষ্মণের মহাকাব্যিক যুগলবন্দির গন্ধও পাচ্ছেন!

অন্তিম সেশন বাদ দিলে ভারতের একতরফা দাপট। সৌজন্যে কুলদীপ। দ্বিতীয় দিনে টপ অর্ডার ভেঙেছিলেন জাদেজা। আজ কুলদীপের পালা। পিচে গতি নেই। নেই বাউন্সও। তার মধ্যেই ১৫ টেস্টের কেরিয়ারে পঞ্চমবার ইনিংসে ৫ উইকেট! সুনীল গাভাসকারের কথায়, কুলদীপ-স্পেশাল। মরা পিচেও আনপ্লেয়বল! যে স্পেশালে গতকালের ১৪০/৪ থেকে ২৪৮-এ শেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস। হোপের (৩৬) অফস্টাম্প ছিটকে দিয়ে শুরু কুলদীপের। টেভিন ইমলাচ (২১), জাস্টিন গ্রিভস (১৭), জেডন সিলসও (১৩) ভারতীয় রিস্ট স্পিনারের ঝোলায়। রবীন্দ্র জাদেজা তিনটি এবং সিরাজ, জসপ্রীত বুমরাহ নেন একটা করে উইকেট।

২০১৯ সালের পর টেস্টে অর্ধশতরান করলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের শাই হোপ। রবিবার।

১৭৫/৮ থেকে শেষ দুই উইকেটে ৭৩ রান যোগ করেন খারি পিয়েরে (২৩), অ্যান্ডারসন ফিলিপরা (অপরাজিত ২৪)। ফলোঅনের পর দ্বিতীয় ইনিংসে যে লড়াইয়ের উত্তাপ আরও ঊর্ধ্বমুখী ক্যাম্পবেল-হোপের যুগলবন্দিতে। আগামীকাল কিংবা শেষ দুইদিনে লড়াইটা কি জারি থাকবে? নাকি টানা ১৩১ ওভার বোলিংয়ের ক্লান্তি সরিয়ে প্রত্যাঘাত করবে ভারত, সেটাই দেখার।

ফলোঅন নিয়ে ভুল স্বীকার থিংকট্যাংকের

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : ১৫তম টেস্ট।

পঞ্চমবার ইনিংসে পাঁচ উইকেট। বাঁহাতি রিস্ট স্পিনার হিসেবে স্পর্শ করলেন ইংল্যান্ডের জনি ওয়ার্ডলির ৬৮ বছরের পুরোনো সর্বাধিক পাঁচবার ইনিংসে পাঁচ উইকেট নেওয়ার নজির। নির্বিষ পিচে কুলদীপ যাদবের স্পিন জাদুর মুখে পড়ে ফলোঅন ওয়েস্ট ইন্ডিজের।

> আমরা এদিন শুরুটা খুব ভালো করেছি। উইকেট ব্যাটিং সহায়ক ছিল। পিচে গতি ছিল না বললেই চলে। সারাক্ষণ তাই চেষ্টা করে গিয়েছি বলটাকে সঠিক জায়গায়, উইকেটের সোজা রাখতে। বাতাসে ব্যাটারদের বোকা বানানোর পরিকল্পনাও ছিল। আর্ম-স্পিডকে কাজে লাগিয়েছি। যার সুফল পাঁচ উইকেট।
>
> **কুলদীপ যাদব**

জন ক্যাম্পবেলের প্রতিরোধ কাজ কঠিন করছে টিম ইন্ডিয়ার।

জোড়া খুশি কুলদীপের কথায়। বোলিং রহস্য নিয়ে বলেছেন, 'আমরা এদিন শুরুটা খুব ভালো করেছি। উইকেট ব্যাটিং সহায়ক ছিল। পিচে গতি ছিল না বললেই চলে। সারাক্ষণ তাই চেষ্টা করে গিয়েছি বলটাকে সঠিক জায়গায়, উইকেটের সোজা রাখতে। বাতাসে ব্যাটারদের বোকা বানানোর পরিকল্পনাও ছিল। আর্ম-স্পিডকে কাজে লাগিয়েছি। যার সুফল পাঁচ উইকেট।'

টেস্টে নিয়মিত নন। ইংল্যান্ড সফরে পাঁচ টেস্টেই রিজার্ভ বেঞ্চে ছিলেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তনে চেনা মেজাজ। কুলদীপের কথায়, 'যে ফরম্যাটেই খেলি না কেন, নিজের সেরাটা দিতে চাই। বেশ কিছুদিন পর ৫ উইকেট। আমার কাছে তাই বাড়তি গুরুত্ব এই সাফল্য। মাঠে নামলে লক্ষ্য একটাই, বল হাতে ম্যাজিক তৈরি। ১৮ মাস পর ফিরলেও লক্ষ্য একই থাকে।'

দ্বিতীয় ইনিংসে এখনও পর্যন্ত অবশ্য কুলদীপের সেই স্পিন-জাদু কাজ করেনি। পিচ ভাঙার বদলে আরও মন্থর। বাউন্সও নেই। পিচ না-পসন্দ হলেও ক্যারিবিয়ান ব্যাটারদের প্রশংসা করছেন কুলদীপ। বলেছেন, 'আমাদের জন্য প্রথম ইনিংস দুর্দান্ত কেটেছে। তবে দ্বিতীয় ইনিংসে ওরা দারুণ ব্যাট করেছে। শাই হোপ এবং জন ক্যাম্পবেল দারুণ সব শট খেলল। কৃতিত্ব দিতে হচ্ছে।'

কাঠগড়ায় মন্থর পিচ

এদিকে, ফলোঅন করানোর সিদ্ধান্ত ভুল মানছেন গৌতম গম্ভীরের সহকারী রায়ান টেন ডোসেট। ভেবেছিলেন পিচ আরও ভাঙবে। ব্যাটিং করা কঠিন হবে। কিন্তু উলটোটাই হয়েছে। রায়ান টেন এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'প্রথম ইনিংসে ওদের শেষ দুই উইকেট প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি লম্বা হয়েছে। বোলারদের ক্লান্তির কথা মাথায় ব্যাটিং ভাবনায় ছিল। কিন্তু তারপর মনে হয় ২৭৫ যথেষ্ট লিড। উইকেট ভাঙবে। ওদের ব্যাটিং সহজ হবে না। যদিও উইকেট ভাঙার বদলে আরও মন্থর হয়ে যায়।'

উইকেট নিয়ে যে ভুল পর্যবেক্ষণ, ফলোঅন করানোর ফল চোখের সামনে। হোপদের লড়াইয়ের প্রশংসা, পিচ-কাঁটা মেনে নিলেও ফলোঅন নিয়ে ভুল সিদ্ধান্ত আড়াল করা যাচ্ছে না। রায়ান বলেছেন, 'বিকেলের সেশন কঠিন ছিল আমাদের জন্য। শাই, ক্যাম্পবেল দারুণ ছন্দে ছিল। বিশেষ করে ক্যাম্পবেল দারুণভাবে সুইপ শট ব্যবহার করল। আশা করি, পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নে আগামীকাল দ্রুত ওদের ইনিংস গুটিয়ে দিতে পারব আমরা।'

দিনের শুরুটা অবশ্য কুলদীপের দুরন্ত বোলিং। প্রতিপক্ষের প্রথম ইনিংস আড়াইশোর মধ্যে গুটিয়ে যায় যার ধাক্কায়। দিনের শেষে কুলদীপকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে ডোসেট বলেছেন, 'কুলদীপের বিশেষত্ব হল ও মিসট্রি স্পিনার। সহজে ওকে পড়া যায় না। যে কারণে ফিঙ্গার স্পিনারদের চেয়ে ও বেশি বিপজ্জনক।'

নামধারীর বিরুদ্ধে সতর্ক অস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ অক্টোবর : বড় জয় দিয়ে শিল্ড অভিযান শুরু করলেও স্বস্তিতে নেই ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুঁজো।

শেষ ম্যাচে শ্রীনিধিকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে নামধারী। দলে বেশ কয়েকজন বিদেশি রয়েছেন। এছাড়াও বেশ কয়েকজন ভালো ভারতীয় ফুটবলার রয়েছে। ফলে নামধারীর বিরুদ্ধে কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুঁজো।

রবিবার অনুশীলনে পূর্নশক্তির দল নিয়েই মাঠে নামার ইঙ্গিত দিয়েছে লাল-হলুদ। এদিন পুরোদমে অনুশীলন করেছেন স্প্যানিশ মিডিও সাউল ক্রেসপো। তাঁকে ঘিরেই পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন অস্কার। জাপানি তারকা হিরোসি ইবুসুকিকে এই ম্যাচে না খেলানোর সম্ভাবনাই বেশি।

এদিকে রবিবার থেকে অনুশীলন শুরু করে দিল মোহনবাগান। শেষ ম্যাচে তারা খেলবে ইউনাইটেড স্পোর্টসের বিরুদ্ধে। জাতীয় দলে থাকায় এই ম্যাচে শুভাশিস ও আপুইয়াকে পাবে না সবুজ-মেরুন শিবির।

ব্যর্থ বাবর, টানছেন রিজওয়ান

লাহোর, ১২ অক্টোবর : খারাপ সময় কিছুতেই কাটছে না বাবর আজমের। প্রথম ওভারেই ওপেনার আবদুল্লাহ শফিককে (২) হারায় পাকিস্তান। এরপর দ্বিতীয় উইকেটে ১৬১ রানের জুটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে খেলা ধরে নিয়েছিলেন ইমাম-উল-হক (৯৩) ও অধিনায়ক শান মাসুদ (৭৬)। তাঁদের গড়ে দেওয়া ভিত কাজে লাগাতে পারেননি বাবর। ৪৮ বল খেলে সেট হয়ে যাওয়ার পর সাইমন হার্মারের (৭৫/১) বলে ২৩ রানে তিনি এলবিডব্লিউ হয়ে যান। তবে সেই ধাক্কা সামলে প্রথম দিনের শেষে পাকিস্তান প্রথম ইনিংসে ৩১৩/৫ স্কোরে পৌঁছে গিয়েছে। যার কারিগর মহম্মদ রিজওয়ান (৬২) ও সলমন আলি আঘা (৫২)। অবিচ্ছিন্ন ষষ্ঠ উইকেটে তাঁরা ইতিমধ্যে ১১৪ রান যোগ করে ফেলেছেন। সেনুরান মুথুসামি নেন ২ উইকেট।

যশস্বীর কাছে অনুরোধ লারার

'আমাদের বোলারদের নির্মমভাবে মেরো না'

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : চাইলেও এখন তিনি আর মাঠে নামতে পারবেন না। চাইলেও তিনি এখন আর তাঁর দলকে সাফল্যের দিশা দিতে পারবেন না।

কিন্তু বিপক্ষ দলের অন্যতম সেরা ব্যাটারকে অনুরোধ তো করতেই পারেন। দুনিয়াকে চমকে দিয়ে কিংবদন্তি ব্রায়ান লারা সেই পথেই হাঁটলেন। অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে চলতি ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে টিম ইন্ডিয়ার তরুণ ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালকে অনুরোধ করলেন তাঁর দলের বোলারদের এমন খারাপভাবে না মারতে। কিংবদন্তি লারার এমন অনুরোধ শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যশস্বী। একটু সময় নিয়ে জবাবে তিনি লারাকে বলেন, 'আমি শুধু চেষ্টা করছি।'

> আমার কাছে সবকিছুর আগে দল। কীভাবে দলের জন্য সাফল্য আনা যায়, সবসময় সেই চেষ্টা করি। কখনও সফল হই, কখনও ব্যর্থ। কিন্তু চেষ্টা চলতে থাকে। যতদিন খেলব, এমন পজিটিভ মানসিকতা নিয়েই খেলব। শুরুটা ভালো করতে পারলে সবসময় বড় রানের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে চাই আমি। এটাই আমার মানসিকতা।
>
> **যশস্বী জয়সওয়াল**

শনিবার দিনের খেলা শেষ হওয়ার পর যশস্বীর সঙ্গে আড্ডায় ব্রায়ান লারা।

ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের সুদিন এখন ইতিহাস। বর্তমানে ব্যর্থতার আঁধারে ডুবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট। কীভাবে এই ব্যর্থতা কেটে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটে সুদিন ফিরবে, কারও জানা নেই। জবাব নেই লারার কাছেও। স্যর ভিভিয়ান রিচার্ডস, লারারা অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে বসে টিম ইন্ডিয়ার সামনে তাঁদের দলের চূর্ণ হওয়ার ছবি দেখেই চলেছেন। তার মধ্যেই গতকাল দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে যশস্বীকে অনুরোধ করে হইচই ফেলে দিয়েছেন লারা। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে ভারতীয় ক্রিকেটাররা যখন সাজঘরের দিকে ফিরছিলেন, লারা গ্যালারি থেকে মাঠের ধারে হাজির হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানেই যশস্বীকে দুর্দান্ত শতরানের জন্য তিনি অভিনন্দন জানান। আর তারপরই এমন অবাক অনুরোধ করে বসেন। চলতি দিল্লি টেস্টে ১৭৫ রানের মায়াবী ইনিংস খেলে অধিনায়ক শুভমান গিলের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রানআউট হয়ে যান যশস্বী। পরে বিসিসিআইয়ের ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে যশস্বী বলেছেন, 'আমার কাছে সবকিছুর আগে দল। কীভাবে দলের জন্য সাফল্য আনা যায়, সবসময় সেই চেষ্টা করি। কখনও সফল হই, কখনও ব্যর্থ। কিন্তু চেষ্টা চলতে থাকে। যতদিন খেলব, এমন পজিটিভ মানসিকতা নিয়েই খেলব। শুরুটা ভালো করতে পারলে সবসময় বড় রানের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে চাই আমি। এটাই আমার মানসিকতা।'

রনজি শুরুর আগে ফুরফুরে মেজাজে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ অক্টোবর ঃ গতরাতে কলকাতায় পৌঁছেছিলেন। রবিবার সকালে ইডেন গার্ডেন্সে বাংলা দলের অনুশীলনে হাজির হয়ে গেলেন আকাশ দীপ। শুধু হাজির হওয়াই নয়, বল হাতে অন্তত চল্লিশ মিনিট নেটে দারুণ ছন্দে বোলিং করতে দেখা গেল তাঁকে। আকাশের বোলিং দেখে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা, বোলিং কোচ শিবশংকর পালরাও মুগ্ধ। বিকেলের দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'আকাশ বল হাতে দারুণ ছন্দে রয়েছে। আজ নেটে অনেকটা সময় বোলিংও করেছে। আকাশকে পাওয়ায় নিশ্চিতভাবে আমাদের বোলিং শক্তিশালী হবে।' বোলিং কোচ শিবশংকর বলছেন,

ছন্দে আকাশ

'আকাশকে দেখে মনেই হল না, বেশ কিছুদিন ক্রিকেটের বাইরে ছিল ও। নেটে দুর্দান্ত বোলিং করল আজ।'

আকাশের ছন্দ বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের মেজাজ ফুরফুরে করে দিলেও মহম্মদ সামিকে নিয়ে আচমকাই অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার বাইরে থাকা জোরে বোলারের আজ সন্ধ্যায় কলকাতায় পৌঁছানোর কথা ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে সামি আজ কলকাতায় আসেননি। আগামীকাল বিকেলে তিনি কলকাতায় পৌঁছে যাবেন বলে খবর। এদিকে, শেষ কয়েকদিনের টানা বৃষ্টির পর গতকাল, আজ কলকাতায় বৃষ্টি হয়নি। দুইদিন বৃষ্টি বন্ধ থাকার কারণে ইডেনের মাঠকর্মীরা মাঠ তৈরি করে দিয়েছেন। আজ সকালে প্রথমবার টিম বাংলা ইডেনে প্রায় তিন ঘণ্টা অনুশীলন করেছে। কোচ লক্ষ্মীরতন মাঠকর্মীদের দারুণ কাজের জন্য শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন।

পরিণত গিলে মজে কুম্বলে

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : দুইজনেই ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ।

একজনের কাঁধে ইতিমধ্যেই টেস্ট এবং ওডিআই ফরম্যাটে নেতৃত্বের ভার। অপরজন সামলাচ্ছেন কঠিনতম টেস্ট ক্রিকেটে নতুন বলের চ্যালেঞ্জ। শুভমান গিল ও যশস্বী জয়সওয়াল। প্রাক্তনদের মতে, দুইজনের কেরিয়ার গ্রাফের ওপর নির্ভর করবে ভারতীয় ক্রিকেটের ভাগ্য।

অনিল কুম্বলে যেমন আস্থা দেখালেন শুভমানের ওপর। ছোট্ট কাঁধে জাতীয় দলের নেতৃত্ব যেভাবে সামলাচ্ছেন, তাতে উচ্ছ্বসিত প্রাক্তন অধিনায়ক। ভারতের সর্বাধিক টেস্ট উইকেটের মালিকের মতে, প্রতি পদক্ষেপে পরিণতবোধের পরিচয় গতি।'

পূর্বসূরির মতে, একজন তরুণের কাছে জাতীয় দলে সেট হওয়াই বড় চ্যালেঞ্জ। সেখানে নেতৃত্বের ভার। চ্যালেঞ্জে প্রতিটি ধাপ দ্রুত এবং সাফল্যের সঙ্গে পেরিয়ে যাচ্ছে। শুভমানের যে পরিণত বোধ ভারতীয় ক্রিকেটের সম্পদ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন ক্রিকেটার ড্যারেন গঙ্গার মুখেও শুভমানের প্রশংসা।

শুভমান গিলের নেতৃত্বের প্রশংসা করলেন অনিল কুম্বলে।

যশস্বীর কাছে 'আবদার' সানির

রাখছেন শুভমান।

কুম্বলে বলেছেন, 'ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়া মোটেই সহজ নয়। মাঠে নেমে শুধু সিদ্ধান্ত নেওয়া নয়, আরও অনেক কিছু সামলাতে হয় একজন অধিনায়ককে। শুভমান দায়িত্বটা দারুণভাবে সামলাচ্ছে। অধিনায়কত্ব পাওয়ার পর ব্যাটিংয়ে সেই দায়িত্ববোধের প্রতিফলন। নয়াদিল্লি টেস্টের ইনিংসেও তারই পুনরাবৃত্তি। পরিস্থিতি বুঝে প্রয়োজনমাফিক স্পিনারদের আক্রমণ করল। বজায় রাখল রানের

চলতি বছরে শুভমানের স্বপ্নের ফর্মের কথা তুলে ধরেন গঙ্গা। সাফল্যের জন্য ক্রিকেটীয় দক্ষতা, টেম্পারামেন্ট, ভালো শুরুকে কাজে লাগানোর তাগিদকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন। ব্যাটিংয়ের সঙ্গে অধিনায়কত্বের গুরুভার যেভাবে সামলাচ্ছেন, তা প্রশংসার দাবি রাখে। একেবারে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

যশস্বীর কাছে আবার বিশেষ আবদার সুনীল গাভাসকারের। ম্যারাথন ইনিংস, লম্বা সেঞ্চুরির অভ্যাস (সাতটা সেঞ্চুরির মধ্যে পাঁচটিই ১৫০ প্লাস) যেন জারি থাকে। সানির কথায়, 'ড্যাডি সেঞ্চুরি'! যশস্বীকে প্রশ্ন করার ফাঁকে ১৭৫ রানের ইনিংসের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন, 'সাবাশ। তোমার (যশস্বী) ইনিংসটা দারুণ উপভোগ করেছি। শেষটা যেভাবে (রানআউট) হয়েছে, তা নিয়ে আক্ষেপ কোরো না।'

এরপরই আবদার। গাভাসকার বলেছেন, 'দারুণ ইনিংস। চালিয়ে যাও। সেঞ্চুরির অভ্যাস বজায় রেখো। 'ড্যাডি হান্ড্রেডস'। তবে আমি এখন গ্র্যান্ডফাদার। তাই বলতে চাই, 'গ্র্যান্ডড্যাডি হান্ড্রেডস' করাটা চালিয়ে যাও।' পূর্বসূরির প্রশংসায় আপ্লুত যশস্বীর ছোট্ট উত্তর, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যর।'

নতুন বান্ধবী মাহিকা শর্মার সঙ্গে ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে এই ছবি পোস্ট করেন হার্দিক পান্ডিয়া। নেটপাড়ার গুঞ্জন, নিজের ৩২তম জন্মদিনও মাহিকাকে নিয়ে উদযাপন করেছেন হার্দিক।

বিরাটের আইপিএল অবসর নিয়ে জল্পনা

বেঙ্গালুরু, ১২ অক্টোবর : কুড়ির বিশ্বকাপ জিতে টি২০ ছেড়েছিলেন। টিম ইন্ডিয়ার মিশন ইংল্যান্ডের আগে টেস্ট থেকেও অবসর নিয়েছেন। একদিনের ক্রিকেট অবশ্য এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন বিরাট কোহলি। কিন্তু কতদিন তাঁকে একদিনের আন্তর্জাতিকে দেখা যাবে?

জবাব নেই কোথাও। আপাতত কোহলি ডুবে রয়েছেন আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরের প্রস্তুতিতে। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজে রোহিত শর্মার সঙ্গে মাঠে নামতে চলেছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক কোহলিও। বুধবার সতীর্থদের সঙ্গে পারথ রওনা হওয়ার কথা বিরাটের। এমন অবস্থায় আচমকাই আজ জল্পনা তৈরি হয়েছে কোহলির আইপিএল ভবিষ্যৎ নিয়ে। জানা গিয়েছে, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সঙ্গে যুক্ত একটি সংস্থা গত এক মাস ধরে কোহলির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো নিয়ে আলোচনা করে চলেছে। কিন্তু বিরাট রাজি হচ্ছেন না। কোহলির এমন মনোভাবের খবর সামনে আসার পরই জল্পনা শুরু হয়েছে তাঁর আইপিএল ভবিষ্যৎ নিয়ে। মনে করা হচ্ছে, ২০২৬ সালের আইপিএলই হয়তো শেষবার মাঠে নামবেন কোহলি। যদিও কোহলির ফ্র্যাঞ্চাইজি দল আরসিবি-র তরফে পুরো বিষয়টি নিয়ে মুখ বন্ধ রাখা হয়েছে। বিরাটও তাঁর মনের অন্দরের ভাবনা ও পরিকল্পনার কোনও ইঙ্গিত দেননি। এমন অবস্থায় তাই বিরাটের আইপিএল ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রবল

জল্পনা চলছে।

কোহলি ঠিক কী ভাবছেন? আরসিবি-র অন্দরমহলের খবর, শেষ মরশুমে খেতাব জয়ের পর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে সাফল্যের সেলিব্রেশন করতে গিয়ে পদপিষ্টের ঘটনার পর কোহলি সক্রিয়ভাবে আরসিবি-র মুখ হিসেবে থাকতে চাইছেন না। সম্ভবত সেই কারণেই আরসিবি-র সহযোগী সংস্থার সঙ্গেও দূরত্ব তৈরি করেছেন তিনি। জানা গিয়েছে, ২০২৬ সালেও রজত পাতিদারের নেতৃত্বে আরসিবি আইপিএল অভিযানে নামবে। সেই স্কোয়াডে কোহলিকে দেখা যাবে কিনা, নাকি ২০২৬ সালের আইপিএলের পরই তিনি অবসর ঘোষণা করে দেন, সেটাই এখন দেখার।

৩৬ রানে ভারতের পড়ল ৬ উইকেট

স্মৃতিদের দাপটেও হারের শঙ্কা

ভারত-৩৩০
অস্ট্রেলিয়া-৩০৩/৬
(৪৫ ওভার পর্যন্ত)

ভাইজ্যাগ, ১২ অক্টোবর : এ যেন দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের হাইলাইটস। বৃহস্পতিবার প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে রিচা ঘোষের বিধ্বংসী ইনিংসে চ্যালেঞ্জিং স্কোরে পৌঁছেছিল ভারতীয় মহিলা দল। কিন্তু শেষদিকে বোলারদের জঘন্য পারফরমেন্সে ম্যাচ হাতছাড়া হয় হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেডের। মহিলাদের চলতি ওডিআই বিশ্বকাপে রবিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও স্মৃতি মান্ধানা, প্রতীকা রাওয়ালদের দাপটে ৩৩০ রানে পৌঁছে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে নিজেদের সর্বাধিক স্কোর তুলে ফেলেছিল ভারত। কিন্তু ভাইজ্যাগের ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে ফের লাগামছাড়া বোলিংয়ে দলকে ডোবাচ্ছেন আমনজ্যোৎ কাউর, ক্রান্তি গৌড়রা।

গত তিন ম্যাচে কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবে 'শান্ত' ছিলেন স্মৃতি। তবে ভাইজ্যাগের ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে এদিন অস্ট্রেলিয়াকে সামনে পেতেই জ্বলে উঠল মান্ধানার ব্যাট।

এদিন ইনিংস লম্বা করতে সক্ষম হন স্মৃতি। গায়ের জোরে ধুন্ধুমার ব্যাটিং নয়, বরং টাইমিং নির্ভর ক্রিকেট খেলেন স্মৃতি। যা চোখের পক্ষে আরামদায়ক। এদিন ২৯ বছরের স্মৃতির থেকে চেনা 'টাচ' পাওয়া গেল। শতরান ফেলে এলেও ৬৬ বলে ৮০ রানের ইনিংসে একাধিক রেকর্ড গড়লেন তিনি। বিশ্বের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে মহিলাদের ওডিআইয়ে এক বছরে ১ হাজার রানের মাইলস্টোনে পা রাখেন তিনি। মাত্র ১১২টি ইনিংসে মহিলাদের ওডিআইয়ে ৫ হাজার রানের গণ্ডি টপকে ফেললেন স্মৃতি। এই রেকর্ডে স্মৃতিই কনিষ্ঠতম মহিলা ব্যাটার। শুধু তাই নয়, অজিদের বিরুদ্ধে টানা পাঁচটি ওডিআইয়ে ৫০ প্লাস স্কোর হয়ে গেল স্মৃতির।

এদিন আরেক ওপেনার প্রতীকা রাওয়ালকে (৭৫) পাশে পেয়ে যান স্মৃতি। ওপেনিং জুটিতে ১৫৫ রান তুলে তাঁরা বড় রানের মঞ্চ তৈরি করে দেন। কিন্তু সেট হয়েও উইকেট দিয়ে আসেন হার্লিন দেওল (৩৮), হরমনপ্রীত (২২), জেমিমা রডরিগেজ (৩৩), রিচারা (৩২)। নিটফল, ৩৬ রানে শেষ ৬ উইকেট হারিয়ে সাড়ে তিনশোর আগেই ভারতের ইনিংস থেমে যায়।

বল হাতে শুরুতেই অজি ব্যাটারদের কাজ সহজ করে দেন ক্রান্তিরা। সঙ্গে ছিল স্টাম্পের পিছনে রিচার 'হরর শো।' ৩৪ রানের মাথায় ফোয়েবে লিচফিল্ডের সহজ স্টাম্পিং মিস করেন শিলিগুড়ির রিচা। যার সুযোগ নিয়ে অ্যালিসা হিলি ও লিচফিল্ড ওপেনিংয়ে ৮৫ রান তুলে মহিলাদের ওডিআইয়ে সর্বাধিক রানতাড়ার মঞ্চ গড়ে দেন। লিচফিল্ড (৪০) ফিরলেও অজিদের ট্র্যাকে রাখেন হিলি (১০৭ বলে ১৪২)। অ্যানাবেল সাদারল্যান্ডকে (০) নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি (৪১/৩) তুলে নিলও অ্যাশলে গার্ডনারকে নিয়ে 'ক্যালকুলেটিভ রিস্ক'-এ রান দলের রান এগিয়ে নিয়ে যান তিনি। ফলে রানতাড়ায় কখনই আস্কিং রেটের চাপ অনুভব হয়নি অস্ট্রেলিয়ার। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার স্কোর ৪৫ ওভারে ৩০৩/৬।

সেনসেশনাল স্মৃতি
এক বছরে সর্বাধিক রান (মহিলাদের ওডিআই)

ব্যাটার	ম্যাচ	রান	সাল
স্মৃতি মান্ধানা	১৮	১০৬২	২০২৫
বেলিন্ডা ক্লার্ক	১৬	৯৭০	১৯৯৭
লরা উলভারডট	১৮	৮৮২	২০২২
ডেবি হকলে	১৬	৮৮০	১৯৯৭
অ্যামি স্যাটারওয়েট	১৫	৮৫৩	২০১৬

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআইয়ে টানা পাঁচটি ৫০ প্লাস স্কোর করে মান্ধানা।

মহিলাদের ওডিআইয়ে দ্রুততম ৫ হাজার (ইনিংসের বিচারে)

ব্যাটার	ইনিংস
স্মৃতি মান্ধানা	১১২
স্টেফানে টেলর	১২৯
সুজি বেটস	১৩৬
মিতালি রাজ	১৪৪
শার্লট এডওয়ার্ডস	১৫৬

শতরানের পর অ্যালিসা হিলি।

ফুটবল ফেডারেশনে গৃহীত হল সংবিধান

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ অক্টোবর : দেশের শীর্ষ আদালতের দেওয়া নয়া সংবিধান অনুমোদন সাপেক্ষে গৃহীত হল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের বিশেষ সাধারণ সভায়।

এদিনের সভায় অবশ্য বিস্তর বিতণ্ডা হয় এই সংবিধান গ্রহণ করা নিয়ে। এমনকি ঝামেলা হয় এআইএফএফ সহ মহাসচিব এম সত্যনারায়ণ ও কোষাধ্যক্ষ অভিজিৎ পালের মধ্যে। তবে এদিনের সভা নিয়ে মূল আপত্তি তোলেন বিরোধী গোষ্ঠীর তরফে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রফুল প্যাটেল ও ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সুব্রত দত্ত। মূলত প্রাক্তন সভাপতি প্রফুলের বক্তব্য ছিল, যেহেতু দুইটি বিষয় নিয়ে ফের আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছে, সেই দুই বিষয়ে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ আসা পর্যন্ত এই বিশেষ সাধারণ সভা স্থগিত করে দেওয়া হোক। নাহলে ওই দুই বিষয়ের জন্য আবার একবার সাধারণ সভা করতে হবে। কিন্তু কল্যাণ চৌবে মানতে রাজি হননি তাঁর বক্তব্য। পরে সুব্রত দত্তও রাজ্যের বিপক্ষে যেতে পারে এমন কিছু প্রসঙ্গ তোলেন। তখন কল্যাণ জানান, তাহলে এই বিষয়ে ভোট করা হোক। এদিনের সভায় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধিরা। তাতে দেখা যায়, প্রফুল ও সুব্রত ছাড়া দিল্লি, মেঘালয় ও গোয়া সভা স্থগিত করে পরে সংবিধান গ্রহণের বিষয়ে মত দেয়। বাকিরা এদিনই গ্রহণ করার পক্ষে সায় দেওয়ায় অনুমোদন সাপেক্ষে গৃহীত হয়ে যায় নতুন সংবিধান। রাজ্য সংস্থার সদস্যরা ছাড়াও ফিফার দুইজন ও এএফসি-র একজন সদস্য এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত দুইটি বিষয় নিয়ে ফের আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে ফেডারেশন। যার একটি আদালতের নজরদারি ও অন্যটি হল রাজ্য ও এআইএফএফে একসঙ্গে দুইটি পদে থাকা। কোনও ব্যক্তি একসঙ্গে দুই জায়গায় থাকতে পারবেন না। এই নিয়ম চালু হয়ে গেলে বর্তমান কমিটির একাধিক সদস্যকে হয় রাজ্যের পদ ছাড়তে হবে অথবা ফেডারেশনের। যা হয়তো শেষপর্যন্ত আদালতের নির্দেশে তাঁদের মেনে নিতেই হবে। তবে ফিফার নিয়ম মেনে শীর্ষ আদালত নজরদারির পথে সম্ভবত হাঁটবে না বলেই অভিজ্ঞ মহল মনে করছে। আগামী সপ্তাহে এই বিষয়ে শুনানির পর এই মাসেই হয়তো আবার বিশেষ সাধারণ সভা হতে চলেছে এআইএফএফের। এদিনের সভায় এছাড়া আর কোনও বিষয়েই আলোচনা হয়নি বলে জানা গিয়েছে। কার্যনির্বাহী কমিটির এক সদস্য অবশ্য স্বীকার করে নিলেন পরবর্তী সাধারণ সভা আহ্বান করা তাদের পক্ষে খুবই চ্যালেঞ্জিং। কারণ এবার নতুন সংবিধান অনুযায়ী আইএসএল, আই লিগ ও ডব্লিউআইএলের চ্যাম্পিয়ন ক্লাবের প্রতিনিধিরা ছাড়াও ১৫ জন প্রাক্তন ফুটবলারকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বেছে নিতে হবে। যা অতি দ্রুত করা প্রায় অসম্ভব। তিনি বলেছেন, 'মোহনবাগান, ইন্টার কাশী এফসি ও ইস্টবেঙ্গল-এই তিন ক্লাব প্রতিনিধিত্ব করবে, এটা না হয় আমরা জানি। কিন্তু ১৫ জন প্রাক্তন ফুটবলার দ্রুত বাছাই করা এখন সবচেয়ে কঠিন কাজ।' এছাড়াও নতুন সংবিধান অনুযায়ী ৫ কোটি টাকা বা ৪ বছরের বেশি কাজ হবে এরকম কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গেলেও বিশেষ সাধারণ সভা ডাকতে হবে। অর্থাৎ আইএসএলের দরপত্র বাজারে ছাড়া এবং বিশেষ কোনও কোম্পানিকে বেছে নিয়ে তাদের হাতে লিগ তুলে দেওয়া, দুই বিষয়ে সাধারণ সভা ডাকতে হবে ফেডারেশনকে।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করে চিঠি মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ অক্টোবর : এতদিন হাতে সময় ছিল। পরে অপেক্ষায় থেকেছেন সাদা-কালো কর্তারা। কিন্তু এবার দল নামাতে হবে সুপার কাপে। তার আগে ফিফা ব্যান ছাড়াও বর্তমান ফুটবলারদের নিয়ে মাঠে নামার জন্য প্রয়োজন অর্থ। তাই আর দেরি না করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন জানিয়ে চিঠি দিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

রবিবার নবান্নে গিয়ে সেই চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে দিয়ে আসা হয়। মূলত পাঁচ মাস আগেই স্থানীয় এক বাণিজ্যিক সংস্থার সঙ্গে মহমেডানের কথা বলিয়ে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঠিক হয়ে যায়, পুরোটা না হলেও অন্তত বর্তমান পরিস্থিতিতে বকেয়া মেটানো থেকে নতুন মরশুমের অনুশীলন শুরু করানোর মতো আর্থিক দায়ভার নেবে ওই সংস্থা। তাদের পাশাপাশি খোঁজা হবে অন্য বিনিয়োগকারীও। কিন্তু সেই সংস্থা মহমেডানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবে 'না' বললেও আদতে কোনও চুক্তিতে এদিন পর্যন্ত সই বা কোনও আর্থিক সাহায্য করেনি। এদিকে, সুপার কাপে দল নামানোর জন্য দ্রুত প্রস্তুতি শুরু করা দরকার। তাই এদিন এই গোটা বিষয়টি জানিয়ে, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পুনরায় বিষয়টি দেখার আবেদন জানিয়ে চিঠি দিল মহমেডান। চিঠিতে লেখা হয়েছে যে, পাঁচ মাস ধরে কথাবার্তা চালিয়ে এখন যদি ওই সংস্থা না করে তাহলে আরও বিপদ বাড়বে ক্লাবের। ওই সংস্থার অপেক্ষায় থেকে মহমেডান কর্তারাও আর কোনও কোম্পানির সঙ্গে কথা বলেননি। তাই দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের জন্য আবেদন করা হয়েছে চিঠিতে।

এদিকে, সুপার কাপের জন্য টিকিট ও হোটেল বুকিং করে ফেলা হয়েছে মহমেডানের তরফে। তবে কোচ হিসাবে মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুই কাজ চালিয়ে যাবেন কি না তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। এক কর্তা বিষয়টি পরে জানানো হবে বলে মন্তব্য করেন।

৬০০-র মাইলস্টোনে পা রেখে চেনা সেলিব্রেশন লুইস সুয়ারেজের।

মেসি ম্যাজিকে জয় মায়ামির

'৬০০'-র গণ্ডি স্পর্শ সুয়ারেজের

ওয়াশিংটন, ১২ অক্টোবর : মেজর লিগ সকারে আটলান্টার বিরুদ্ধে ৪-০ গোলে বড় জয় পেল ইন্টার মায়ামি। সৌজন্যে আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি।

ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল মায়ামির। যদিও প্রথম গোল পেতে ৩৯ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় তাদের। বাল্টসার রডরিগেজের পাস থেকে দুই ডিফেন্ডারকে টপকে গোল করে যান মেসি। ৫২ মিনিটে আর্জেন্টাইন মহাতারকার পাস থেকে লক্ষ্যভেদ করেন জর্ডি আলবা।

৬১ মিনিটে মায়ামির হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন উরুগুয়ের লুইস সুয়ারেজ। এটি তাঁর কেরিয়ারের ৬০০তম গোল। এখনও পর্যন্ত ক্লাব ফুটবলে তিনি করেছেন ৫৩১টি গোল। উরুগুয়ের জার্সিতে ৬৯টি গোল করেছেন সুয়ারেজ।

৮৭ মিনিটে আটলান্টার কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন মেসি। আপাতত ২৬ গোল করে মেজর লিগ সকারে সর্বাধিক গোলদাতা আর্জেন্টাইন মহাতারকা। এর মধ্যে ৯ বার জোড়া গোল করে মেজর লিগ সকারের ইতিহাসে নতুন নজির গড়েছেন তিনি।

ম্যাচের পর মায়ামি কোচ জাভিয়ের মাসচেরানো বলেছেন, 'ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে মেসিকে বিশ্রাম দিয়েছিল আর্জেন্টিনা। সেটা দেখেই আমি ওকে বলেছিলাম আটলান্টার বিরুদ্ধে ম্যাচটা খেলতে। গত এক সপ্তাহ দলের সঙ্গে অনুশীলন করেনি। কিন্তু তারপরেও আটলান্টার বিরুদ্ধে দুরন্ত খেলেছে মেসি।'

আপাতত ৩৩ ম্যাচে ৬২ পয়েন্ট নিয়ে মেজর লিগ সকারে ইস্টার্ন কনফারেন্স লিগ তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে ইন্টার মায়ামি। ১৯ তারিখ তারা শেষ ম্যাচ খেলবে ন্যাশভিলের বিরুদ্ধে।

ইউনাইটেডকে জেতালেন অমিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ অক্টোবর : রবিবার গোকুলাম কেরালা এফসি-কে ১-০ গোলে হারিয়ে আইএফএ শিল্ডে অভিযান শুরু করল ইউনাইটেড স্পোর্টস।

এদিন প্রথমার্ধের খেলার ফলাফল ছিল গোলশূন্য। ৫৪ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন 'সুপারসাব' অমিত বসাক। এর আগেও কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে পরিবর্ত হিসেবে নেমে গোল করেছিলেন তিনি। চলতি মরশুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে পরিবর্ত হিসেবে নেমে ৩ গোল ও ২ অ্যাসিস্ট করেছেন অমিত। ১৫ তারিখ গ্রুপের শেষ ম্যাচে ইউনাইটেড স্পোর্টস খেলবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে।

অগ্রদূতের ফুটবল শুরু

কোচবিহার, ১২ অক্টোবর : সিপাহিটারি অগ্রদূত সংঘের ৮ দলীয় সালেয়া খাতুন ও ভাগ্য বড়ুয়া ট্রফি ফুটবল রবিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে মাথাভাঙ্গা প্লেয়ার্স ইউনিট ২-১ গোলে অসম তুফান এফসি-কে হারিয়েছে। মাথাভাঙ্গার তালেব মিয়াঁ জোড়া গোল করেন। তুফানের গোলস্কোরার লুবান সোয়েল। বৃহস্পতিবার খেলবে কোহিনুর টি এস্টেট ও খোয়ারডাঙ্গা জগৎজ্যোতি সংঘ।

জোড়া ব্রোঞ্জ আফসারার

ইসলামপুর, ১২ অক্টোবর : উজবেকিস্তানের তাসখন্দে আয়োজিত কিক বক্সিং ওয়ার্ল্ড কাপে চোপড়া ব্লকের মেয়ে আফসারা খাতুন জোড়া ব্রোঞ্জ পেয়েছেন। মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁচাকালী এলাকার এই তরুণীর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তাঁর প্রতিবেশীরা। তাঁর লড়াই ও কঠোর অনুশীলন সাফল্য এনে দিয়েছে বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। আফসারার মা রুকিয়া বেগম বলেছেন, 'ইয়াকো ইন্ডিয়ার ব্যানারে মেয়ে কিক বক্সিংয়ে গিয়েছিল। ওর সাফল্যে আমরা গর্বিত।'

এনটিসি কাপ নভেম্বরে

তুফানগঞ্জ, ১২ অক্টোবর : নিউটাউন ক্লাবের এনটিসি কাপ ক্রিকেট ৯ নভেম্বর থেকে শুরু হবে। খেলা কমিটির সম্পাদক নিরঞ্জন পাল জানিয়েছেন, কলেজের ২ নম্বর মাঠে এই বছর ১৬ দল অংশগ্রহণ করবে। ফাইনাল ১৬ নভেম্বর।

পেনাল্টি মিস করেও জয় পেল পর্তুগাল-স্পেন

দ্রুততম '৫০' হাল্যান্ডের

হ্যাটট্রিক করে হুংকার নরওয়ের আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের।

লিসবন ও মাদ্রিদ, ১২ অক্টোবর : একই দিনে চার তারকার পেনাল্টি মিস।

ভারতীয় সময় শনিবার রাতে ইউরোপে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচ খেলতে নেমে পর্তুগালের ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, নরওয়ের আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড, স্পেনের ফেরান তোরেস ও ইতালির মাতেও রেতেগুই পেনাল্টি মিস করেছেন। কিন্তু তারপরেও জিতেছে তাঁদের দল। মজার বিষয় হচ্ছে, নরওয়ে ছাড়া বাকি তিনটি দল শেষ তিনটি ইউরো কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

বাছাই পর্বের ম্যাচে পর্তুগাল ১-০ গোলে হারিয়েছে আয়ারল্যান্ডকে। ৭৫ মিনিটে পেনাল্টি পেয়েছিল উয়েফা নেশনস লিগ জয়ীরা। কিন্তু পর্তুগিজ মহাতারকা রোনাল্ডো গোল করতে ব্যর্থ হন। অবশ্য ম্যাচের সংযোজিত সময়ে জয়সূচক গোলটি আসে রুবেন নেভেসের পা থেকে। বাছাই পর্বের গ্রুপ 'এফ'-এ ৩ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে পর্তুগাল।

বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে গ্রুপ 'ই'-র ম্যাচে স্পেন ২-০ গোলে হারিয়েছে জর্জিয়াকে। ২৪ মিনিটে ইয়েরেমি পিনোর গোলে এগিয়ে যায় লুইস ডে লা ফুয়েন্তের দল। ২৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন দলের তারকা ফুটবলার ফেরান টোরেস। ৬৪ মিনিটে স্পেনের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন মিকেল ওয়ারজাবাল। পর্তুগালের মতো স্পেনও টানা তিন ম্যাচ জিতে গ্রুপ শীর্ষে রয়েছে।

এদিকে বাছাই পর্বের গ্রুপ 'আই'-এর ম্যাচে ইজরায়েলকে ৫-০ গোলে হারিয়েছে নরওয়ে। পেনাল্টি মিস করেও হ্যাটট্রিক করেছেন দলের তারকা আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। বাকি দুইটি গোল আত্মঘাতী। এদিন সবচেয়ে কম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে ৫০ গোলের নজির স্পর্শ করেছেন হাল্যান্ড। তিনি মাত্র ৪৬ ম্যাচেই গোলের 'হাফ সেঞ্চুরি' পূর্ণ করেছেন। এই ম্যাচের আগে বেশ কিছু দর্শক স্টেডিয়ামে প্যালেস্তাইনের ওপর ইজরায়েলি আক্রমণের প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ দেখান।

গ্রুপের অপর ম্যাচে ইতালি ৩-১ গোলে হারিয়েছে এস্তোনিয়াকে। আজুরিদের হয়ে গোল করেন মোয়েস কিন, মাতেও রেতেগুই ও ফ্রান্সিসকো পিও এসপোসিতো। এস্তোনিয়ার গোলদাতা রাউনো সাপাইনেন। এদিন গোল করলেও পেনাল্টি মিস করেছেন রেতেগুই। আপাতত গ্রুপে ৬ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে নরওয়ে। ৫ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইতালি।

আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে পেনাল্টি মিসের পর ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

ফাইনালে দাদাভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর : কাটিহারে ইসরায়েল আলম মেমোরিয়াল ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের মেয়েদের দল। রবিবার সেমিফাইনালে তারা ৬ উইকেটে জিতেছে মালদার এসএমএমসিসিসি-র বিরুদ্ধে। টসে জিতে মালদা ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ৯৭ রান করে। রিয়া কান্তি ৩২ রানে অপরাজিত থাকেন। রাসমণি দাসের অবদান ২১। একটি করে উইকেট নিয়েছেন মর্জিনা খাতুন, পুনম সোনি, হ্যাপি সরকার, শ্রেয়া সরকার ও প্রীতি ভদ্র। জবাবে দাদাভাই ১৭.৫ ওভারে ৪ উইকেটে ১০৩ রান তুলে নেয়। মর্জিনা অপরাজিত থাকেন ৩১ রানে। হ্যাপি ২৭ ও বিশাখা দাস ২৩ রান করেন। জেনি পারভিন ২৪ রানে নেন ২ উইকেট। সোমবার সকাল ৯টায় দাদাভাই ফাইনাল খেলতে নামবে কাটিহারের বিরুদ্ধে।

ফাইনালে উঠে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের মেয়েদের দল। কাটিহারে।

রানার্স হওয়ার পর সোনালি অতীত ফুটবল ক্লাব। ছবি : জয়ন্ত সরকার

রানার্স গঙ্গারামপুর সোনালি অতীত

গঙ্গারামপুর, ১২ অক্টোবর : বিবেকানন্দ চ্যারিটি ট্রাস্টের ৮ দলীয় ভেটেরান্স ফুটবলে রানার্স হল গঙ্গারামপুরের সোনালি অতীত ফুটবল ক্লাব। শনিবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-৪ গোলে ইটাহার ভেটারেন্স ক্লাবের বিরুদ্ধে হেরেছে। ইটাহার উচ্চবিদ্যালয় মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। প্রতিযোগিতার সেরা গঙ্গারামপুরের স্বপন হাঁসদা। সেরা গোলকিপার একই দলের সঞ্জিত রায়।

ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের মাঠে তাইকোনডো

মালবাজার, ১২ অক্টোবর : ডামডিম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব ও তাইকোনডো মার্শাল আর্ট অ্যাকাডেমির যৌথ উদ্যোগে রবিবার আয়োজিত প্রথম ডুয়ার্স কাপ তাইকোনডো প্রতিযোগিতা ও ট্যালেন্ট সার্চ প্রোগ্রামে ৭০ জন অংশ নেয়। ডামডিম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ওদলাবাড়ি, ডামডিম, রাঙামাটি, মালবাজার, চালসা, নাগরাকাটা সহ আশেপাশের বিভিন্ন এলাকার ৫ বছরের ঊর্ধ্বে নানা বয়সের প্রতিযোগীরা।

অ্যাথলেটিক্সের দলবদল

রায়গঞ্জ, ১২ অক্টোবর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স মিটের জন্য খেলোয়াড়দের দলবদল, নবীকরণ ও নথিভুক্তকরণ শুরু হচ্ছে নভেম্বরে। ১ ও ২ নভেম্বর অনূর্ধ্ব-১৪ ছেলেমেয়ে এবং পুরুষ-মহিলা বিভাগের জন্য দিন নির্ধারিত হয়েছে। ৮ ও ৯ নভেম্বর অনূর্ধ্ব-১৮ এবং ২০ বছর বয়সীদের জন্য এই কর্মসূচি চলবে। সংস্থার সহ সচিব অমর দে জানিয়েছেন, নির্ধারিত দিনে দুপুর ২টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে। অ্যাথলেটিক্স মিট অনুষ্ঠিত হবে জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন বাসিন্দা অরূপ পাল - কে 20.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 56H 54564 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের ফলে আমি মানসিকভাবে অত্যন্ত প্রশান্ত এবং আনন্দিত। মনে হচ্ছে আমার সামনে নতুন একটি দ্বার খুলে গিয়েছে। এই জীবন পরিবর্তনকারী সাফল্যের জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।